বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল অক্টোবর, ২০২৪

উপদেষ্টা **মোঃ মাসুদ করিম** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) : আহ্বায়ক
(প্রশাসন ও হিসাব)

ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) : সদস্য

ড. মোহাম্মদ মুসলিম, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) : সদস্য
(আরইটিসি)

মোহাম্মদ এমদাদুল হক, উপপরিচালক (উপসচিব) : সদস্য
(নীতি ও পরিকল্পনা)

মোঃ জাহিদুল ইসলাম : সদস্য
সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (নীতি ও পরিকল্পনা)

মোঃ মেহেদী হাসান : সদস্য
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ নাইম খন্দকার : সদস্য
সহকারী পরিচালক (মহাপরিচালকের একান্ত সচিব)

আশরাফুন নাহার : সদস্য সচিব
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)

ডিজাইন ও অলংকরণ

স্বতঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বিশাল জনসংখ্যার নিরন্ন মুখে অন্ন জোগাতে হলে প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ। জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির চাকাকে সতেজ করে তুলতে পারে একমাত্র কৃষিকাজ। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খাতে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম কৃষি খাত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনার মতো ভয়াবহ মহামারি, বৈশ্বিক মন্দা সবকিছুকে হার মানিয়ে বাংলাদেশ আজ কৃষি উৎপাদনে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে, কৃষির উন্নয়ন ও গুণগত উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত হলো উন্নত বিপণন ব্যবস্থা। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার সফলতা। দক্ষ বাজার ব্যবস্থা কৃষককে অধিক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে, যা ভোক্তার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করে। কৃষি বিপণন সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং অভিজ্ঞতা কৃষককে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রয়ের কৌশল, বাজার সম্প্রসারণ এবং ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। ফলে কৃষক মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং উৎপাদনে আরও বেশি উৎসাহ বোধ করে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সে সকল সুবিধার সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে কৃষকের একদিকে যেমন দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়বে তেমনি তাদের পণ্যের গুণগতমান মান অক্ষুণ্ন রেখে বেশি দামে কৃষিপণ্য বিক্রয় করতে পারবে। ফলে তাদের এই আর্থিক উন্নতি কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে প্রতি একক জমি থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক ফলন ও আরও বেশি আয় পেতে সক্ষম করে তুলবে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে কৃষকগণ বাড়িতে বসেই দেশের যে কোন অঞ্চলের তথা সারা বিশ্বের কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারবে ফলে বিপণনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে।

কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কৃষি উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এ সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে রয়েল কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এ উপমহাদেশে সরকারিভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রমের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ, যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পণ্যের বাজার তথ্য, তুলনামূলক প্রতিবেদন দিয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে যাচ্ছে। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে অত্র অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। মৌসুমে অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদেরকে শস্য জমা রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আলু ও পিঁয়াজের অধিক উৎপাদনশীল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি পঁচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার তৈরি করা হচ্ছে। ফুলের বাজার আধুনিকায়ন, ফুল রপ্তানির বাজার সৃষ্টি এবং ফুল চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলীতে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ফুলের পাইকারি মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে উন্নত করতে, নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিবছরের মতো এ বছরেও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনটিতে এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষক ও কৃষি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এ প্রতিবেদন থেকে উপকৃত হবে বলে আমি আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা বাস্তবে রূপ নিয়েছে তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

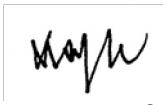

(মোঃ মাসুদ করিম)

পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (প্রশাসন ও হিসাব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক সংগঠিত উপায়ে বিপণন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না বা করতে পারে না। ফলে মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ ফড়িয়া, ব্যাপারী বা আড়তদার কৃষকদের সর্বনিম্ন মূল্য প্রদান করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। অধিকন্তু কৃষিপণ্য পঁচনশীল হওয়ায় সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, ফলমূল ও শাক-সবজি পঁচে নষ্ট হচ্ছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের নানা বাস্তবমুখী উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ ধান, পাট, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, আলু, সবজি ও মাছ উৎপাদনে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে কৃষির এ সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তির উপর।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানির কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি কার্যকর কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে-সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, হিমাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন ব্যবস্থায় কুল চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থাপিত প্রসেসিং সেন্টারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের দিকে আগ্রহী করে তুলছে, যা প্রান্তিক দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক। কৃষিপণ্যের মূল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সারাদেশের বড় বড় বাজারে মূল্য তালিকা সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। জনবল স্বল্পতা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বরেন্দ্র, খরাপ্রবণ, নদী প্লাবিত ও চর এলাকায় ২০টি জেলার ৯০টি উপজেলায় কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসে কাজ করা হচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্থাপিত "কৃষকের বাজার" এর মাধ্যমে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্য কোন মধ্যস্থতাকারীর সহায়তা ছাড়াই ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকারের ভিশন-মিশন বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, গবেষক ও উদ্যোক্তাসহ সকলের প্রয়োজনে এ প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)

বার্ষিক প্রতিবেদ সম্পাদনা পরিষদ ২০২৩-২০২৪

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)(প্রশাসন ও হিসাব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য ড. মোহাম্মদ মুসলিম, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) (আরইটিসি) সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য মোহাম্মদ এমদাদুল হক, উপপরিচালক (উপসচিব) (নীতি ও পরিকল্পনা)কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য মোঃ জাহিদুল ইসলাম সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য মোঃ মেহেদী হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মোঃ নাইম খন্দকার সহকারী পরিচালক (মহাপরিচালকের একান্ত সচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য আশরাফুন নাহার সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

০১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি	
০২.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)	
০৩.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	
০৪.	অধিদপ্ত প্রধানগণের নামের তালিকা	
০৫.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ	
০৬.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	
০৭.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়	
০৮.	সদর দপ্তরের কার্যক্রম	
০৯.	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	
১০.	গবেষণা শাখা	
১১.	গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা	
১২.	প্রশাসন শাখা	
১৩.	ফিল্ড সার্ভিস শাখা	
১৪.	হিসাব শাখা	
১৫.	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	
১৬.	রপ্তানি উন্নয়ন শাখা	
১৭.	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা	
১৮.	আইসিটি সেল	
১৯.	কৃষি বিপণন অনলাইন মার্কেট ডাইরেক্টরি প্লাটফর্ম বিষয়ক অগ্রগতি	
২০.	কৃষি বিপণন অনলাইন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন,ক্লিয়ারেন্স,এবং সার্টিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্লাটফর্ম বিষয়ক অগ্রগতি	
২১.	কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা	
২২.	কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখা	
২৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
২৪.	বিভাগের কার্যক্রম	
২৫.	ঢাকা বিভাগ	
২৬.	খুলনা বিভাগ	
২৭.	রাজশাহী বিভাগ	
২৮.	রবিশাল বিভাগ	
২৯.	রংপুর বিভাগ	

৩০.	ময়মনসিংহ বিভাগ	
৩১.	চট্টগ্রাম বিভাগ	
৩২.	সিলিট বিভাগ	
৩৩.	অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম	
৩৪.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট	
৩৫.	মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো	
৩৬.	ফটো গ্যালারি	

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

পটভূমি:

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি:

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল 'কৃষি বাজার পরিদপ্তর'।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার 'অধিদপ্তর' হিসেবে ঘোষণা করে।

রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Main Funtion):

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;

২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;

৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;

৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;

১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;

১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;

১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

১. নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	দৈনিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ বাৎসরিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ মৌসুমী ফসলের বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	আবেদনপত্র, বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর জেলা অফিস এবং ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	দৈনিক বাজারদর দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৩:০০ টা সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর অফিস চলাকালীন সময় বাৎসরিক বাজারদর অফিস চলাকালীন সময় মৌসুমী ফসলের বাজারদর অফিস চলাকালীন সময়	উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
২.	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ	www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ – বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ ও স্ক্রল করে তথ্য সংগ্রহ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd	বিনামূল্যে	যে কোনো সময়	উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
৩.	বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	**নতুন প্রদানের ক্ষেত্রে** ১.আবেদনপত্র গ্রহণ ২.পূরণকৃত আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ৩. সরেজমিনে পরিদর্শন ৪.যাচাই সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান **নবায়নের ক্ষেত্রে** ১.আবেদনপত্র গ্রহণ ২. আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ৩.লাইসেন্স নবায়ন	নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান পুরাতন কোড নম্বর-১৮৫৪ নতুন কোড নম্বর-১৪২২১৯৯ সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়	নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফি ব্যবসার শ্রেণী / নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা) / নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা) হিমাগার: ১৫০০/- / ৮০০/- চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান: ১২০০/- / ৬০০/- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান: ১২০০/- / ৬০০/- বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী: ১২০০/- / ৬০০/- কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা বোকার: ১০০০/- / ৬০০/- বেপারী, ফড়িয়া: ৩০০/- / ২০০/- ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী: ১০০/- / ৫০/-	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান	১. গুদামরক্ষক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের আদ্রতা পরীক্ষা, পোকামাকড় পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ ২. শস্য ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা ৩. আওতাভুক্ত কৃষকের শস্য গুদামে জমা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা ৪. গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগ্রহ ৫. বাংলাদেশ ব্যাংখ কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ৬টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান (সোনালী, জনতা, রূপালী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ণ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক)	- শস্য জমার রশিদ - পাশবই - আবেদন ফরম - ঋণ বিতরণপত্র - বন্দোবস্ত পত্র সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।	ভাড়া কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা	খাদ্যশস্য ০৬ মাস বীজ ০৯ মাস	ড. ফাতেমা ওয়াদুদ উপপরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা) মোবাঃ ০১৭১১-৫২৭৮৬৫
৫.	বাজার অবকাঠামো ও পরিবহণ সুবিধা প্রদান	-আবেদনপত্র গ্রহণ -বাজার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন -স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস	বিনামূল্যে	০২ (দুই) কর্মদিবস	উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ এবং ম্যানেজার, ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা ফোনঃ ০২-৯০১৪৪২০
৬.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান	-এফএমজি গ্রুপভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকাকরণ -তালিকাভূক্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/যশোর/নরসিংদী/কুমিল্লা/মাগুরা/পঞ্চগড়/রংপুর
৭.	রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ	নিত্য নতুন কৃষিপণ্য ও এর রপ্তানি বাজার অনুসন্ধার এবং সম্ভাবনা যাচাই- রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান	আবেদনপত্র আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময়	উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন শাখা: ই-মেইল:
৮.	বাজার সংযোগ সৃষ্টি	কৃষকের সাথে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী (আড়তদার, পাইকার, খুচরা কারবারী ইত্যাদি) সংযোগ তৈরি	বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সকল জেলা অফিস	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময়	উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
৯.	গবেষণা কার্যক্রম	-বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও ম, ল্য বিস্তৃতি নির্ণয় -বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ম, ল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদ	গবেষণা শাখা, সদর দপ্তর	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময়	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (গবেষণা) ফোনঃ ৫৫০২৮৪২৩ ই-মেইলঃ

২.দাপ্তরিক সেবা

ক্রঃনং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	শস্য গুদাম তথ্য সরবরাহ	i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	সদর দপ্তর ও জেলা অফিস	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	মোঃ শাহীদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ই-মেইলঃ shahid.bc.bd@gmail.com মোবাঃ ০১৯১২-২৮৩৮৬৭
২.	হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ	i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	সদর দপ্তর ও জেলা অফিস	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	রেজা শাহবাজ হাদী সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ই-মেইলঃ reza_hadi@dam.gov.bd মোবাঃ ০১৮২৩-৩১০৮৭০
৩.	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	নিয়মিত তথ্য প্রেরণ	- বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস - ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময় - ওয়েবসাইটে যে কোনো সময়	উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
৪.	১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ -আবেদনপত্র গ্রহণ -পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ -নিয়োগপত্র জারি	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি	০৪ (চার) মাস	মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৫ ই-মেইলঃ dg@dam.gov.bd
৫.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেট	বিনামূল্যে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	জনাব মাসুদ রানা সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪৮ ই-মেইলঃ masudrana325@gmail.com
৬.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) মূল্যায়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেটে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	
০৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (এনআইএস) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর (এনআইএস) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা’ র (এনআইএস) ফরম্যাট	বিনামূল্যে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	জনাব আব্দুল মান্নান সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (ফিল্ড সার্ভিস) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭ ই-মেইলঃ ammasumaiscu@gmail.com

৩. অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃনং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	জিপিএফ মঞ্জুরী	-আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই -মঞ্জুরীপত্র জারি	-জিপিএফ এর ব্যালেন্স শীট -অধিদপ্তরের হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	জনাব আব্দুল মান্নান সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (ফিল্ড সার্ভিস) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭ ই-মেইলঃ ammasumaiscu@gmail.com
২.	অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	-আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই -ছুটি অনুমোদন	-ছুটির আবেদনপত্র -ছুটি প্রাপ্তির হিসাব -অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	
৩.	পেনশন মঞ্জুরী	-আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই -মঞ্জুরীপত্র জারি	-নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম -পাসপোর্ট সাইজ ছবি -পিআরএল মঞ্জুরির আদেশ -প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র -নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ -প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ -এস.এস.সি সার্টিফিকেট -দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি -সরকারি বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়নপত্র -আনুগত্য সনদপত্র -নাগরিকত্ব সনদপত্র -না-দাবী সনদপত্র -অঙ্গীকারনামা -অডিট প্রত্যয়নপত্র -চাকুরির বিবরণী	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্মদিবস	
৪.	যানবাহন	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারি	-যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন -প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা	সরকার নির্ধারিত ভাড়ায়	০৩ (তিন) মাস	
৫.	গৃহ নির্মাণ, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুরী	আবেদনপত্র প্রাপ্তি; মঞ্জুরীপত্র জারী;	পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমসহ আবেদন	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	
ক্রঃনং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	মনোহরী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সেবাম, লক যাবতীয় কাজ সম্পাদন	চাহিদার বিপরীতে প্রাধিকার মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান এবং ক্রয় করার প্রয়োজন হলে পিপিআর-২০০৮ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করে সরবরাহ	-যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন -প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা	বিনামূল্যে	মঞ্জুর প্রাপ্তি সাপেক্ষ ০৩ (তিন) কার্যদিবস	
৭.	কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের নতুন পাসপোর্ট ইস্যু ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন নথিতে উপস্থাপন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর অনাপত্তি সনদ (NOC)প্রদান	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (অনলাইনে অথবা হার্ড নথিতে) ফরম প্রাপ্তির স্থান: www.dip.gov.bd	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	

৪. আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেন্স চার্টার লিঙ্ক

৫. আপনার কাছে (সেবা গ্রহীতার কাছে) আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা

ক্রঃনং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩.	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা
৪.	দাপ্তরিক সেবার ক্ষেত্রে দপ্তরের অগ্রায়ণপত্র/প্রস্তাব
৫.	আবেদনপত্রে ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর উল্লে খ করা

০৬. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

ক্র:নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মোঃ মজিবর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ফোন: ৫৫০২৮৩৯১, মোবাইল: ০১৫৫২-৪২২৯০০ ই-মেইল: ddadmin@dam.gov.bd ওয়েব: www.dam.gov.bd	তিন মাস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	জনাব ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ফোন: ৫৫১০০০০৬৭ মোবাইল: ০১৭২১০৪৬৭৮৪ ই-মেইল: jsadmn@moa.gov.bd ওয়েব: www.dam.gov.bd	এক মাস

ক্র:নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.dam.gov.bd	তিন মাস

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী ১ম শ্রেণীর স্থায়ী ক্যাডার/নন-ক্যাডার অনুমোদিত পদ ২২৮ টি। পূরনকৃত পদ ৮৪ টি। শূন্য পদ ১৪৪ টি। ২য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৫৫টি। পূরনকৃত পত ২৯টি। শূন্য পদ ২৬টি। ৩য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৪০২টি। পূরনকৃত পদ ৩২২টি। শূন্য পদ ৮০টি। ৪র্থ শ্রেণীর পদ অনুমোদিত ২৯৯টি। পূরনকৃত পদ ২৬৮টি। শূন্য পদ ৩১টি। অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৯৮৪টি। পূরনকৃত পদ সংখ্যা ৭০৩টি। এবং শুন্য পদ সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৮১টি।

ক্রমিক	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
০১	গ্রেড-০১	০	০	০
০২	গ্রেড-০২	১	১	০
০৩	গ্রেড-০৩	০	০	০
০৪	গ্রেড-০৪	৩	২	১
০৫	গ্রেড-০৫	১৫	১১	৪
০৬	গ্রেড-০৬	২৫	১১	১৪
০৭	গ্রেড-০৭	১	১	০
০৮	গ্রেড-০৮	০	০	০
০৯	গ্রেড-০৯	১৮৩	৫৮	১২৫
১০	গ্রেড-১০	৫৫	২৯	২৬
১১	গ্রেড-১১	২৬	১৯	৭
১২	গ্রেড-১২	৮০	৭৫	৫
১৩	গ্রেড-১৩	১৬	১১	৫
১৪	গ্রেড-১৪	১৩	১০	৩
১৫	গ্রেড-১৫	২৪	২৩	১
১৬	গ্রেড-১৬	২৪৩	১৮৪	৫৯
১৭	গ্রেড-১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড-১৮	৩৮	৩৮	০
১৯	গ্রেড-১৯	১৩	০৯	৪
২০	গ্রেড-২০	২৪৮	২২১	২৭
	মোট:	৯৮৪	৭০৩	২৮১

অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
০১.	জনাব টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
০২.	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
০৩.	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
০৪.	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
০৫.	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
০৬.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
০৭.	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
০৮.	জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
০৯.	জনাব আতিকুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১.	জনাব মোঃ মোমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২.	জনাব সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩.	জনাব ড. এম, এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪.	জনাব আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫.	জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬.	জনাব মোঃ মাহফুজ-উল আলম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭.	জনাব মোঃ মোমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮.	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি)	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯.	জনাব ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০.	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২
২১.	জনাব আবদুল্লাহ্ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২.	জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩.	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫
২৪.	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮
২৫.	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯

২৬.	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	১০-০৩-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০২১
২৭.	জনাব আঃ গাফ্ফার খান	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	২৬-১২-২০২১ হতে ০১-০১-২০২৩
২৮.	জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (দায়িত্বপ্রাপ্ত)	০২-০১-২০২৩ হতে ২৬-০৪-২০২৩
২৯.	জনাব মোঃ মাসুদ করিম	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	২৭-০৪-২০২৩ হতে অদ্যাবধি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

২০২২-২০২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০ টি বাজার ম,ল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০ টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০ টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন ও ৪০০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৪৫৯৬ জন কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ধান, চাউল, পেঁয়াজ, শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, ঢেড়স, চিচিংগা, করলা, চালকুমড়া, ঝিংগা, পটল, বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, মুলা, গম, কলা, তরমুজ, পেঁয়ারা, পেঁপে, তামাকসহ বিভিন Ŕ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ
  গ্রহণ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট ৩.১৯ কোটি টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক বাজারের পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, মসলা জাতীয় ফসল ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাক-সবজি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১. বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা:

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রদানকৃত সেবা:

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দলের সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি:

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত¡াবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধনের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা:

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্ণারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুিবধাথের্ কষৃ ক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গC্রপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান; এবং
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/ বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩. শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি

গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রদানকৃত সেবা:

■ নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন;

■ সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকা ভুক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

৩. ই-বিপণন সেবা:

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT- এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual marketing প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange- এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT- এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়;
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন; এবং
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন; এবং
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে Registration- এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

৫. সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা:

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত এসকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে:
প্রদানকৃত সেবা:

প্রদানকৃত সেবা:

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান; এবং
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য কুলভ্যান, ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. কৃষক বিপণন দল গঠন:

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের। ফলে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দলভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- কৃষক দল গঠন;
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ;
- লজিস্টিক সাপোর্ট; এবং
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান;
- যে কোন কৃষক স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; এবং
- এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন:

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণাধর্মী সেবা;
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা; এবং
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগিতা।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ

  প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না;
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়; এবং
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

৮.মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা:

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

- অধিদপ্তর বছরব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/ উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন;
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে

  থাকে; এবং
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

৯.বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমান-

ক. কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ:

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস; এবং
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণগ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

খ. শস্য গুদাম ঋণ:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ (Distress Sale) করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা; এবং
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

১০. লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ:

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়;

- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে;
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়;
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম-এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে হয়;
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে;
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে-এ লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; এবং
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই-এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা ও সমবায়/দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা জোরদারসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরুপ:

বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ: কৃষকের পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সহায়তায় দেশে এ পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি খুচরা বাজার অবকাঠামো, ২৩টি এসেম্বল সেন্টার, ১৩টি কৃষকের বাজার, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ০৭টি রিভার ভ্যান ও ০১টি ট্রাক এবং ১৭টি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১টি ফুলের পাইকারি বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অবকাঠামোসমূহ হতে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সকল শ্রেণি লাভবান হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন: মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকেরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামে শস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের বিপরীতে ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৬,১১৮ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৮৭,৮১৩ জন কৃষক বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬টি তফশিলি ব্যাংক হতে মোট ১৩৭.০০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৩৬টি পেঁয়াজ এবং ২১২টি আলুর প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, ১৪টি কুল চেম্বার এবং ৩৬১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

- **কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরণ:** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রায় ৪০,০০০ কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে এবং উদ্যোক্তাদেরকে ম্যাচিং গ্র্যান্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রাংশ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- **কৃষি বিপণনে মানব সম্পদ উন্নয়ন:** বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের সহায়তায় ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী, কৃষি ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২,৭৬,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও লাভজনক কৃষি ব্যবসা নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী প্রায় ২,২০০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।
- **বিপণন তথ্য সেবা:** নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মজুদের পরিমাণ, আমদানি সংক্রান্ত তথ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারণাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি, টেলিফোন ও ডবনংরঃব-এর মাধ্যমে ও যোগাযোগ করে বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও সেবাকেন্দ্রে (রেডিও, কলসেন্টার ও সংবাদপত্র) এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রায় ৫২,০০০ প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে Digitalization এর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ০১টি সার্ভার স্থাপন এবং একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর ও বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮৬,২৩,৭৯০ জন ওয়েবসাইটি ব্যবহার করেছেন।
- **আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কাম্য মূল্যে ভোক্তা কতৃক কৃষিপণ্য ক্রয় নিশ্চিতকরণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষি

বিপণন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **ই-মার্কেটিং ব্যবস্থার প্রচলন:** আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিতকরণ, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল অংশীজনের সুবিধার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে "স্মার্ট কৃষি মার্কেট সিস্টেম" নামে একটি ই-মার্কেটিং প্লাটফর্ম (অ্যাপস ও ওয়েবভিত্তিক) উন্নয়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তা খুব সহজেই নিজেদের মধ্যে কৃষিপণ্য সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।
- **বাজার ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আয়:** নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে সারাদেশে প্রায় ১০০০ প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এসব বাজার নিয়মিত মনিটর করা হয় এবং ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এসব বাজার হতে প্রায় ২২ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে, ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিকমূল্যে কৃষিপণ্য প্রাপ্তিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে বিপণন ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিপণন একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে নিম্নবর্ণিত বহুমুখী চ্যালেঞ্জ-

১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব;
- উৎপাদন ও ভোক্তার চাহিদা মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না;
- জেলা পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ এর বাস্তবায়ন ও সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূরূহ;
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা-সরবরাহ প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে;

২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর অভাব:

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমন- নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্যাকিং হাউজ ও পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো সুবিধার অভাব;
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস এর অভাব রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে;

■ পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুল ভ্যান (Cool Van) বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল;

৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরি দক্ষতার অভাব:

■ আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;

■ আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানি বাজার এর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না;

■ আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও FAO, WTO এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা:

■ উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন;

■ কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের বাজার মনিটরিং এ অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা;

■ কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দুর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৫) আন্ত:মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:

■ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না;

■ উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়ের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতা:

■ কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব;

■ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব;

■ কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড স্টোরেজ এর অভাব;

■ গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব;

■ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস
এর অভাব;

■ কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব;

■ গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি;

■ ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

উত্তরণের উপায়ঃ

- সরাসরি অংশীজনের সান্নিধ্যে গিয়ে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবলসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস (নিজস্ব অফিস ভবন, বাজার অবকাঠামো, যানবাহন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মান নিয়ন্ত্রণে কারিগরি যন্ত্রাদি ইত্যাদি) এর ব্যবস্থাকরণ;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন ও হিমাগার/প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার এর ব্যবস্থাকরণ;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ের সুবিধার্থে সারাদেশের বাজারগুলোতে আধুনিক ও স্মার্ট পদ্ধতিতে দৈনিক বাজারদর প্রকাশ;
- উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে মজুদের ডাটাবেইজ রাখা, যাতে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে;
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ গবেষণাপূর্বক কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষি বিপণন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত
  কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কৃষিপণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহনের জন্য অধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে কৃষক দল গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা প্রদান, যাতে করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফল দেশের সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MOU স্বাক্ষর সম্পন্ন করা। এর আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রক্রিয়াজাতকারীদেরকে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- জেলা ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় করা এবং ঘাটতি এলাকা ও উদ্বৃত এলাকা চিহ্নিতপূর্বক কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপন করা;
- সারাবছর কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমাগার এবং প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার তৈরি করা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ছোট, মাঝারি ও বড় বাণিজ্যিক কৃষক চিহ্নিত করে আলাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা, ডিজিটাল-মার্কেটিংয়ে সুযোগ করে দেয়া, বিভিন্ন পরিবহনের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহনে সাহায্য করা, বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা, কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া;
- ধান, ভুট্টা ও গম সংরক্ষণের জন্য শস্য গুদাম কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, গৃহ পর্যায়ে আলু/পেঁয়াজ/ রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন
  এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পণ্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে
  যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা;
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকার, ফড়িয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে প্রকাশ;

- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়াজাতকরণে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP
  (Good Manufacturing Practice) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী উৎপাদনপূর্বক ফ্রেশ এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলেটর কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও অংশীজনদের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে সহযোগিতা প্রদান। রপ্তানি উন্নয়ন রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি।
- কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে ত্রিশ হাজারের অধিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরি করা;
- কৃষকদেরকে স্মার্ট কৃষি ব্যবসায়ী হিসেবে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ২০০ স্মার্ট ফার্মারস হাব স্থাপন করা;
- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া, কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা। চালের দাম বৃদ্ধি/ অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চাল কল মালিক, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ করে কারণ ও করণীয় নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা;
- আমদানিকৃত কৃষিপণ্য/উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা, মূল্য, গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম

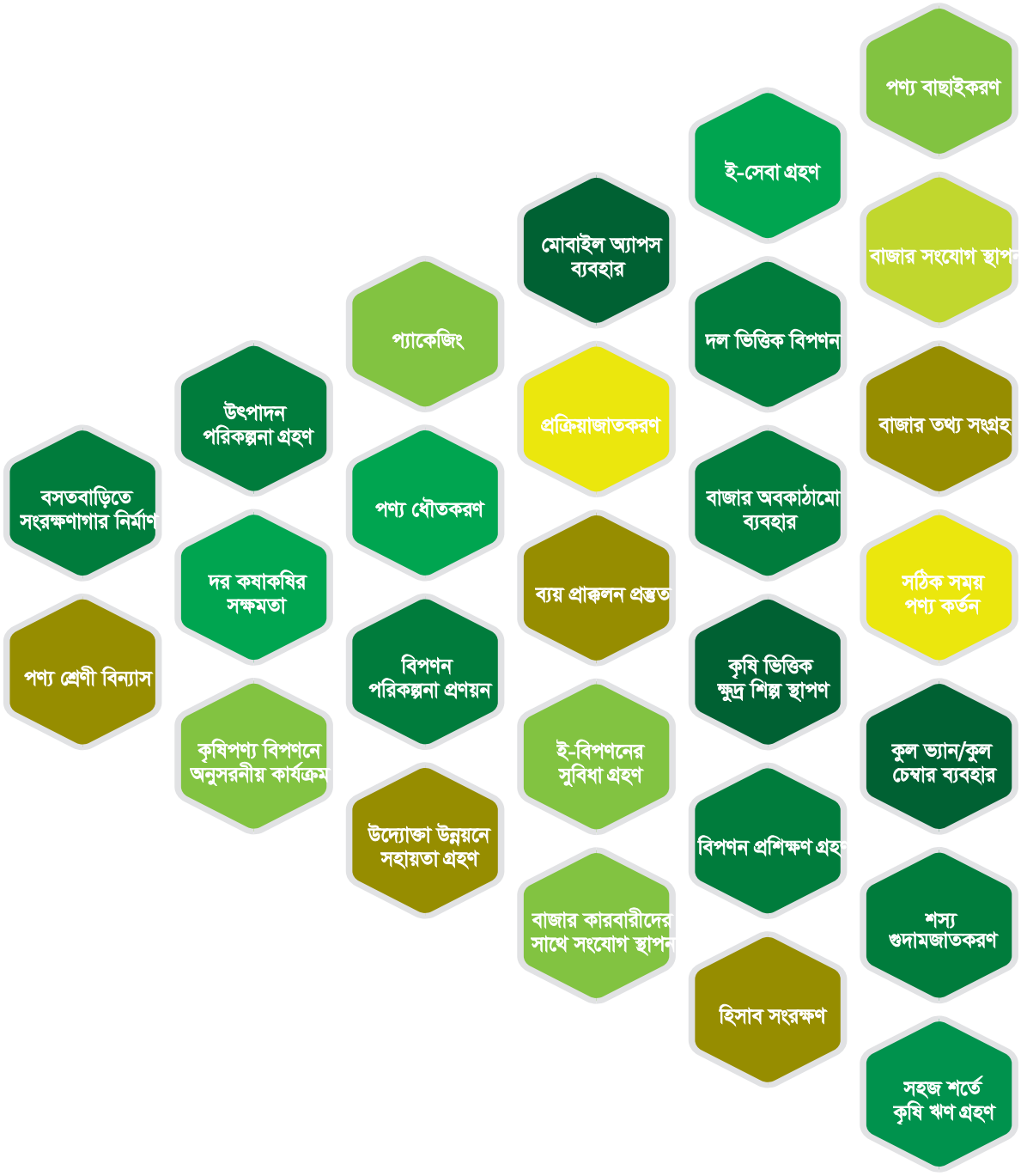

সদর দপ্তরের কার্যক্রম

বাজার সংযোগ শাখা

কার্যাবলী:

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা। খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তা সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা। কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করা।

প্রদানকৃত সেবাসমূহ:

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ৭টি বাজারের মৌসুমী ফসলের সাপ্তাহিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তরবুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের ১৩১টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক ব্যবসায়ী, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা ১৩১ টি বাজার হতে ১৬৫টি কৃষিপণ্যের কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, ৭ টি জেলা হতে প্রধান-প্রধান ১৪টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান- প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক ও সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ। দেশে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তার সংখ্যা ৬০০ জন।

বাজার তথ্য সরবরাহ:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিপ্তরসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড স্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের সর্বমোট ১,৫৪৫টি আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা পর্যায় ও সদর দপ্তর হতে বাজারদরের তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd-নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ যৌক্তিক পর্যায়ে প্রায় ৫৫টি ও খুচরা পর্যায়ে ৬১ টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর-এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েব-সাইট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন:

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার সকল ধরনের বিপণন ব্যয় ও লভ্যাংশ বিবেচনাপূর্বক চলতি বছরে ৩৫টি কৃষিজাত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ সংরক্ষণ এবং কৃষিপণ্য পরিবহণ নির্বিঘ্ন করার বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে।

বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় দেশে ৯৭৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজাদর রয়েছে। যা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মাসিক ভিত্তিত দেশের সকল জেলার প্রায় ২,৯০০টি বাজার পরিদর্শন করে প্রধান-প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ৮১৬টি (প্রায়), যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ৮৩২টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

বাজার সংযোগ স্থাপন:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য পাপ্তির লক্ষ্যে সরাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষকেরা

তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে অপরদিকে ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, সারা বাংলাদেশের বাজার সংযোগ স্থাপনের প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভাতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কোল্ড ষ্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন:

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করে। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। আলু সংরক্ষণের জন্য ৩৬৬টি কোল্ড স্টোরেজে ৩৮৩টি অহিমায়িত মডেল ঘর এবং প্রায় ১,৯২৫টি গুদাম পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়।

কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন:

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৩টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর-এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান:

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ১৩টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৭টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৫টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং-এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন শাখা

সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স-এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্র্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন ও বিধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচির আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি মূদ্রণালয় হতে মূদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১:

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 **এবং** The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রজ্ঞাপিত বাজার:

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং ধারায় দেশের যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষনা করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৯৭৭টি বাজার প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত নন ট্রাক্স রেভিনিউ আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক অধিকসংখ্যক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স-এর আওতাভূক্তকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাজারকারবারীগণের লাইসেন্স সংখ্যা: দেশে বিদ্যমান ৯৭৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে মোট বাজারকারবারীগণের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার

রাজস্ব আদায়:

বিদ্যমান আইনের আওতায় কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

টেবিল-১:কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণি ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান:

ক্রমিক নং	ব্যবসার শ্রেণি	নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা)	ভ্যাট (প্রযোজ্য হারে)
১	হিমাগার	১৫০০/-	৮০০/-	
২	চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান	১২০০/-	৬০০/-	
৩	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান	১২০০/-	৬০০/-	
৪	বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী	১২০০/-	৬০০/-	
৫	কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার	১০০০/-	৫০০/-	
৬	বেপারী, ফড়িয়া	৩০০/-	২০০/-	
৭	ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী	১০০/-	৫০/-	

টেবিল-২: রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ: (লক্ষ টাকায়)

বিভাগ	অর্থ বছর			
	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
ঢাকা	৬০.৯৬	৬৩.৮৭	৭৮.১৯	৭১.০৬
চট্টগ্রাম	৩৪.৯৫	৪৩.৯৫	৫২.৭১	৪৫.৭১
সিলেট	৯.১২	৯.০৯	১০.১০	১০.৩২
রাজশাহী	২৮.১৬	৩৪.০২	৪৫.৫০	৪৫.০৪
রংপুর	১০.৭৫	১২.০৩	১৪.২৩	১৩.৮৭
খুলনা	২৬.২৪	৩২.৭৩	৪৭.২৫	৪০.৫৮
বরিশাল	১৬.৩৫	১৪.৮৭	১৯.৫৮	১৮.৮২
ময়মনসিংহ	-	১২.৮১	১৩.৩৪	৯.৫৩
মোট	১৮৬.৪৮	২২৩.৩৭	২৮০.৯৩	২৫৪.৯৩

নীতি ও পরিকল্পনা

ভূমিকা:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলি:

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ চাহিদা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- বৈদেশিক দাতা সংস্থার (যেমন-বিশ্বব্যাংক, এডিবি) সাথে প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরি এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা;
- উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও নির্দেশিকার অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের ক্রয়পরিকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধতি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী অনুমোদন করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (সকল বিভাগীয় কার্যালয়) সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- অধিদপ্তর র্কতৃক বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।

মাসিক এডিপি সভা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়

অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি:

অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০২টি কর্মসূচি চলমান। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপির সবুজ পাতাভুক্ত ০১টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:

১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি- ২য় সংশোধিত) প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ)

১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
২.	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৭৫ কোটি ৯৫ লক্ষ			
৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও IFAD			
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুল উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।			
			সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট- ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন; খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।			
৬.	প্রকল্প এলাকা	:	নির্বাচিত ১১টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নেয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা) মোট ৩০টি উপজেলা।			
৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			২৭৫৯৫.৯১	৪৬৫০.০০	৪০১৯.০০ (৮৬.৪৩%)	১৩৭২১.০০ (৪৯.৭২%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং) - ৮,৬০০ ব্যাচ;

২। কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল) - ৮৯৪০ ব্যাচ;

৩।উদ্যোক্তা তৈরি - ৩০০ জন।

অগ্রগতি:

১। জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ওয়ার্কশালা ৭/৭টি;
২। উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশালা ১৫/৮টি;
৩। ম্যাচিং গ্রান্ট ২০০/১৪৫ টি;
৪। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮৮০/ ১৮৮০ ব্যাচ; ;
৫। পোস্টহারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬০০/১৬০০ ব্যাচ;
৬। টিওটি ৬/৬;
৭। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১৪০/১৪০ ব্যাচ;

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের সাথে দেশের অন্যান্য প্রান্তে চাহিদা ভিত্তিক বাজার সংযোগ স্থাপন করায় কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। কৃষকের ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন ও ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পন্যের মুল্য সংযোজন সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কৃষকগণ উচ্চ মুল্যের ফসল চাষ বৃদ্ধি করে সঠিক বিপণনের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে।

৩। প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে কৃষকদের উদ্যোক্তা তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

২। কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
২.	বাস্তবায়নকাল	:	১জুলাই ২০২১ হতে ৩০জুন ২০২৬ পর্যন্ত			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৫ কোটি ২৬ লক্ষ			
৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুল উদ্দেশ্যঃ কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্রতা হ্রাস করা। অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫% থেকে ৩০% পঁচনশীলতারোধ করে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা;			
৬.	প্রকল্প এলাকা	:	ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা			
৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			২৫২৬.০০	১০৮০.০০	১০৭৫.০০ (৯৯.৫৬%)	১৯১১.০০ (৭৫.৬৭%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ- ৩০০টি

২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ- ০৩টি

৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-১০০ ব্যাচ

৪। নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-২৫ব্যাচ

৫। কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ- ০৫ব্যাচ

৬। কৃষক গ্রুপ গঠন-৩০০টি

অগ্রগতি:

১. পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ-১৬৭/ ১৬৭টি
২. এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ- ০১/০টি
৩. সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-৩৭/৩৭ ব্যাচ
৪. নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-৭/৭ ব্যাচ
৫. কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ- ০১/০১ ব্যাচ
৬. কৃষক গ্রুপ গঠন-১১২/১১২টি
৭. মধ্যবতী মূল্যায়ন-০১/০১টি
৮.বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-০১/০টি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১. কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৪%-৫% কৃষকের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২. অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ১৫%-২০%পঁচনশীলতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
৩. ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৩০ টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
৪. প্রকল্প এলাকার 4.4%-6.6% নারী কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করে কৃষিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৫			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা			
৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ৪৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (খ)১ টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। (গ)জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালা সহ মোট ১২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। (ঘ)২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার ও ৫০০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হবে। (ঙ)১২ টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর নিমিত্ত ইকুইটমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।			
৬.	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, সাতক্ষিরা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ (৩৫টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন)			
৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			১৮৩৯৯.০০	৩১২৬.০০	১৮৩০.০০ (৫৮.৫৪%)	৬৪৩৫.০০ (৩৪.৯৭%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। ভূমি অধিগ্রহণ/ বরাদ্দ ২১ (একুশ) টি জেলায়;

২। ১৯ টি জেলায় ১৯অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নিমাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে ২টি বিভাগীয় কাযালয় নির্মাণ;

৩। ৫০০টি জিরো এনাজি কুল চেমবার নিমাণ নিমাণ;

৪। ১৩০ টি ব্যাচ কৃষক, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ;

৫। কমকতা কমচারীদের কমদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬২ টি প্রশিক্ষণ;

৬। ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;

৭। ১টি বৈদেশিক শিক্ষা সফর ;

৮। ১২টি জেলায় মিনি ল্যাব স্থাপন।

৯। ৮টি আঞ্চলিক ও ২টি জাতীয় পযায়ে সেমিনার ও ওয়াকশপের আয়োজন করা।

অগ্রগতি:

১। ভূমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ ১৩/ ০৮টি জেলায় কার্যক্রম চলমান;

২। অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নিমাণ ১১/১১ টি জেলায় চলমান ;

৩। জিরো এনাজি কুল চেমবার নিমাণ ১০০/৫১টি ;

৪। কৃষক, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ ২৬/১৬ টি ব্যাচ ;
৫। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কমকতা কমচারীদের প্রশিক্ষণ ০৬/০৬ টি ব্যাচ|

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:
১। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন;
২। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ;
৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লজিস্টিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম গতিশীলকরণ।

৪। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩০জুন ২০২৬ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪২৭৭.০০ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ৪৫০ টি (২৫′×১৫′) আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা; (খ) ৪৫০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন; (গ) ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা ,মুন্সিগঞ্জ ,চট্টগ্রাম ,কুমিল্লা ,চাঁদপুর ,রংপুর ,কুড়িগ্রাম ,নীলফামারী ,গাইবান্ধা , লালমনিরহাট ,দিনাজপুর ,ঠাকুরগাঁও ,পঞ্চগড় ,রাজশাহী ,নওগাঁ ,বগুড়া ,জয়পুরহাট			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			৪২৭৭.০০	১৮৯৯.০০	১৮৬৪.০০ (৯৮.১৬%)	২৭৮৭.০০ (৬৫.১৬%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:
১। কৃষক বিপণন দল গঠন করে প্রশিক্ষণ- ৪৫০ ব্যাচ;
২। অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের পঞ্চম তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ)- ৩৫০০ বর্গফুট;
৩। আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর - ৪৫০ টি;
৪। প্রদর্শনী বোর্ড-৪৫০ টি;
৫। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ৮১ টি;
৬। আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি-২১৬ সেট;
৭। তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ত্রিপল)- ৯০০টি;
৮। ডিজিটাল ওয়েট মেশিন- ৪৫০ টি;
৯। প্লাস্টিক ক্রেট- ৫৪,০০০ টি;
১০। ভূমি উন্নয়ন-২২৯৫০ বর্গফুট।

অগ্রগতি:

১। অন্যান ভবন নির্মাণ (আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর)-২৫০/২৫০টি;
২। প্রদর্শনী বোর্ড ক্রয়-২৫১টি/২৫১টি
৩। কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ-২৮০ ব্যাচ/২৮০ ব্যাচ
৪। অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) - ৩৫০০ বর্গফুট/০
৫। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়-৫৪টি/৫৪টি
৬। আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়-১২৬ সেট/১২৬সেট
৭। তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ত্রিপল)-৫০০ টি /৫০০টি
৮। ডিজিটাল ওয়েট মেশিন ক্রয়-২০০সেট/ ২০০সেট
১০। প্লাস্টিক ক্রেট-২৪,০০০টি/ ২৪,০০০টি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় ১৭২ টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২৫০টি মডেল ঘরের লক্ষমাত্রার বিপরীতে অদ্যবধি প্রায় ২৫০টি মডেল ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মৌসুমে আলু চাষী কৃষক বিপণন দলের সদস্যগণ রংপুর জেলায় নির্মিত অধিকাংশ মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে বিক্রয় করে প্রতি কেজি আলুতে ৩০-৩৫/- টাকা হারে লাভ করেছেন।
৩। আলু পরবর্তী সময় মিষ্টি কুমড়া, পিয়াজ, রসুন, মুখীকচু , বাদাম, সরিষা ও আস্ত ভূট্টার মোচা সংরক্ষণ করে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন।
৪। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৫৪ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ৭৬২০ জন আলু চাষী কৃষকের অংশগ্রহণে) কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৫। ২৩৮ টি কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
৬। ২০২ টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে।
৭। প্রক্রিয়াজতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে-৭৩টি।
৮। স্বল্প খরচে অহিমায়িত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রম জনপ্রিয় করা ও কৃষকদেরকে আলু রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে **"চ্যানেল ২৪", "সময় নিউজ টিভি"** সহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়ার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

৫| প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এন্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৬০০০.০০ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি, বিশ্ব ব্যাংক			
০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান। ২। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	৬৪টি জেলা			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			৭৬০০০.০০	২০৯০.০০	৬৯৪.০০ (৩৩.২১%)	৬৯৪.০০ (০.৯১%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ জন এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান।

২। উদ্যোক্তাদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে যন্ত্রপাতি ও প্রকল্প অনুদান প্রদান যেখানে ৭০ শতাংশ প্রকল্পে থেকে এবং ৩০ শতাংশ উদ্যোক্তা নিজে অর্থায়ন করবে।

৩। ২০০ টি উপজেলায় ইনপুট সেবা, কালেকশন পয়েন্ট, প্যাকেজিং ও ওয়াশিং, পরামর্শ সুবিধাসহ 'পার্টনার ফার্মার্স হাব' তৈরি;

৪। কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীদের ৫০০ টি স্টেকহোল্ডার অর্গানাইজেশন গঠন করা;

৫। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা;

৬। বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (৮১টি শস্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার, ৬০টি পাইকারী বাজার মেরামত সংস্কার ও সংস্কার ও ৬টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ)|

অগ্রগতি:

১। ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক সেবা (ভ্যালু চেইন ও প্রাইভেট সেক্টর এনগজমেন্ট কনসালটেন্ট)-২/২ টি;

২। কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডার কর্মশালা-১৫/০৪ টি;

৩। মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্লাটফর্ম (এমএসপি) নিয়মিত সভা-৬০/০ টি;

৪। মার্কেট ইন্টিগ্রেশন সেবা ক্রয়- ১/০ টি;

৫। বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য-৬, ফল-১০, শাকসবজি-১০, নারী উদোক্তা-৬)-৩২/২৬ ব্যাচ;

৬। বিপণন সংক্রান্ত জরিপ ও স্টাডি- ৮/৭ টি;

৭। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা সেবা- ১/১ টি;

৮। পার্টনার ফার্মার্স মার্কেটিং হাব (ইনপুট সেবা, কালেকশন পয়েন্ট, ওয়াশিং, বায়িং ও সেলিং, পরামর্শ সেবা)-২/০ টি;

৮। অনলাইন বিপণন প্লাটফর্ম তৈরি ও আপগ্রেডেশন- ১/০ টি;

৯। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত-১৬/০ টি বিষয়;

১০। অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ২৪/১২ ব্যাচ; ১১। আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা- ১০০/১৫ টি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। কৃষি ব্যবসায়ে ১৮-৩৫ বছরের যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;

২। মার্কেট এক্টর বিজনেস স্কুল গঠনের ফলে পণ্যভিত্তিক বাজার সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে;

৩। ভ্যালু চেইন স্টেকহোল্ডার অর্গানাইজেশন গঠনের ফলে অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

৪। পার্টনার ফার্মার্স মার্কেটিং হাব তৈরির ফলে কৃষকদের পণ্য বিপণন ও বাজারকারবারিদের সাথে আন্তসমন্বয় সৃষ্টি হবে;

৬। শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১) কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে শস্য গুদাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭৭১০ মে: টন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; ২) শস্য বপন মৌসুমে স্বল্পমূল্যে, সহজে উন্নত বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে ৪১টি গুদামে বীজ সংরক্ষণ ও বীজ প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বীজ ব্যবসায় সহায়তা প্রদান; ৩) সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত ৭৯টি গুদাম ডিজিটাল নেটওয়ার্কভুক্ত করা এবং ৪) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৫৯৫ জন কৃষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের গুদাম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে সহায়তা প্রদান

০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম কার্যক্রমভূক্ত ২৭ টি জেলার ৫৬ টি উপজেলার ৭৯টি গুদাম, ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১টি এলাকা কার্যালয়			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			৪৯০০.০০	২০৬.০০	১৬২.০০ (৭৮.৬৪%)	১৬২.০০ (৩.৩১%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। ৭৯টি গুদাম ৫৫৯৫ জন কৃষক প্রশিক্ষন।
২। ৪১টি সুয়িংমেশিন, ৪১টি বীজ গ্রেডিং মেশিন ৭৯টি ডিজিটেল ওজন মাপের যন্ত্র, ৭৯টি ফিউমিগেশন সীট ৭৯টি ঔষধ স্প্র মেশিন, ৭৯টি আদ্রতা মাপক মিটার, ১৫৮০০০ টি বস্তা ক্রয়
৩। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন।
৪। ৮১ জন আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগ।
৫। ১টি জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও ৩টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ।
৬। ২৭টি মটর সাইকেল এবং ৮১টি বাইসাইকেল, ৮১টি কম্পিউটার, ৩টি ল্যাপটপ, ২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ২টি ফটোকপিয়ার, ৭৯টি ইলেট্রিক সাইনবোর্ড, ৮টি আইপিএস, ২টি এয়াকন্ডিশনার ও ২টি ফ্রিজ ক্রয়।

অগ্রগতি:

১। কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮৫৭/১৮৫৭ জন।
২। পরিবহন সেবা সংগ্রহ (এসইউভি) ১/১
৩। আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ-৮১/৮১ জন
৪। ল্যাপটপ ক্রয়-৩/৩
৫। ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়-১/১
৬। ফটোকপিয়ার ক্রয়-২/২
৭। আইপিএস ক্রয়-৮/৮
৮। এয়ারকন্ডিশান ক্রয়-২/২
৯। ফ্রিজ ক্রয়-২/২
১০। জাতীয় সেমিনার-১/১ আয়োজন

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। কৃষকের আয়বৃদ্ধি, অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাবে;
২। শস্য গুদাম কার্যক্রম গুদামে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে খাদ্য মজুদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
৩। স্থানীয় পর্যায়ে গুদামরক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট
৪। কার্যক্রমাদিতে গুদাম পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও ব্যবহারে তরুণরা কৃষিতে অধিকতর আকৃষ্ট
৫। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বাজারদর ও পণ্যের চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে বাজার সংযোগ বৃদিধ ও কৃষি বিপণন কার্যক্রম সহজীকরণ করা যাবে

৭। রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি:

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫০১.১৪ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি

০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, টমেটোর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			৫০১.১৪	২৪৮.৪৮	২৪৪.৩৬ (৯৮.৩৪%)	২৫৩.৯৯ (৫০.৬৮%)

৭। পেঁয়ারা প্রক্রিয়াজাকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্পসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৭৫.০০ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পেয়ারা চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, কর্মসূচি অঞ্চলে প্রায় ৩,০০০ জন পেয়ারা চাষী/উদ্যোক্তাকে পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, পেয়ারার বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া পেয়ারা চাষী/উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	ঝালকাঠি, বরিশাল, পিরোজপুর			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
			১৭৫.০০	৩৬.৪৮	৩৫.৪৬ (৯৮.৫০%)	৩৫.৪৬ (২০.২৬%)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট

১. উন্নয়ন বাজেট:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	(আরএডিপি) বরাদ্দ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ) ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত	২৭৫.৯৫	৪৬.৫০	৪০.১৯ ৮৬.৪৩%	৯৮%	১৩৭.২১ ৪৯.৭২%	৪৫%
০২.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই, ২০১৯ ৩০ জুন, ২০২৫	১৮৩.৯৯	৩১.২৬	১৮.৩০ ৫৮.৫৪%	১০০%	৬৪.৩৫ ৩৪.৯৭%	৬৫%
০৩.	কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৬	২৫.২৬	১০.৮০	১০.৭৫ ৯৯.৫৬%	১০০%	১৯.১১ ৭৫.৬৭%	৭৬%
০৪.	আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প ১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত	৪২.৭৭	১৮.৯৯	১৮.৬৪ ৯৮.১৬%	১০০%	২৭.৮৭ ৬৫.১৬%	৯০%
০৫	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এন্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্প ১ জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত	৭৬০.০০	২০.৯০	৬.৯৪ ৩৩.২১%	৮০%	৬.৯৪ ০.৯১%	৭%
০৬	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত	৪৯.০০	২.০৬	১.৬২ ৭৮.৬৪	৯৯%	১.৬২ ৩.৩১%	২০%

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি: **(লক্ষ টাকায়)**

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	পিপিএনবি অনুযায়ী মোট বাজেট	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব (%)
০১.	রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৫০১.১৪	২৪৮.৪৮	২৪৪.৩৬ (৯৮.৩৪%)	১০০%
০২.	পেঁয়ারা প্রক্রিয়াজাকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্পসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	১৭৫.০০	৩৬.০০	৩৫.৪৬ (৯৮.৫০%)	১০০%

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি): (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১	অনুন্নয়ন		
০২	উন্নয়ন	১৩৪৫৬.০০	১৩০৫১.০০
০৩	কর্মসূচি	২৮৪.৪৮	২৮৪.৪৮
	সর্বমোটঃ		

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটঃ অনুন্নয়নঃ

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট	২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট
		(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়		
০১.	৩১০০	নগদ মজুরী ও বেতন	৩০,৭৫,০০	২৫,৭৫,০০
০২.	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১৪,৫০,০০	১১,৭৫,০০
০৩.	৪১০০	অ-আর্থিক	১,৪০,০০	৮২,৭১
			৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১

গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজার দরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা; এবং
- দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত কৃষি পণ্য হিমাগারে সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

গবেষণা শাখা-১ (খাদ্য শস্য জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম, ভূট্টা ও আটা এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, গম ও ভূট্টা এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম, ভুট্টা ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়।

গবেষণা শাখা-২ (ডাল, কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বিভিন্ন প্রকার মসলা যেমন-পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও মরিচসহ ডাল ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তলু নামলূ ক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও মরিচের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গবেষণা শাখা-৩ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের যেমন-বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন-আমলকি, হরিতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানিকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তুত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি Compliance Guideline এর খসড়া প্রস্তুত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা অত্র শাখায় যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুনর্নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

গবেষণা শাখা-৪ (প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ এ তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের বিপণন ও মূল্য সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

IFPRI পরিচালিত Food Security and Climate Change Readiness Assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP) এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

গবেষণা শাখা-৫ ও ৬ (শাকসবজি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী:

- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর পর্যালোচনা করে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা গড় বাজার দর নিরুপন করা;
- সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপন করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক শাক-সবজির এবং মৌসুমী ফলের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান নিরুপন করা;
- প্রতিবছর আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও মজুদ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা;

- প্রতিবছর সারাদেশের হিমাগারসমুহে আলু সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- প্রতি মাসে সারাদেশের হিমাগারের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্তে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য প্রেরণ করা;
- বিভিন্ন শাক সবজির ভেল্যুচেইন বিশে ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত অন্যান্য কার্যাবলী নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা।

গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ঘাটতি/উদ্বৃত্তের তথ্য প্রণয়ন:
- বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমন চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, তেল, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ, আমদানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- বিভিন্ন জেলার কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা এবং ঘাটতি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশে্লষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কমর্কর্তা কর্তৃক প্রেরিত এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, বিপনণ ব্যবস্থা, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বাজার, ভোক্তা আচরণ, বিপণন সহায়ক গবেষণা, জরিপ এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহায়ক নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র

ধানের কৃষক প্রাপ্ত বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
বোরো মোটা	১৭৩২	২৪৩২	২৪৬৩	২৭৮৭	২৭৯৪
বোরো মাঝারী	১৯৮৩	২৬৯১	২৭৯২	৩১৩০	৩০২৬

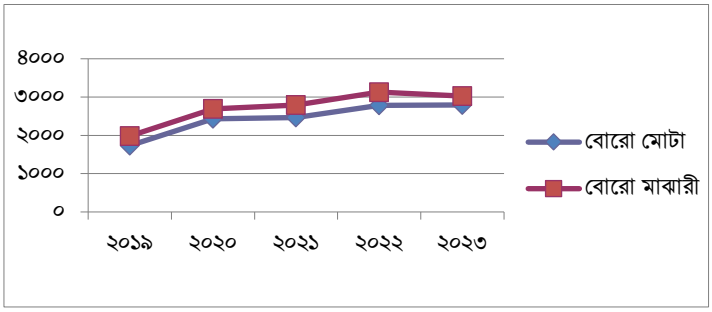

চালের বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
চাল মোটা	২৭৪৫	৩৫৬২	৪১০৯	৪২৫৪	৪৪২৫
চাল মাঝারী	৩৪৮৮	৪০৭৫	৪৮২৭	৫১৩৭	৫২৭১
চাল সরু	৪৫৪১	৫১৮৮	৫৬৭১	৬২৯৪	৬৪৩৪

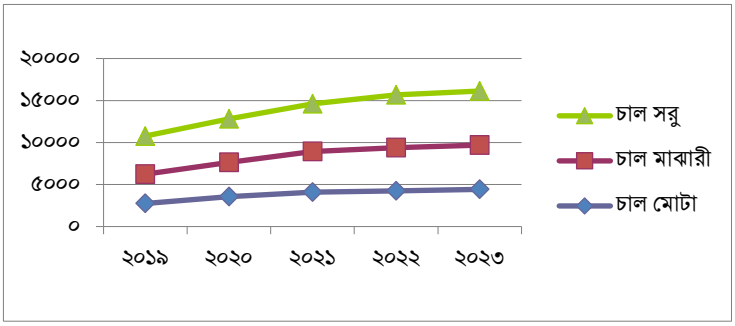

চালের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
চাল মোটা	৩০	৫৫	৪৩	৪৫	৪৭
চাল মাঝারী	৩৭	৪৩	৫১	৫৪	৫৬
চাল সরু	৪৮	৪৮	৬০	৬৬	৬৮

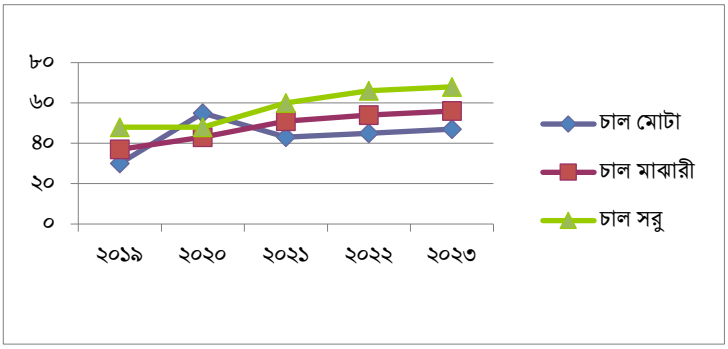

গম ফসলের তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	২৩	২৪	২৯	৪৫	৪৪
পাইকারী	২৫	২৫	২৭	৩৭	৪৫
খুচরা	২৭	২৮	৩০	৩৯	৪৮

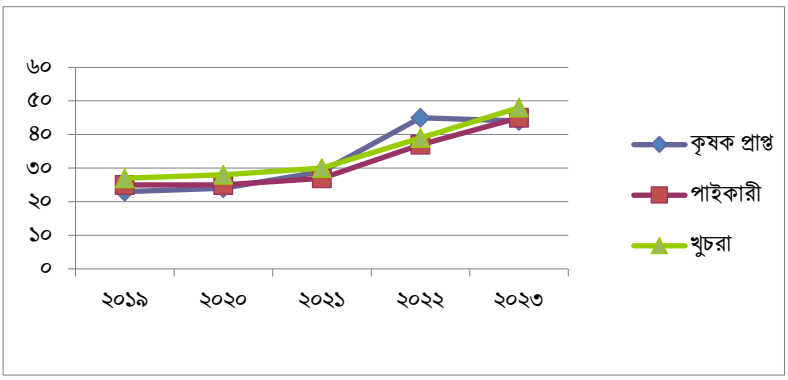

ভূট্টা ফসলের তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	১৮	১৮	২৬	৩২	৩০
পাইকারী	১৮	১৯	২২	৩২	৩১
খুচরা	২১	২৩	২৫	৩৫	৩৫

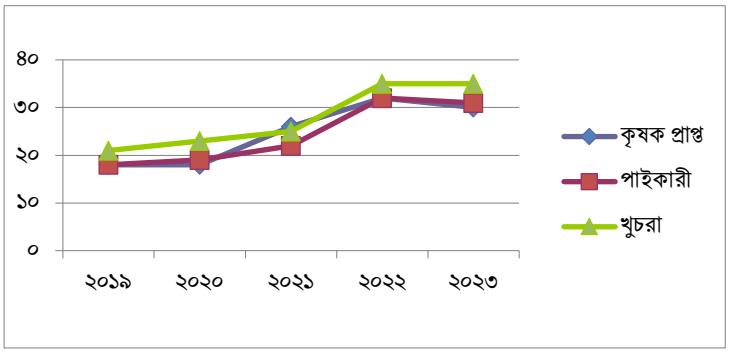

মসুর ডাল ফসলের তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	৬৯	৭১	৬৯	৮৮	৮৯
পাইকারী	৯০	১০৭	১০৪	১১৬	১০৮
খুচরা	১০০	১১৪	১১০	১২৫	১০৬

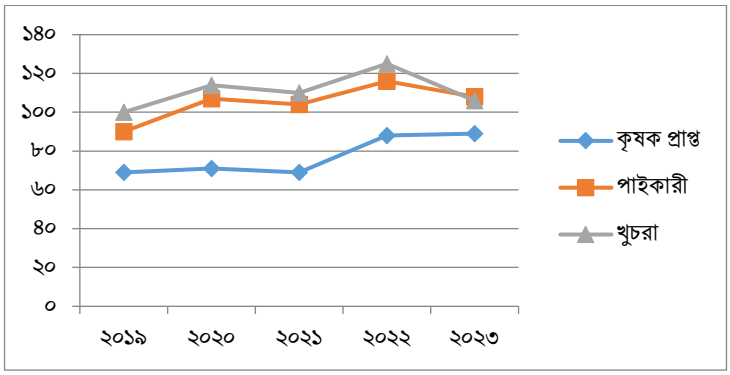

তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের কৃষক প্রাপ্ত বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকায়/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
পেঁয়াজ	৬৬১০	৪১১৮	৪৩৯৬	৩৬২১	৫৭৮১
রসুন	১১১৮৯	৭০০০	৪১৬২	৭৫৭৫	১৩৯৫১
আদা	১৩০০৩	৯০০৭	৬৫১৬	১০৬৫৯	১৬১২৩
শুকনা মরিচ	১৮৭১৩	১৯০৮২	১৬৯০০	৩২২৪১	৩৬৩০৪
হলুদ	১১৩৬৭	১১২৪৭	১১০৫৪	১৩০১৪	১৫০৩৭
ধনিয়া	৮৩৯৮	৮৫৯২	৮২৬৪	১০৩৪৩	১৩৪৭৫
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৮১০	৪৮৫০	৭১৬২	৮২৮৮	৭৯০৭

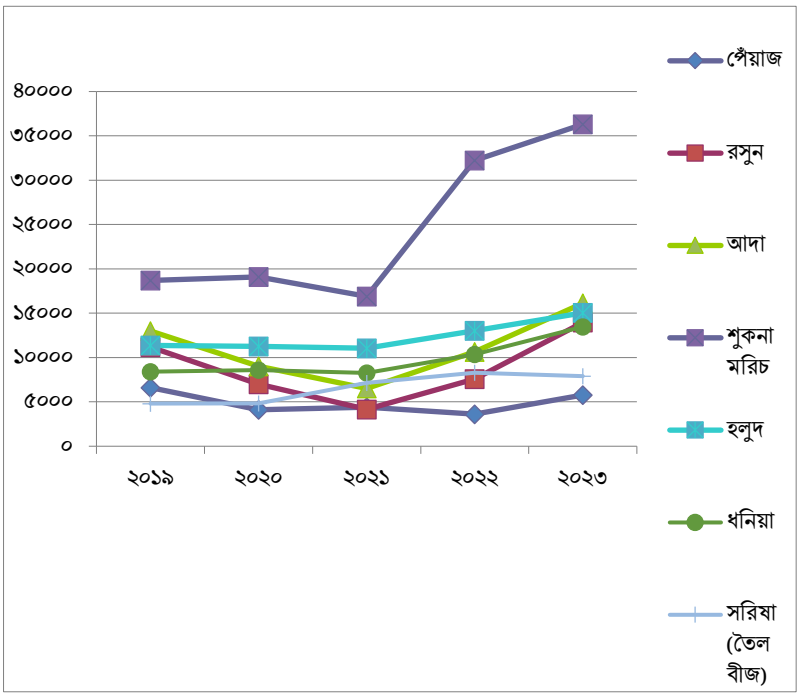

তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকায়/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
পেঁয়াজ	৫৬	৬৫	৪১	৩৯	৬৭
রসুন	১০৪	১১২	৭২	৬৪	১৬০
আদা	১৪৫	১৪৯	৯০	৯৩	২০০
শুকনা মরিচ	১৮২	২২৫	২১৬	২৯০	৪১৮
হলুদ	১৩৯	১৩৯	১৪০	১৩৯	১৮৩
ধনিয়া	১০৯	১১০	১০৮	১১৯	১৭০
সরিষা (তৈল বীজ)	৬০	৬২	৭৬	৯১	৯৪

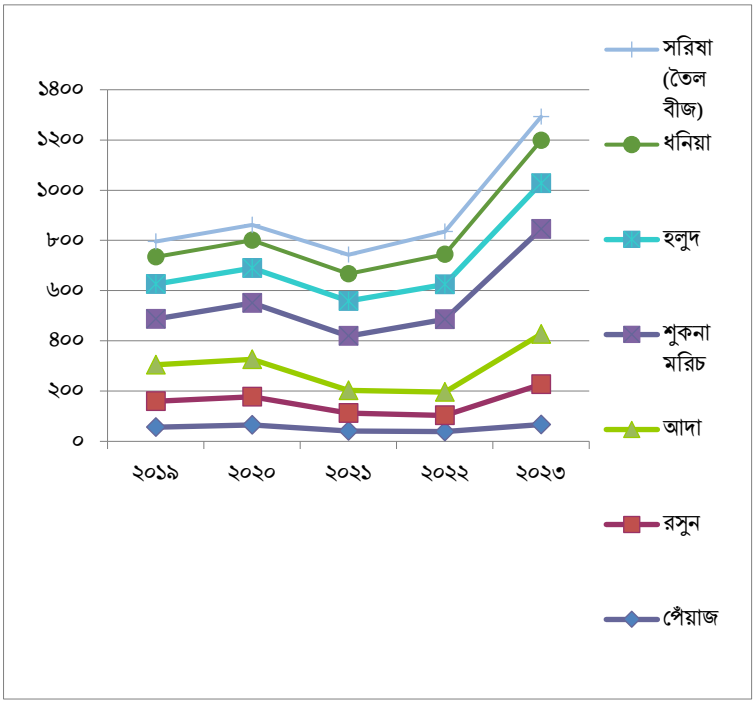

তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকায়/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
পেঁয়াজ	৪৯৪৩	৫৮০০	৩৬৬৩	৩৩৯৫	৬০৬৪
রসুন	৯০০২	৯৭৭১	৬৪৯৫	৫২৭০	১৪২০৮
আদা	১২৬৬০	১৪৫৯০	৭৮০১	৭৫৮৮	১৭৬৫৭
শুকনা মরিচ	১৬৬৫৮	২০১৮৪	১৯৫৮৭	২৫৯৭৮	৩৭৯৩৬
হলুদ	১২৬৭৬	১২৪৯৬	১২৬১২	১২৫৮৭	১৬৩৭৯
ধনিয়া	৯৩৯১	৯৫০৭	৯৩৬৫	৯৫০২	১৫০৭২
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৮৭৪	৫২৬৪	৬৫১০	৮৪১৫	৮৪০১

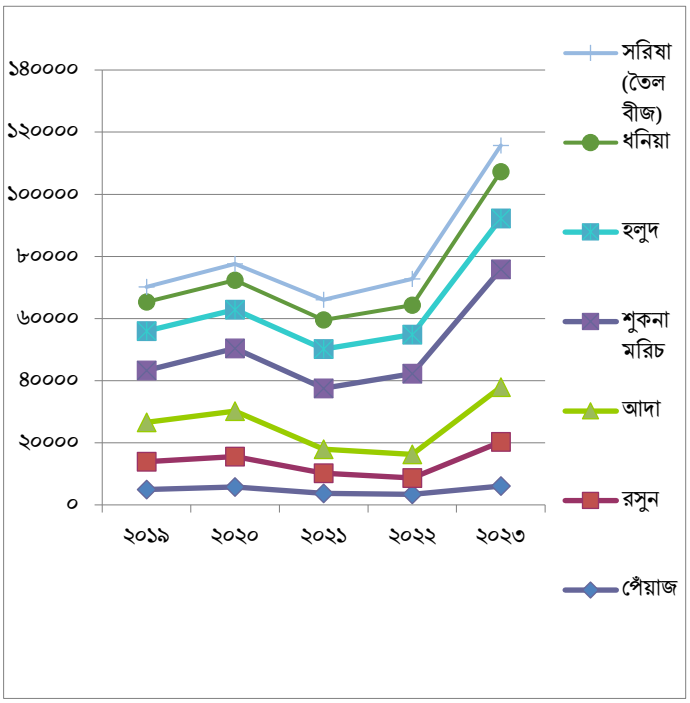

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	১৪	২২	১৪	২১	২৯
পাইকারী	১৫	২৪	১৬	১৮	৩১
খুচরা	১৯	২৮	১৯	২২	৩৬

বেগুনের তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	২৭	২৭	২৯	২৯	৩৩
পাইকারী	৩০	৩৪	৩০	৩২	৩৪
খুচরা	৩৮	৪০	৩৭	৪১	৪৩

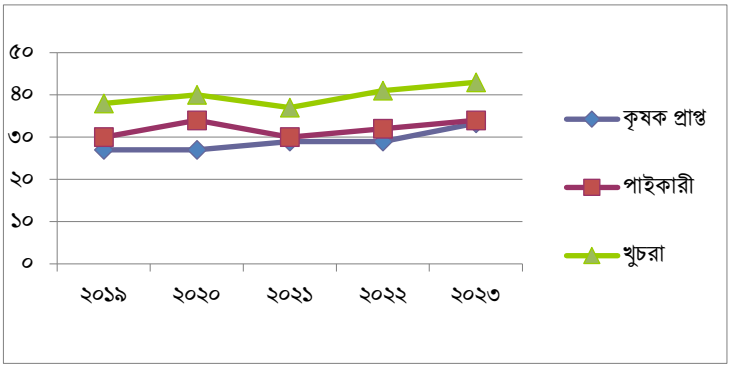

টমেটোর তুলনামুলক বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
কৃষক প্রাপ্ত	৩৪	৩৪	৩৮	৪৮	৪৫
পাইকারী	৪৪	৩৫	৩৮	৫৩	৪৭
খুচরা	৫৪	৪৩	৪৯	৬৬	৭৪

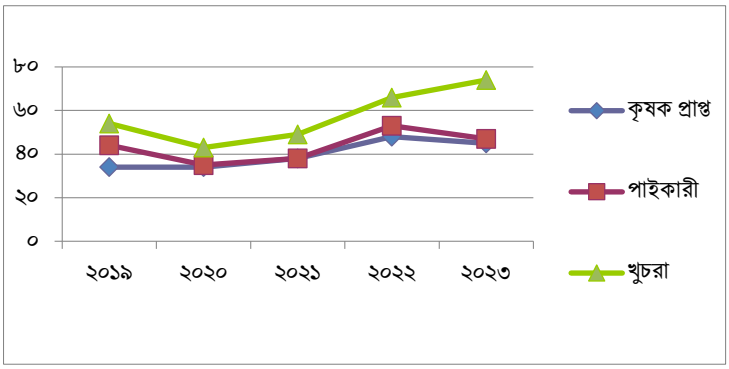

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
তেঁতুল	১১৬	১১৭	১৩১	১৩৫	১৮০
নারিকেল	৩৭	৩৭	৫৬	৬৭	৯০
কামরাঙ্গা	৩৪	৩৫	৪৯	৫৬	৫৫
মধু	৫৬৯	৫৭২	৭১৬	৬৬০	৮০০

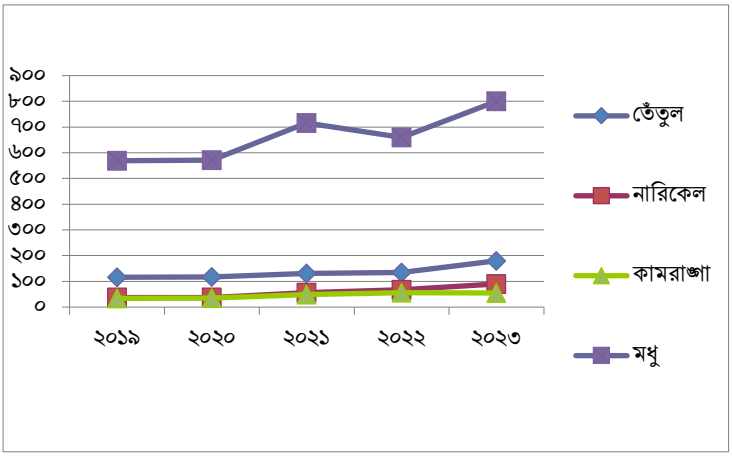

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
আমলকি	১৫৫	১৫৪	১২৩	১৪৯	১৮০
হরতকি	৮৪	৮৪	৬৪	৬৬	৯০
ইসবগুলের ভুষি	৬৭৯	৬৮০	৬৬৭	৭৮২	১২০০
তুলশী	৬৮	৬৭	৯৭	১২৭	১৬০
জলপাই	১২৪	১২৪	৬২	৭৫	৮৫

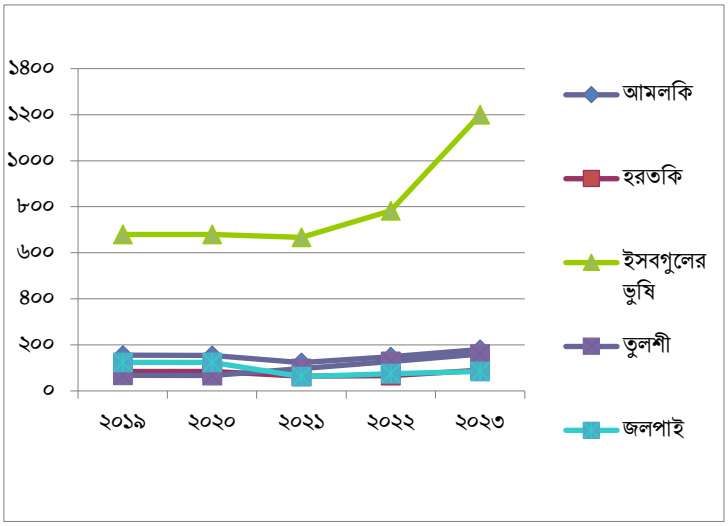

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরণের কলার বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইঃ/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
আম ল্যাংড়া	৬৮৩৯	৫১৬২	৪৯৪৮	৭৪২২	৫৬৭৩
কলা চাঁপা	২৩৫	২৩৫	২৬১	২৮৩	২৮৮
কলা সবরি	৪০৯	৪০৮	৪৪১	৫০৭	৫০৮
কলা সাগর	৩৩০	৩৩৪	৩৬১	৩৮৩	৪০৯
পেয়ারা	৫০০৬	৪৯০৭	৫১৪০	৪৯৬৫	৪৫৫৯

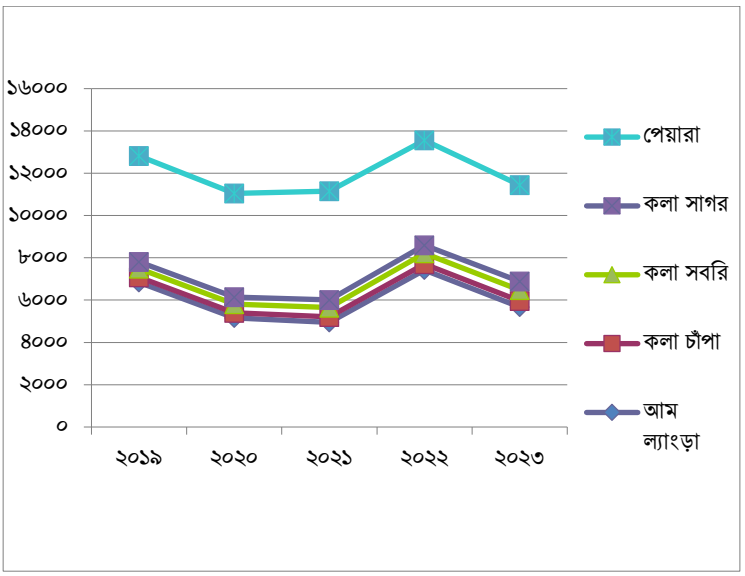

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরণের কলার বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
আম ল্যাংড়া	৮১	৮০	৬৫	৯৩	৬৮
কলা চাঁপা	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯
কলা সবরি	২৬	২৬	৩১	৩০	৩২
কলা সাগর	২১	২১	২৩	২৪	২৬
পেয়ারা	৭৪	৭৫	৬৮	৬৩	৫৮

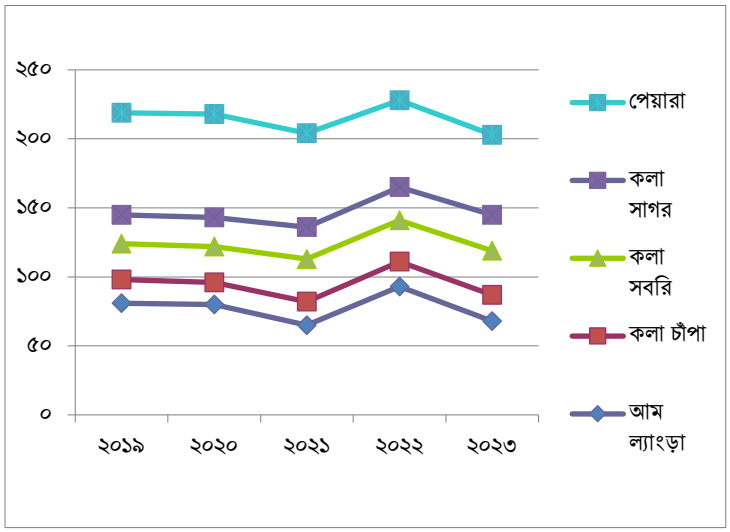

প্রাণীজ পণ্যের কৃষক প্রাপ্ত বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
মোরগ মুরগী মাঝারী	৩৪১৭৬	৩৪৮৬২	৩৭২০৯	৪২৫৯৪	৪৫০৯৭
মোরগ মুরগী ফার্ম	১১১৬৮	১২১৪১	১৩৩৭৭	১৬২০৮	১৬৮২২
রুই মাঝারি	২৩৭১৫	২২৬৬৮	২৩৩১২	২৬০০৫	২৭৭৩২
কাতল মাঝারি	২২০১৪	২১৩২৭	২১৫৪৩	২৪৭৩৯	২৬৪৮৬
পাংগাস ছোট	১০৭০২	১০২৬৪	১০৫৯০	১২৪৯৬	১৩৯০১
ইলিশ	৪৮৯৩৮	৪৪২৮৮	৪৭৯৬৬	৬০১০৪	৬৩০৭০

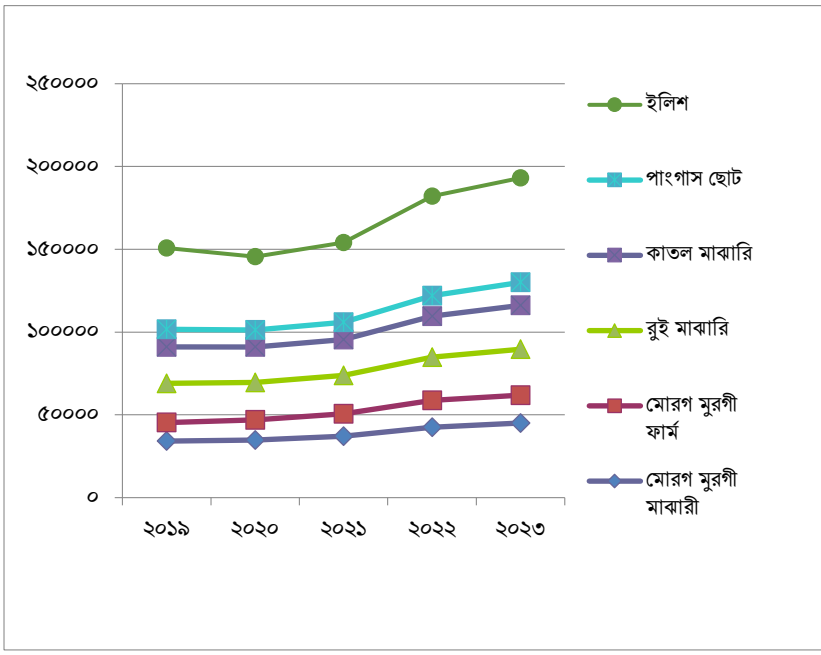

প্রাণীজ পণ্যের বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
মোরগ-মুরগী দেশী	৩৪৬৬১	৩৫২২১	৩৬৬৬৩	৪০৩৫৮	৪৬৫১৩
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১১৮১৪	১১২১৩	১২৬৭৭	১৫১৩৭	১৬৯৩৪
গরুর মাংস	৪৭৭৯৯	৫০২৮৮	৫২৩৮৯	৫৯৪০৩	৬৭৮২০
রুই মাছ মাঝারী	২৯৯৯১	২৮৬৬৪	২৭৯৪০	২৯৭২৫	৩৪৩৩৬
কাতল মাছ মাঝারী	২৯০৮৬	২৮২২৪	২৭৭৩৭	২৯০২৮	৩২৬৪৯
পাংগাস মাছ ছোট	৯৯১৯	৯৯৯১	৯৪৩৮	১১৫৯২	১৪৩৪৩
ইলিশ মাছ	৬৫৬৫৮	৬০৪১৩	৬৭৪২৬	৭৬৩৭৯	৮৪৫৬০

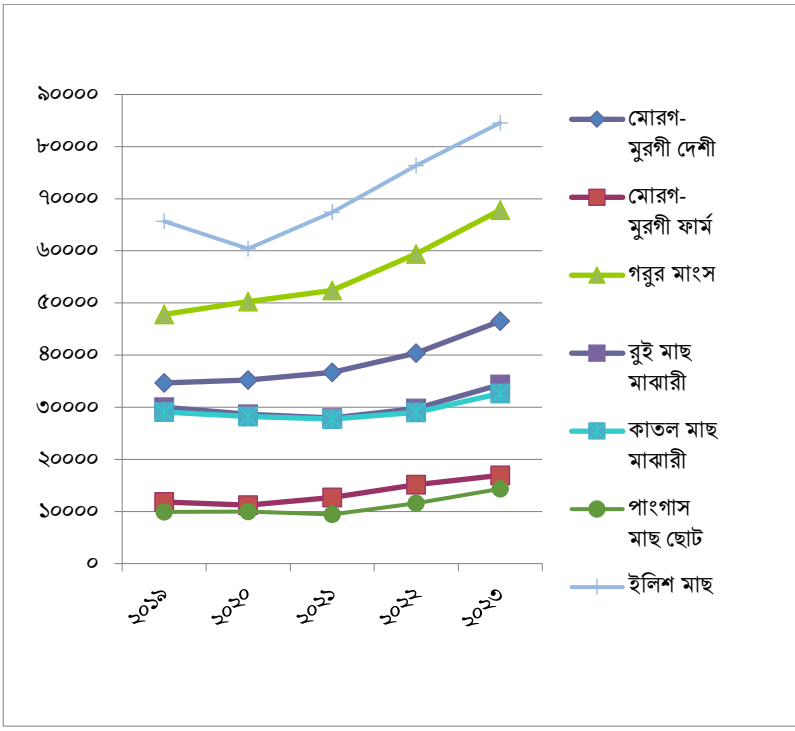

প্রাণীজ পণ্যের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
মোরগ-মুরগী দেশী	৩৭৪	৩৭৭	৪০৭	৪৩১	৫০৯
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১৩২	১২৫	১৩৭	১৬০	১৮২
গরুর মাংস	৫০৯	৫৩৬	৫৫৪	৬৩৫	৭২৪
রুই মাছ মাঝারী	৩৩৩	৩২০	৩০৪	৩৩০	৩৮৩
কাতল মাছ মাঝারী	২৫৫	৩৭৩	৩০৪	৩১৮	৩৬৫
পাংগাস মাছ ছোট	১১৭	১১৭	১১১	১৩৪	১৭১
ইলিশ মাছ	৭৬৫	৭০১	৭৮৮	৮৭০	১০৩০

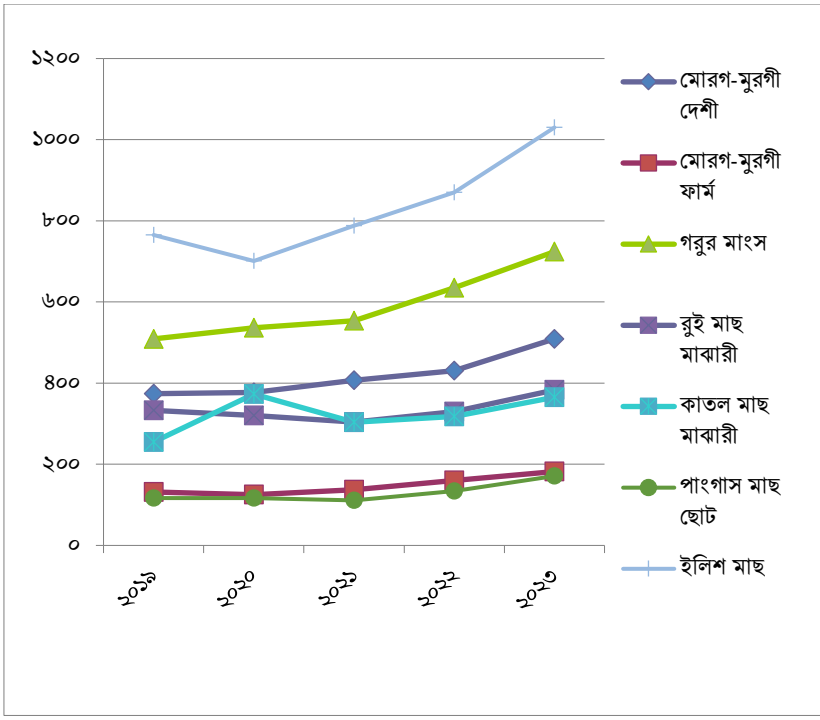

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/টাকা
১	বীজ	১,০৪০
২	সার	৯,০২০
৩	বালাই ব্যবস্থাপনা	২,৫০০
৪	শ্রমের মজুরী	২২,০০০
৫	জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৭,০০০
৬	সেচ	৮,০০০
৭	মাড়াই খরচ	৭,০০০
৮	মূলধনের সুদ	১,৩৬২
৯	জমির ভাড়া/লিজ	১২,০০০
১০	মোট উৎপাদন ব্যয়	৬৯,৯২২
১১	উৎপাদন:	
	ধান (কেজি) ২৫০০	
	খড় (কেজি) ২৩০০	৯,২০০
১২	নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৭২,২৭২
১৩	কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৮.৯১

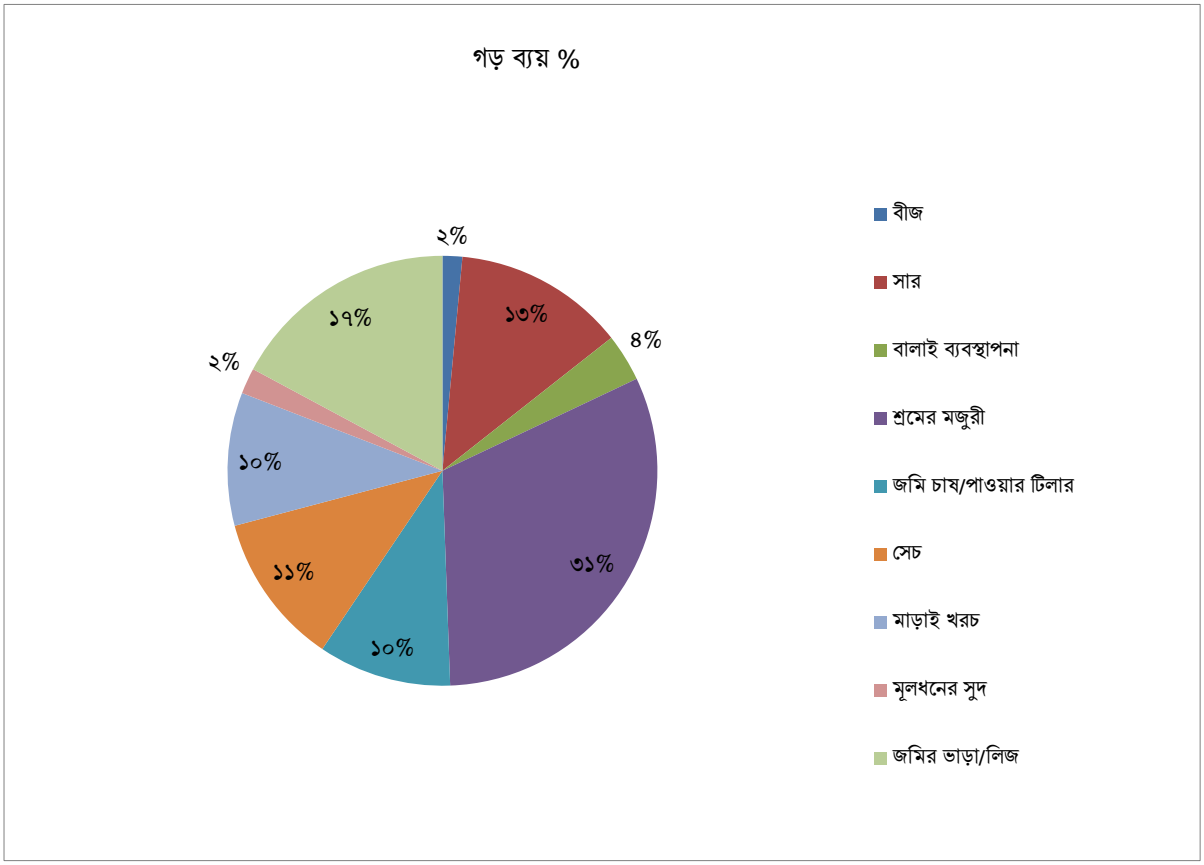

আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	মূল্য/ব্যয় টাকা
১	বীজ	৮৮০
২	সার	৫,৯৩০
৩	বালাই ব্যবস্থাপনা	১,৯০০
৪	শ্রমের মজুরী	২০,০০০
৫	জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৫,০০০
৬	সেচ	৩,০০০
৭	মাড়াই খরচ	৪,০০০
৮	মূলধনের সুদ	৮৩৭
৯	জমির ভাড়া/লিজ	৮,৫০০
১০	মোট উৎপাদন ব্যয়	৫০,০৪৭
১১	উৎপাদন:	
	ধান (কেজি) ১৭১০	
	খড় (কেজি) ১৭০০	৫,১০০
১২	নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৫২,০৯৭
১৩	কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	৪৫.৬৬

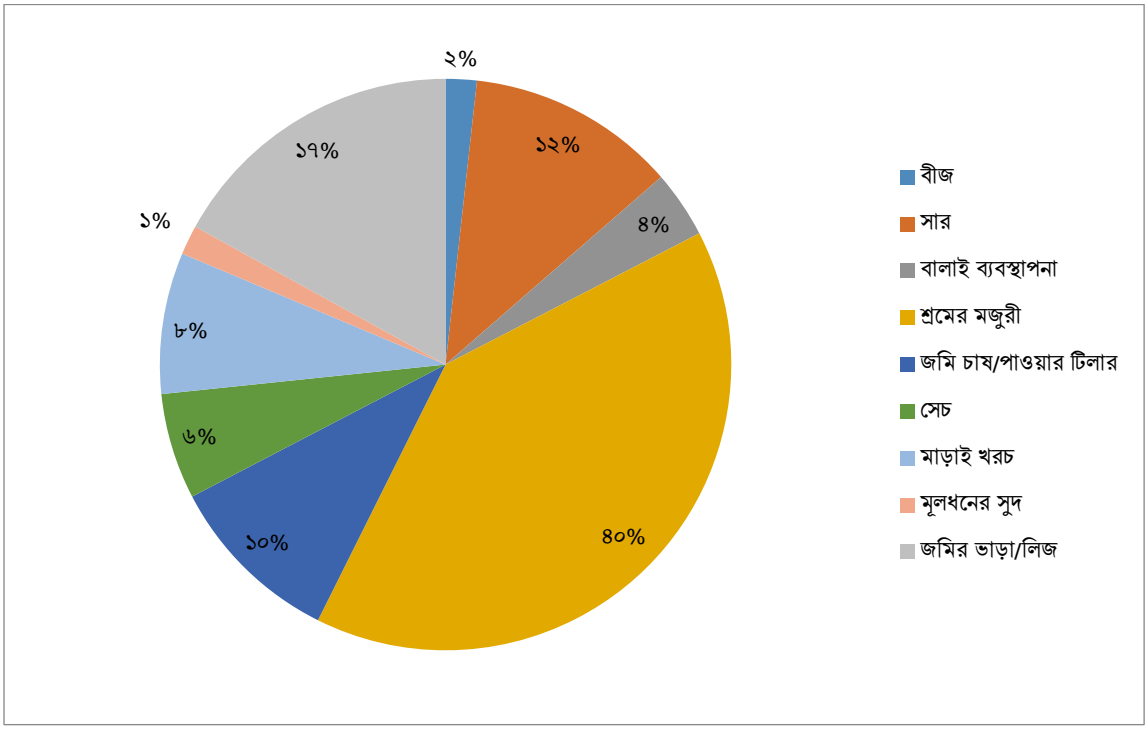

গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	মূল্য/ব্যয় টাকা
১	বীজ	৩,৪৮০
২	সার	৭,৫৮০
৩	বালাই ব্যবস্থাপনা	১,৩০০
৪	শ্রমের মজুরী	২২,০০০
৫	জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৪,৫০০
৬	সেচ	৩,০০০
৭	মাড়াই খরচ	২,৫০০
৮	মূলধনের সুদ	১,০৩৬
৯	জমির ভাড়া/লিজ	৮,০০০
১০	মোট উৎপাদন ব্যয়	৫৩,৩৯৬
১১	উৎপাদন:	-
	গম	৭৫০০০
	খড়	৭০০০
১২	নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৪৬৩৯৬
১৩	কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	৩১

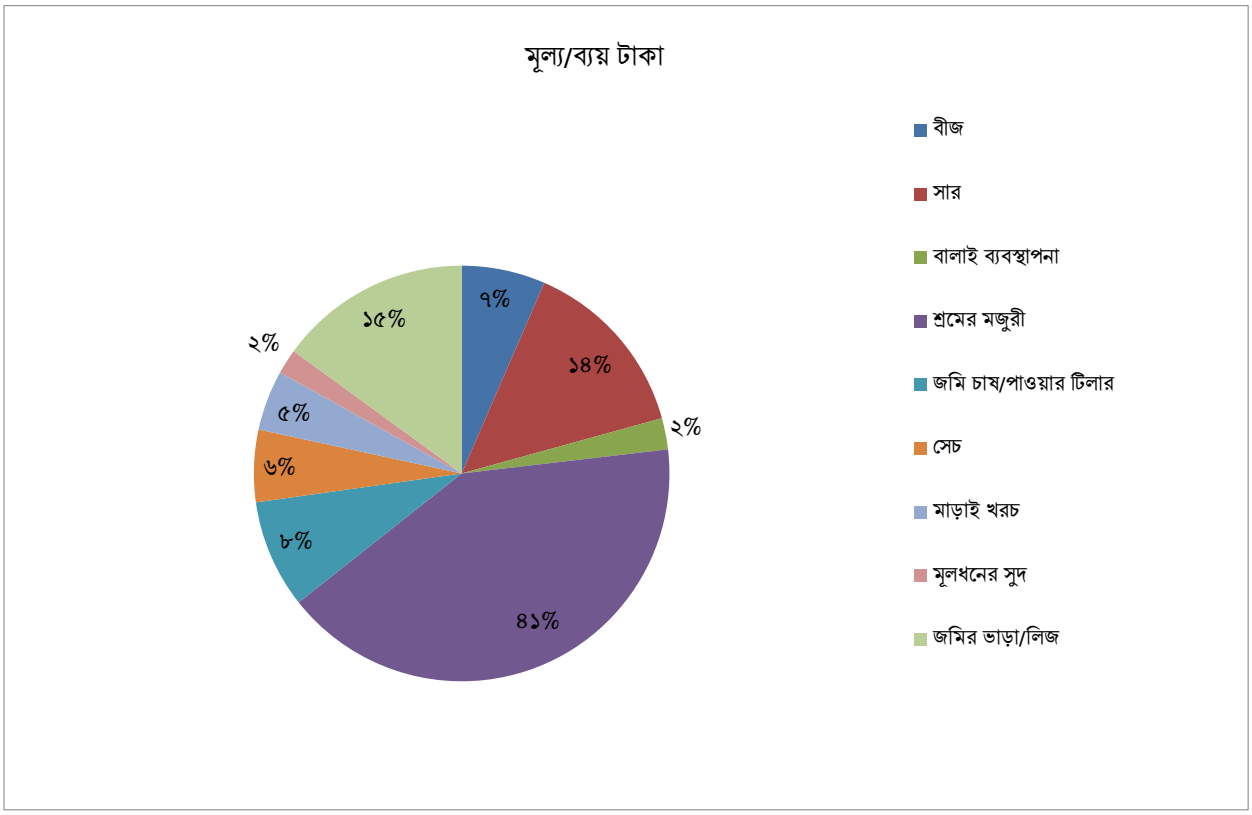

সারণীঃ ২০২৩-২০২৪ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচঃ

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী	৬,০০০
২	সার বাবদ	১৭,১৯০
৩	বীজ বাবদ	৪৬,৮০০
৪	শ্রমিক বাবদ	৪২,০০০
৫	সেচ	৭,৫০০
৬	কীট নাশক	৯,০০০
৭	জমি লিজ/ভাড়া	৩০,০০০
৮	ঋণের সুদ	৫,২২০
৯	অন্যান্য খরচ	২,০০০
মোট উৎপাদন খরচ		১৬৫,৭১০
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		৯,৬০০
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		১৭.২৬
গড় বাজারদর		২৬
মোট আয়		২৪৯,৬০০
নীট লাভ		৮৩,৮৯০

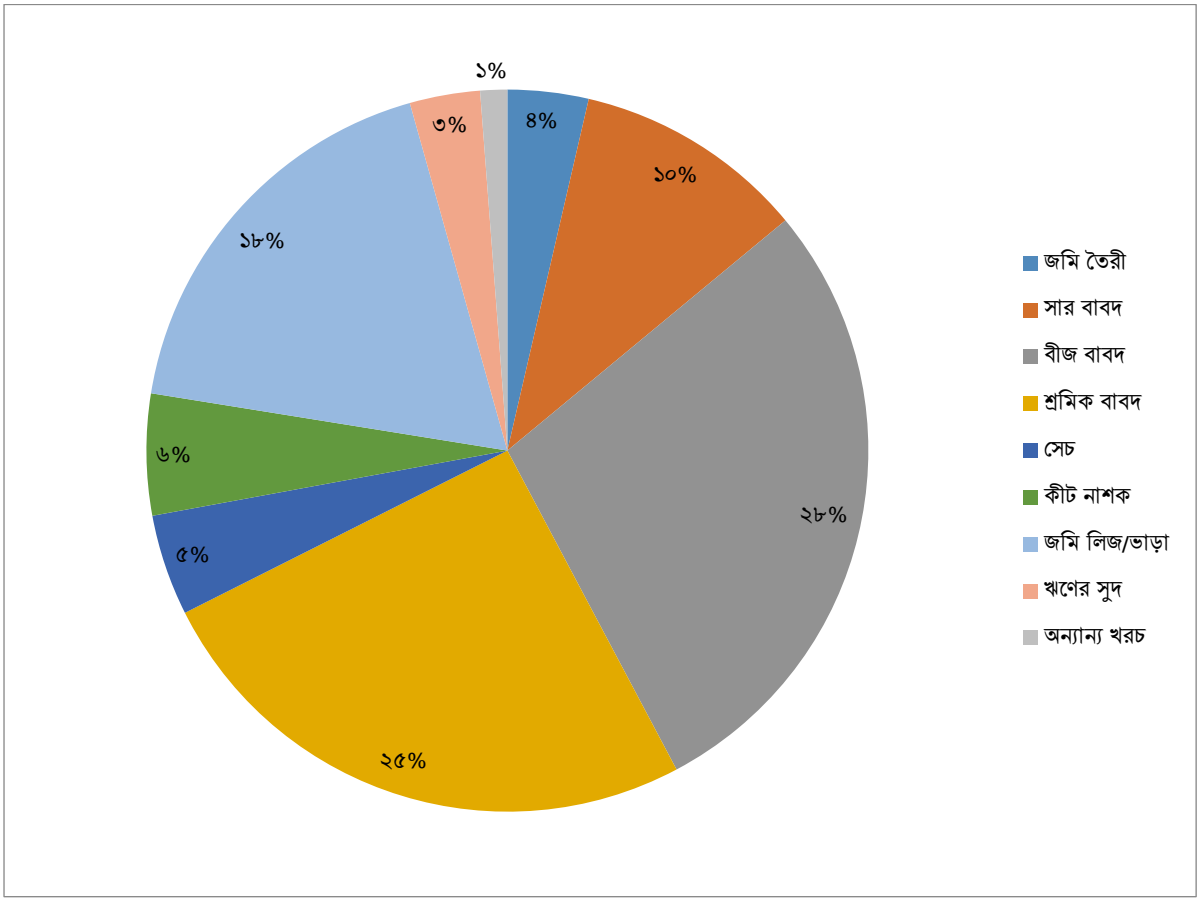

ফুলকপি ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী	৭,২৪৭
২	সার বাবদ	১৯,৪৬৭
৩	বীজ বাবদ	৩১,১৮৯
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৯,৯৬৬
৫	সেচ	৫,৬৮৪
৬	কীট নাশক	৫,৫৩৪
৭	জমি লিজ/ভাড়া	২৬,৭১১
৮	ঋণের সুদ	৩,২৩০
৯	অন্যান্য খরচ	৭,৭৩৯
মোট উৎপাদন খরচ		১৪৬,৭৬৭
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		১২,৩৩২
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		১২.০৩
গড় বাজারদর		২৩
মোট আয়		২৮০,৫৪৭
নীট লাভ		১৩৩,৭৮০

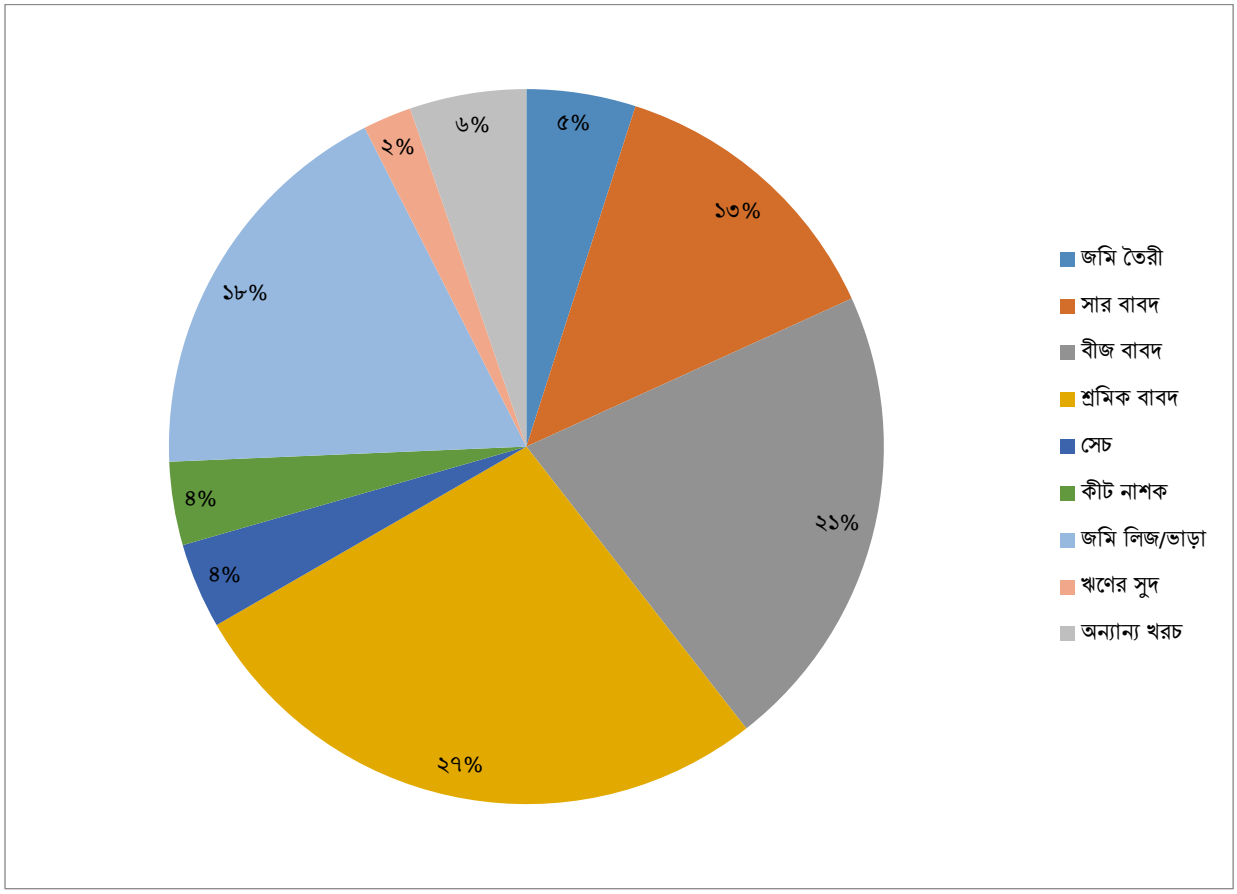

বাঁধাকপি ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী	৭,৭৭১
২	সার বাবদ	২১,২৫২
৩	বীজ বাবদ	২৯,৯৯৭
৪	শ্রমিক বাবদ	৪২,৩৫৩
৫	সেচ	৬,২৫৯
৬	কীট নাশক	৬,৬৪৭
৭	জমি লিজ/ভাড়া	২২,৬১৮
৮	ঋণের সুদ	৩,২৫৪
৯	অন্যান্য খরচ	৭,৭২৯
মোট উৎপাদন খরচ		১৪৭,৮৮০
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		১৪,০৪৫
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		১০.৫৪
গড় বাজারদর		১৮.৫৩
মোট আয়		২৬০,০৩৮
নীট লাভ		১১২,১৫৮

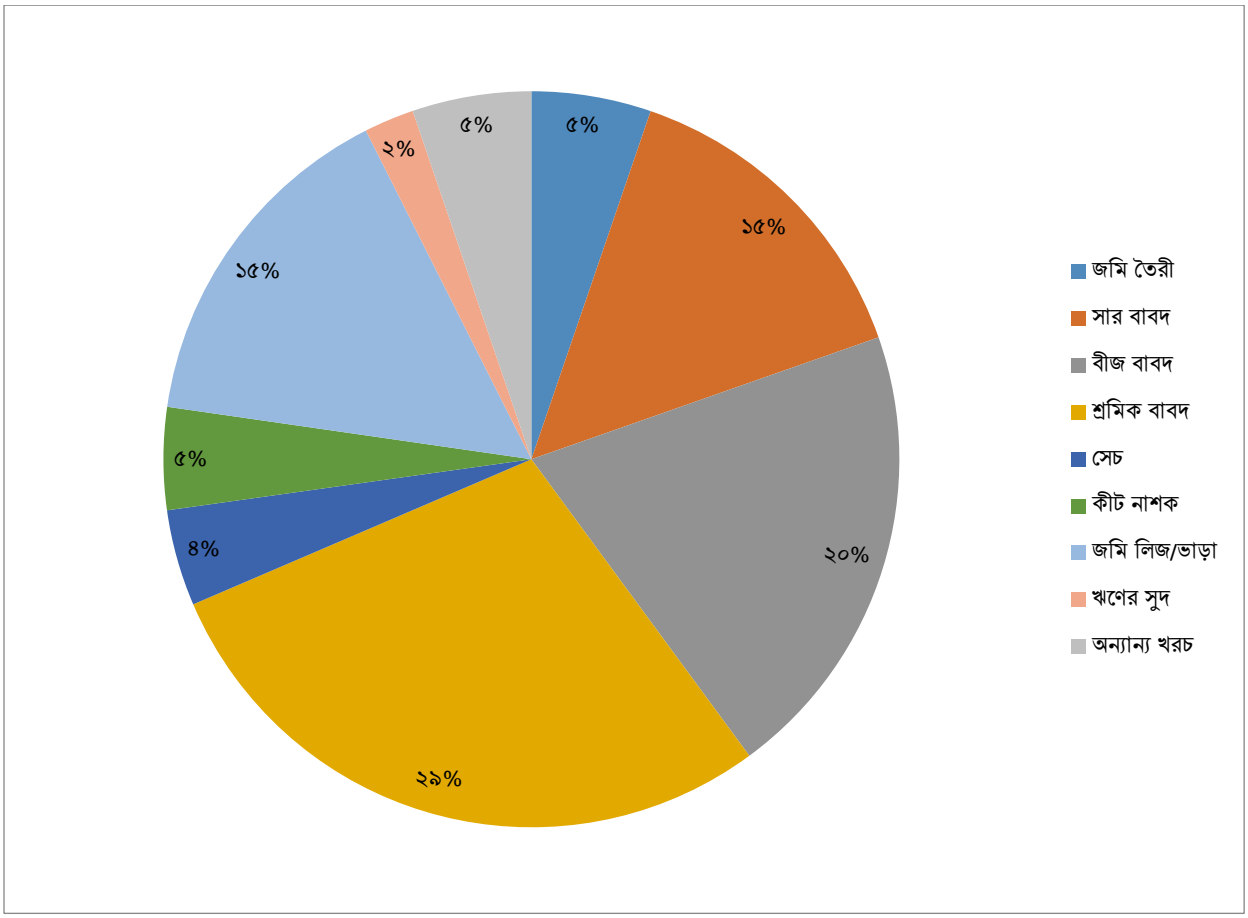

মিষ্টিকুমড়া ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী বাবদ	৩,৭০০
২	সার বাবদ	১৪,৫৫৮
৩	বীজ বাবদ	৭,১৫০
৪	সেচ বাবদ	৩,৫১৩
৫	কীট নাশক	৩,৪৫০
৬	শ্রমিক বাবদ	২২,৪৫০
৭	পরিবহণ বাবদ	৩০০০
৮	মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ	৭২৫০
৯	বিবিধ খরচ বাবদ	২৩৩৩
১০	জমি লিজ/ভাড়া বাবদ	২৫,৪৬৭
১১	ঋণের সুদ বাবদ	২,৫৫৮
মোট উৎপাদন খরচ		৯৫,৪২৯
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		৮,৪৩৩
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		১০.৩২
গড় বাজারদর		১৫.৪০
মোট আয়		১২৯,৫৩৭
নীট লাভ		৪১,৭২১

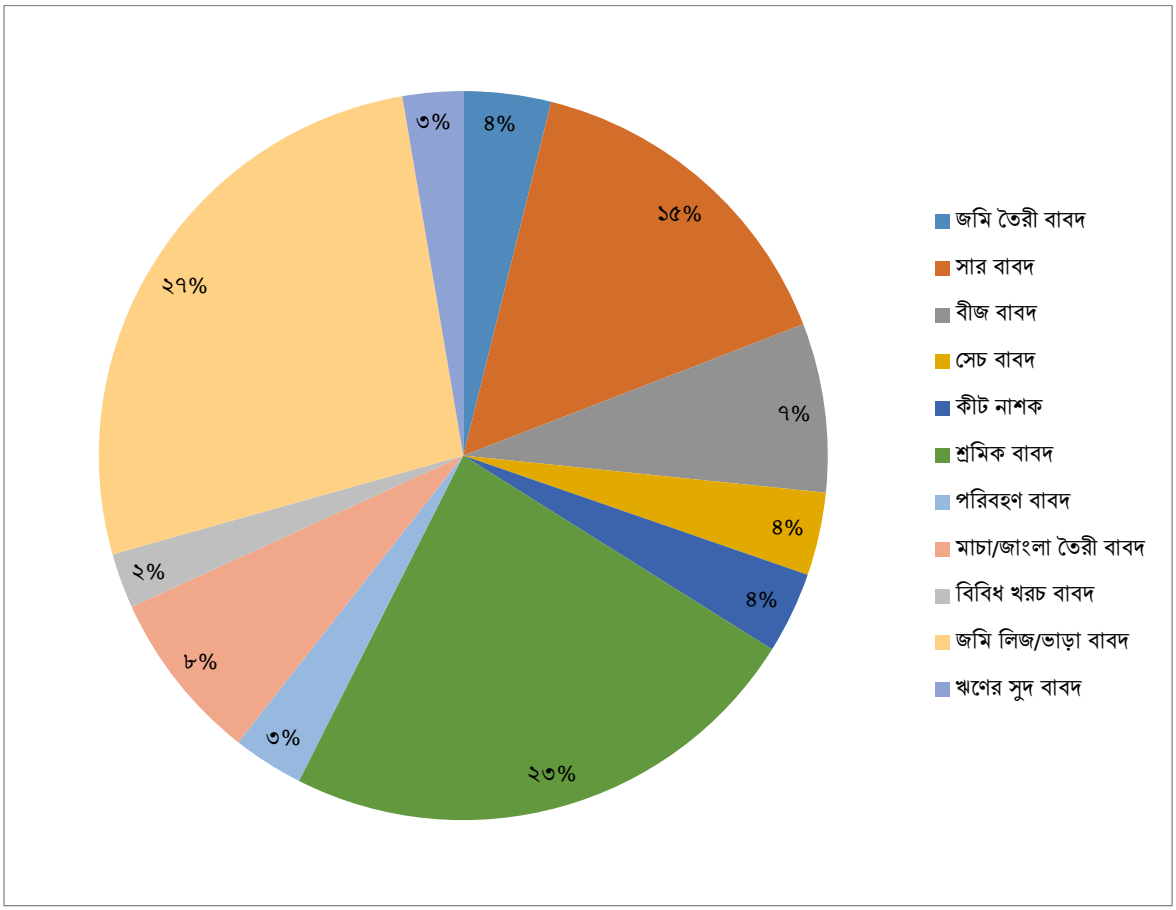

টমেটো ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী বাবদ	৬,১৮১
২	সার বাবদ	১৮,৫০০
৩	বীজ বাবদ	৯,৮৫৫
৪	সেচ বাবদ	৫,৩৬০
৫	কীট নাশক	৬,৯১৪
৬	শ্রমিক বাবদ	৩১,৬৩১
৭	বিবিধ খরচ বাবদ	১১,৮২৪
৮	জমি লিজ/ভাড়া বাবদ	১৯,০২৩
৯	ঋণের সুদ বাবদ	৩,২৭৯
মোট উৎপাদন খরচ		১১২,৫৬৭
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		১১,৬৪৫
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		৯.৬০
গড় বাজারদর		১৮.৫০
মোট আয়		২১৫,৪৬৫
নীট লাভ		১০২,৮৯৯

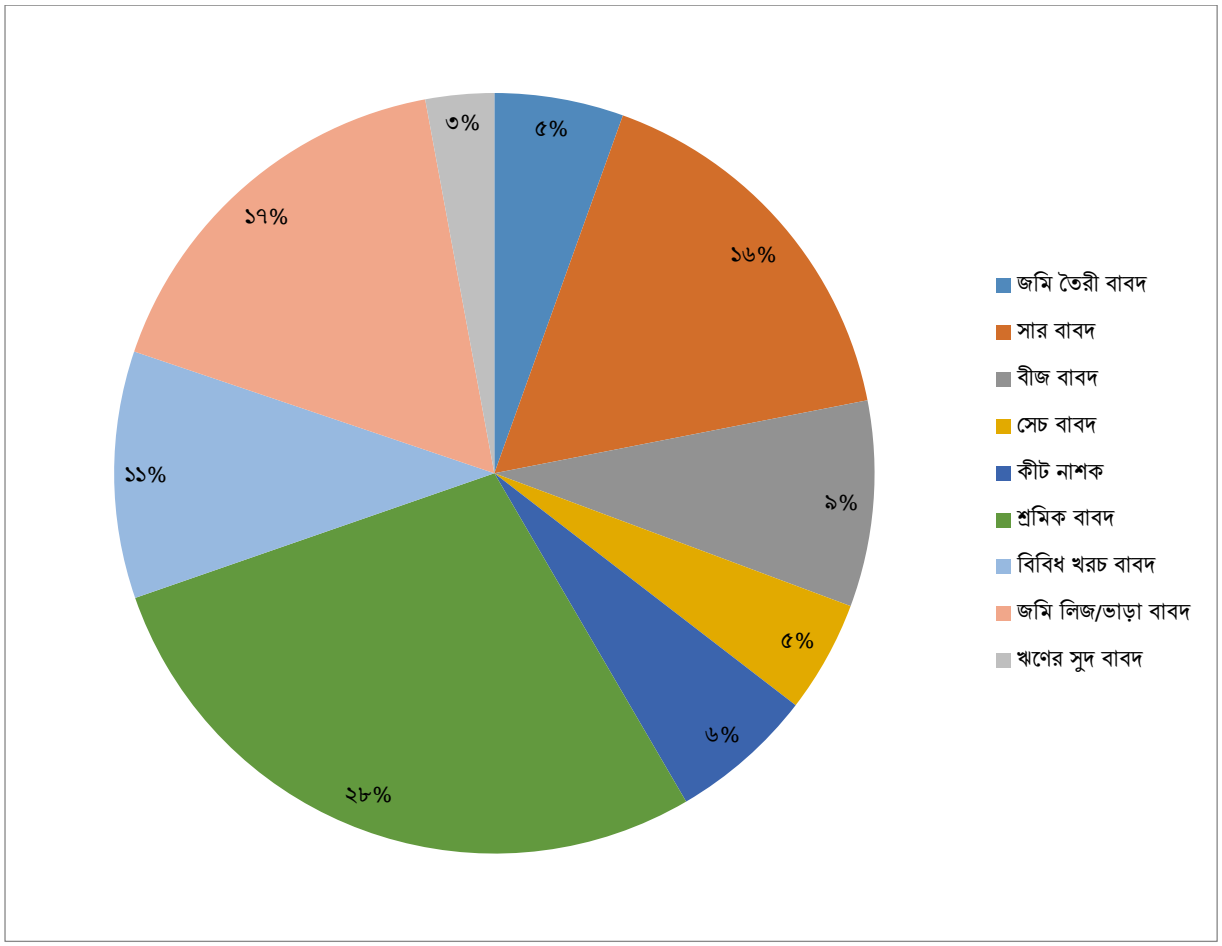

বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী বাবদ	৪,০৪৯
২	সার বাবদ	১৯,০২৪
৩	বীজ বাবদ	৩,২১৭
৪	সেচ বাবদ	৫,৭২২
৫	কীট নাশক	৬,৮৮৯
৬	শ্রমিক বাবদ	৩৮,১৯২
৭	বিবিধ খরচ বাবদ	১,০৭২
৮	জমি লিজ/ভাড়া বাবদ	১৩,৭২২
৯	ঋণের সুদ বাবদ	২,৮০৪
মোট উৎপাদন খরচ		৯৪,৬৯১
মোট উৎপাদনের পরিমাণ		৮,৫৭২
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ		১১.২৯
গড় বাজারদর		১৬.০০
মোট আয়		১৩৩,৯৩৩
নীট লাভ		৩৭,৬৫৯

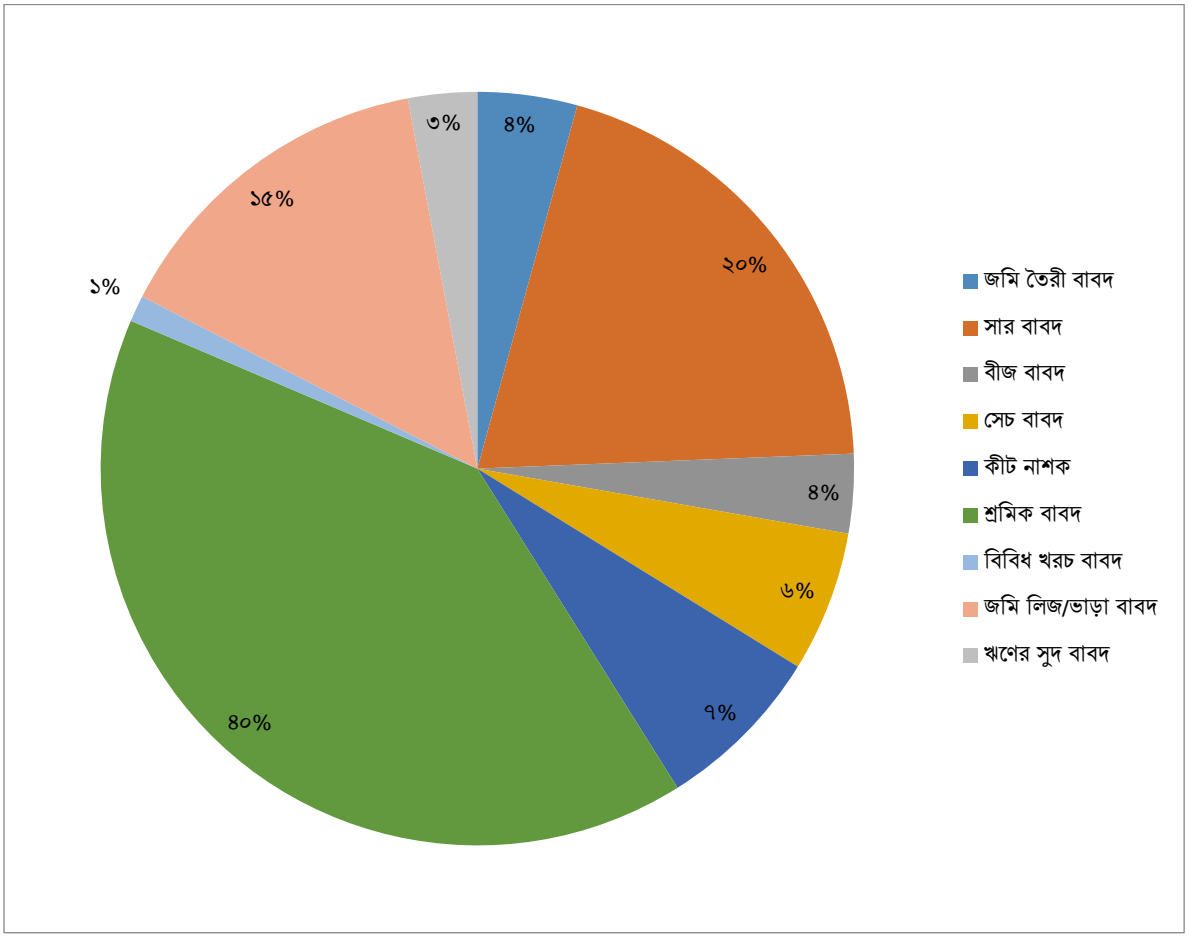

হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্যঃ

মোট হিমাগারের সংখ্যা			মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)	মোট ধারণক্ষমতা (মেঃ টন)			২০২২ সালে সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃ টন)			২০২২ সালে মোট সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃ টন)	ধারণ ক্ষমতার কতভাগ ব্যবহার করা হয়েছে
চালু	বন্ধ	মোট		চালু	বন্ধ	মোট	খাবার	বীজ	মোট		
৩৬৫	৪২	৪০৭	১১১.৯১৫	৩,০১৩,০১৩		৩,০১৩,০১৩	১,৮২১,৪৫১	৬৭০,৬৩১	২,৪৯২,০৮২	২,৭০৮,৫৯৫	৮২.৭১%

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৩টি জেলা হতে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সারাদেশে মোট ৩৬৫টি হিমাগার চালু রয়েছে। চালু হিমাগারের ধারণক্ষমতা ৩,০১৩,০১৩ মেঃটন। ২০২৩ সালে (খাবার আলু=১,৮২১,৪৫১, বীজ আলু=৬৭০,৬৩১ মেঃটন) মোট=২,৪৯২,০৮২ মেঃটন। যা চালু হিমাগারসমূহের মোট ধারণক্ষমতার প্রায় ৮২.৭১% ব্যবহার হয়েছে। গত (২০২২) বছরের তুলনায় চলতি (২০২৩) বছরে ২,১৬,৫১৩ মেঃটন আলু হিমাগারে সংরক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১১১.৯১৫ লক্ষ মেঃটন। ২০২৩ সালে হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর পরিমাণ ২৪.৯২ লক্ষ মেঃটন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২২.২৭% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

আলু ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

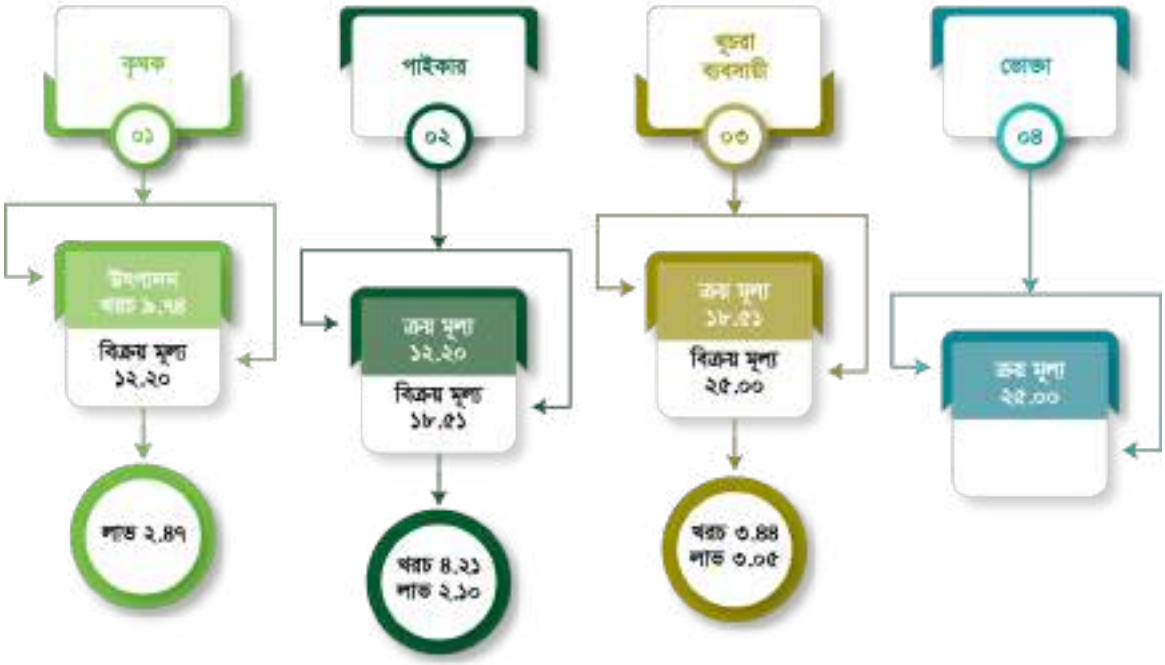

গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পূণর্গঠিত (২০১৫) হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে মূলত গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে আসছে। এ শাখার মাধ্যমে বর্তমানে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম ‘‘শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)” বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ প্রণয়ন হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক কৃষিজাত পণ্যের ওয়ার হাউজের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৯২৫টি ওয়ার হাউজের/সংরক্ষণ গুদামের তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৬১টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার সুবিধা প্রদান, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, সংগ্রহত্তোর বিপণন ব্যবস্থায় কৃষকদের সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ রপ্তানিযোগ্য শস্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষিপণ্যের প্রবাহ ঠিক রাখা, কৃষি ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র শাখা কর্তৃক ‘‘ক্লোড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প” প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ক) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে খাদ্যের জন্য ৬ মাস এবং বীজের জন্য ৯ মাস মেয়াদি ঋণ প্রদান করা। আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার বিপরীতে সহজ ও সরল সুদে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা।
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।
- স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও বীজের মজুত গড়ে তোলা।

বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা :

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি ১৯৭৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে বর্তমানে বাস্তব ব্যয়ে কৃষকবান্ধব সফল

কার্যক্রম হিসাবে সফলভাবে চলমান আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্রে উল্লেখিত বিধানাবলী অনুযায়ী জমিসহ গুদামসমূহ এলজিইডির নিকট হতে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়ছে। উক্ত গুদামসমূহরে জমি কৃষি বিপণন অধদিপ্তররে নামে বন্দোবস্ত/নামজারীর কাজ চলমান রয়ছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৩৩৬১ জন কৃষক পরিবারকে ৪১৭২ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৫১১.৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ‘‘গুদামে শস্য জমাদানকারী গুদাম তালিকাভূক্ত কৃষকদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী” অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম এবং ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাংক শাখা নির্বাচন, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কার/মেরামত/নির্মাণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষকদের মধ্য হতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম পরিচালনা কমিটি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি ৫ সদস্য বশিষ্টি গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লখ্যে যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে কুইন্টাল প্রতি ১০/- (দশ) টাকা গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।
গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক,কারিগরী, প্রশিক্ষল ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম পরিচালনা কমিটি সংশিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর/সহায়তা করা হয়ে থাকে।

গুদামগুলো আধুনিক ধারায় পরিচালনার লক্ষ্যে এবং কৃষকদের স্থানীয়ভাবে বিপণন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট কৃষক গুদামে পরিনত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে “শস্য গুদাম আধনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন” উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা অনুমোদন সাপেক্ষে অক্টোবর/২০২৩ হতে চলমান রয়েছে।

অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর :

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ২৬৩৭ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ৪৭৭০ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৫২৯.৬৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

২০২৩-২০২৪ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক :

অঞ্চলেরনাম	গুদাম সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা)
শেরপুর	১৭	৬৭৫	১২৮১	১১০.৯০	০.৭১
মাগুরা	১৬	৪৪১	৮৭৭	৮৮.৮০	০.৭১
বরিশাল	১	২৫	২৫	০.০০	০.০২
রংপুর	৪৭	১৪৯৬	২৫৮৭	৩২৯.৯৯	১২.৭৮
সর্বমোট	৮১	২৬৩৭	৪৭৭০	৫২৯.৬৯	১৪.২৩

অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য) :

অর্থবছর	সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা(জন)	শস্য জমার পরিমান(মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ(লক্ষ টাকায়)
২০২৩-২০২৪	২৬৩৭	৪৭৭০	৫২৯.৬৯
২০২৩-২০২৪	২৫৬০	৪৮০৪	৭৩৪.৪৩
২০২১-২০২২	৩৯৮৯	৩৯০২	৫০১.৪৮
২০২০-২০২১	৪৫৯৬	৪৩৬০	৪১০.৪৮
২০১৯-২০২০	৩০২৫	৩০২৪	৩৮০.৬০
সর্বমোট	১৬৮০৭	২০৮৬০	২৫৫৬.৬৮

শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠন :

গুদাম কার্যক্রম সুষ্টুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত "শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড" নামে ৩,০৫,৪৪,৮৫১.৫১ (তিন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত একান্ন টাকা একান্ন পয়সা) টাকা অগ্রণী ব্যাংক, ধানমন্ডি শাখায় এফডিআর করা হয়েছে।

(খ) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকেল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো চলমান ৮১টি গুদামের প্রান্তিক/ক্ষুদ্র/মাঝারী/ কৃষি উদ্যোক্তা/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণ সুবিধা, স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও বীজের সহজ প্রাপ্যতা, সফটওয়ারের মাধ্যমে শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ এবং প্রায় ৬০০০ কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গুদাম ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা । চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজ উৎপাদিত শস্য খাদ্য/বীজ এর মালিকানা হস্তান্তর হ্রাস, ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার কৃষকদের আর্থিভাবে স্বচ্ছল করে তোলা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত করে প্রাকৃতিক উপায় গুদামে খাদ্য ৬ মাস ও বীজ ৯ মাস পর্যন্ত গুদামজাত করার ব্যবস্থা করে দেয়া।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গুদাম কমিটির রিফ্রেসার্স ২ ব্যাচ (৩২ জন), গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক ২৫ ব্যাচ (১২৫ জন), ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগী ৫২ ব্যাচ (১৫৬০ জন) এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ (১৪০ জন) সহ মোট ৮৬ ব্যাচে ১৮৫৭ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১০ টি দরপত্রের মাধ্যমে ৮১জন জনবলের সেবা, ১টি পরিবহনে সেবা সংগ্রহ, ৮টি ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ করে মালামাল, গুদাম ব্যবহায দ্রব্যাদি, প্রকল্প কাযালয়, আঞ্চলিক কাযালয়, ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্রব্যাদি সরবারাহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭৭১০ মে.টন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে শস্য সংরক্ষণ, ৪১টি গুদামে বিশেষ পদ্ধতিতে গুদাম আওতাভূক্ত কৃষকদের বীজ সংক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য প্যাকেটজাতকরণের সুবিধা এবং প্রায় ৬০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থির চিত্র :

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ

(গ) ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক কৃষিজাত পণ্যের ওয়ার হাউজের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৯২৫টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে ২৬১টি লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ওয়ার হাউজের সংখ্যা	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩৬৬টি	৭টি
২।	খুলনা	৬০৪টি	১৯টি
৩।	চট্টগ্রাম	১৮৫টি	৬৭টি
৪।	রাজশাহী	১৩২টি	২৬টি
৫।	রংপুর	১৭১টি	৫৫টি
৬।	বরিশাল	২২৬টি	৭৭টি
৭।	সিলেট	১৬৫টি	নাই
৮।	ময়মনসিংহ	৭৬টি	১০টি
	মোট	১৯২৫টি	২৬১টি

(ঘ) ক্লোড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে কোন হিমাগার না থাকায় কৃষক রাপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে চলেছে। একটি হিমাগার নির্মাণে কোটি টাকা উর্দ্ধে বিনিয়োগ করতে হয়। যা আমাদের দেশের কৃষকদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য ২০টি বিশেষায়িত হিমাগার নির্মাণের পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যা অনুমোদনে জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০টি আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের মাধ্যমে মৌসুমভিত্তিক ৩০০০ মে. টন কৃষিপণ্য সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কেন্দ্রীয়ভাবে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত ২০টি ডিজিটালাইজড সংরক্ষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে বিপণন সুবিধা প্রদান এবং
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৩৫০ জন কৃষক ও এতদসংশ্লিষ্ট অংশীদ্বারগণকে কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশাসন শাখা

প্রশাসনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিদ্যমান ১০০টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরির খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ অন্যতম।

প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৬ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৪ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া, ১০ জন কর্মকর্তা ও ৩৪ জন কর্মচারীর অফেরতযোগ্য জিপিএফ অগ্রিমের আদেশ মঞ্জুর এবং ০২ জন কর্মকর্তা ও ৭ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা পদে ৪০ জন-কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত কর্মকর্তাগণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে যোগদান করেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিভুক্ত ১৫৩টি পদের নিয়োগ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির হিসাব রক্ষক পদে ১জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ২৮১টি পদ শুন্য রয়েছে; যার মধ্যে নন-ক্যাডার ৯ম ও ১০ম শ্রেণিভুক্ত ২২টি পদের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ছাড়পত্র অনুযায়ী উক্ত পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি অনুযায়ী শুন্য পদে পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ক্যাডার নিয়োগ বিধি ও ক্যাডার সংশ্লিষ্ট ক্যাডার কম্পোজিশন সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা ২০১৮ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অবকাঠামো ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্ভিন্ন মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও এমওইউ এর মাধ্যমে অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট প্রায় ২০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

যানবাহন ঃ

এ অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।

মামলা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ০৩টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে এবং হাইকোর্টে দায়ের হওয়া ০৩টি রীট মামলা চলমান রয়েছে।

সাজ-পোষাক ঃ

অধিদপ্তরের গাড়ীচালকসহ ২০তম গ্রেডের মোট ১৫ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

লাইব্রেরী ঃ

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১১৩৬ টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

আইসিটি সরঞ্জামাদি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ২৩৫টি সিপিউ, ২৪০টি মনিটর, ২৫০টি-কী বোর্ড, ২৫০টি মাউস, ৮৪টি ল্যাপটপ (রাজস্ব ও প্রকল্পসহ), ৬২টি ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৬টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৭০টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামাদির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট িি.িফধস.মড়া.নফ পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম. এ সাত্তার মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারি আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতদব্যতীত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ১ম শ্রেণির ০২টি ক্যাডার ও তৃতীয় শ্রেণির ০৬টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ০১টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে ১০৫ টি ক্যাডার ও ১৩১ টি নন-ক্যাডার পদসহ মোট ২৩৬টি পদ নতুন সৃজন করা হয়।

প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সবজি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

সেন্ট্রাল ডেসপাচেঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সদর দপ্তরে সেন্ট্রাল ডেসপাচে ৩৮,১৭৯টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং হার্ড ফাইলে ও ই-নথির মাধ্যমে ৫,৩১৫টি পত্র ও প্রতিবেদন ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
০১.	**ড. ফাতেমা ওয়াদুদ** উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS)	ফোনঃ ৫৫৯২৮৪৫৪ মোবাইলঃ ০১৭১১৫২৭৮৬৫ ই-মেইলঃ shilawadudgp@gmail.com
০২.	**ড. ফাতেমা ওয়াদুদ** উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫৯২৮৪৫৪ মোবাইলঃ ০১৭১১৫২৭৮৬৫ ই-মেইলঃ shilawadudgp@gmail.com
০৩.	**জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন** পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) (যুগ্মসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৩৯১ ই-মেইলঃ
০৪.	**জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক** উপপরিচালক (উপসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪২ মোবাইলঃ ০১৭১৬২৫৫১৪৮ ই-মেইলঃ repon303@yahoo.com
০৫.	**জনাব কিশোর কুমার সাহা** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮ মোবাইলঃ ০১৯১১২৭৬৯৯৯ ই-মেইলঃ kishorjnu@yahoo.com
০৬.	**জনাব কিশোর কুমার সাহা** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	কল্যাণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮ মোবাইলঃ ০১৯১১২৭৬৯৯৯ ই-মেইলঃ kishorjnu@yahoo.com
০৭.	**মোঃ আল আমিন সরকার** প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮২১৫ মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০ ই-মেইলঃ programmer@dam.gov.bd
০৮.	**জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান** সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০ ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com
০৯.	মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান উপপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	স্মার্ট বাংলাদেশ' সম্পর্কিত	ফোনঃ মোবাইলঃ ০১৮১৮১৭০০৫৯ ই-মেইলঃ rezaahmed@gmail.com
১০.	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' বাস্তবায়ন	ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৪৬ মোবাইল: ০১৭২৩৩৮২৯১৪ ই-মেইল: adres3@dam.gov.bd
১১.	জনাব মোঃ আল আমিন সরকার প্রোগ্রামার (আইসিটি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture বাস্তবায়ন	ফোন: ০২-৫৫০২৮২১৫ মোবাইল: ০১৭১৩৭২৮৭৩০ ই-মেইল: programmer@dam.gov.bd

ফিল্ড সার্ভিস শাখা

ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি, বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছরভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সঙ্গে সহায়তা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা; এবং
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

হিসাব শাখা

হিসাব সংক্রান্ত:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

আর্থিক বাজেট ২০২২-২৩ অর্থ বছরঃ টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব:

মূল বাজেট	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পণ
৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১	৩৪,৯৭,০৬	৩,৩৫,৬৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচী):

ক্রমিক	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১	অনুন্নয়ন	৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১
০২	উন্নয়ন	১,২৩,৫৫	৮৭,৮৩
০৩	কর্মসূচী	৩,১০	৩,১০

সর্বমোটঃ	**৪৭,৯১,৬৫**	**৩৯,২৩,৬৪**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট:

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট	২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
০১	৩১০০	নগদ মজুরী ও বেতন	৩০,৭৫,০০	২৫,৭৫,০০
০২	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১৪,৫০,০০	১১,৭৫,০০
০৩	৪১০০	অ-আর্থিক	১,৪০,০০	৮২,৭১
			৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলী:

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল সিনিয়র/কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সমন্বয় করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা;
- বাংলাদেশ বেতারের কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ত্রৈমাসিক বিপণন সাময়িকী “কৃষি বিপণন বার্তা” প্রকাশ;
- অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক কাজের সমন্বয় করা।

সমন্বয় সভার আয়োজন:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ- পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণও পরবর্তী সভার তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-

- অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ১১টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছনিসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ২৪৩টি এবং ডি-নথিতে ২৪৩টি পত্র জারী করা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

আধুনিক সেবা প্রদান পূর্বশত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃশি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, 'সরকারি কর্মসম্পাদনে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ব্যবহার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "Essential Rules and Regulations of Bangladesh" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, 'উৎপাদক এবং ক্রেতার মধ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিজপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অফিস এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "Nutrition and Safe Food" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মসম্পাদনে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ এবং বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল,সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত ৬৮৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১০৫ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্য রপ্তানিতে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'রপ্তানি উন্নয়ন' নামে নতুন একটি শাখা খোলা হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন শাখায় একজন উপপরিচালক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও দুইজন অফিস সহায়ক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন উপপরিচালক, দুইজন সহকারী পরিচালক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং একজন অফিস সহায়ক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন শাখা অর্থাৎ 'রপ্তানি উন্নয়ন' কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন নিয়ে জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের অন্যতম অনুঘটক। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন। যুগোপযোগী ও কার্যকর এ রোডম্যাপটি কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রসারে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নে বেশ কয়েকটি ওয়ার্কশপে আয়োজন করা হয় যেখানে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানিকারক (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সবার মতামত নিয়ে রোডম্যাপটি চূড়ান্ত করা হয়। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রণীত রপ্তানি রোডম্যাপটি মন্ত্রণালয়ে থেকে শুরু করে বিভিন গুরুত্বপূর্ণ মহলে সমাদৃত হয়েছে এবং যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কার্যকর উদ্যোগ বৈকি। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নের ফলে বিভিন্ন অংশীজনের জন্য (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, মধ্যস্বত্তভোগী, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশে উৎপাদিত আলুসহ অন্যান্য সবজি, আম, পান, পাটজাত দ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রচলিত কৃষিপণ্য যেমন- সুগন্ধী চাল, কাজু বাদাম, নারিকেলের খোল হতে চারকোল, আনারসের পাতার ফাইবার ইত্যাদি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। রপ্তানি বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অচিরেই কৃষিপণ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'রপ্তানি উন্নয়ন' শাখার উদ্যোগে এবং প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়' শাখার সহযোগিতায় রপ্তানি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় যেখানে অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন রপ্তানিকারক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রপ্তানি সহযোগিতার আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন শাখা কর্তৃক AGROTECH BD নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে Malaysia এর একটি প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ৫৪ মেট্রিক টন ফ্রেশ আলু, Agro Fresh Exports নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে Singapore এর একটি প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ২৭৯০ কার্টুন ফ্রেশ আলু, GALAXY FRESH PRODUCS LIMITED নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে DUBAI, UAE এর একটি প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ৭৪০ কেজি ফ্রেশ শাকসবজি এবং AGRO FRESH EXPORTS নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে SINGAPORE এর একটি প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ২৫৯৯ কার্টুন ফ্রেশ আলু রপ্তানি করা সম্ভব হয়। কৃষিপণ্য সংরক্ষণ নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ বিষয়ক একটি Validation কর্মশালা এবং "Market Entry Requirement" চূড়ান্তকরণ বিষয়ক একটি Validation কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন দেশের চাহিদা সম্বলিত নির্দেশিকা" চূড়ান্ত করার নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লাইসেন্সের আওতায় আনার কাজ চলমান আছে। জেলাভিত্তিক রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য ও রপ্তানিকারকদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সর্বোপরি, নতুন চালু হওয়া সত্ত্বেও 'রপ্তানি উন্নয়ন শাখা' কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুরো উদ্যম নিয়ে কাজ করছে যা ইতিবাচক ও প্রশংসার দাবিদার।

আইসিটি সেল

আইসিটি শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বাজারদর সম্পর্কিত নতুন সেবা বক্সে মাসিক কৃষকপ্রাপ্ত / পাক্ষিক বাজারদর এবং মাসিক পাইকারী গড় বাজারদর ও মাসিক খুচরা গড় বাজারদর নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে।
- ২০১২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষকপ্রাপ্ত দাম, পাক্ষিক বাজারদর, এবং পাইকারী ও খুচরা গড় বাজারদরের আর্কাইভ ডাটা আপলোড করা হচ্ছে।
- হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মতো অনলাইন গ্রুপের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরি সমস্যা এবং অন্যান্য শাখা সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টাল, বাজারদর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, কৃষি ব্যবসার অনলাইন প্লাটফর্ম, অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন লাইসেন্সিং প্লাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক বিপণন কার্যক্রম নিয়মিত ব্যাবহার ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েবসাইটের বাজারদর লিংকে গিয়ে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন পণ্যের মূল্য প্রতিবেদন, যেমন ঢাকা মহানগরীর যৌক্তিক পাইকারী ও খুচরা বাজারদর, দৈনিক বিভাগীয় খুচরা বাজারদর, জেলার বাজারের খুচরা ও পাইকারী মূল্য প্রতিবেদন, উপজেলাভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন, দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, মাসভিত্তিক গড় বাজার দর, তুলনামূলক বাজার দর বিবরণী, গ্রাফিকাল রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের (MOA) জন্য Integrated Digital Service Delivery Platform কার্যক্রমের আওতায় লাইসেন্স, ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের অটোমেশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে লাইসেন্স, বাজার ডিরেক্টরি ও বাজার সংযোগ অটোমেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং জনগণ উপকৃত হচ্ছে।
- অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ওয়েবভিত্তিক সাধারণ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।
- যেকোনো স্থান থেকে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে এবং কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের অবহিত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরগুলোর ডিজিটাল সেবা প্রদানে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের নাগরিক সেবার হালনাগাদ তথ্য সারণী প্রকাশ: অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবার হালনাগাদ তথ্য সারণী নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে জনগণ সহজেই সেবা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানতে পারে।
- ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি (ইজিপি) চালুর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা দাপ্তরিক কাজের গতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে।
- ডি-নথি, ওয়েবপোর্টাল এবং অন্যান্য আইসিটি বিষয়ক কর্মসম্পাদনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- নাগরিকদের আবেদন ও অভিযোগ সহজে গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে, যা জনগণের সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজতর করছে।
- দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব এবং কার্যকর।
- ই-এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ভিশন, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি (বিশেষ করে ফসল উপখাত) খাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিমকে আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইসিটি সেল থেকে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা কৃষি ব্যবসা ও বাজার সংযোগের আধুনিকীকরণে সহায়ক হবে।

মাইগভ প্লাটফর্ম বিষয়কঃ

মাইগভ প্লাটফমের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সর্বমোট ১৪ টি অভ্যন্তরীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- কর্মচারিদের চাকরি স্থায়ীকরণ ;
- কর্মচারিদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)
- প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) চূড়ান্ত পরিশোধের আবেদন ;
- চাকরি হতে অব্যহতির জন্য আবেদন ;
- কর্মচারিদের অবসর, পিআরএল আবেদন ;
- কর্মচারিদের বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর ;
- শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরীর আবেদন ;
- গাড়ি রিকুইজিশনের আবেদন ;
- পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান ;
- কর্মকর্তাদের দেশ / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার (এমফিল, এমএস বা সমমান ও পিএইচডি বা সমমান) জন্যে আবেদন ;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ;
- কর্মচারিদের লাম্পগ্র্যান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর ;
- কর্মচারীদের ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরী ;
- কর্মচারীদের প্রাপ্যতা মোতাবেক বাসা বরাদ্দ ;
- পিআরএল শুরুর সময় অথবা বদলিজনিত কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারদীদের না-দাবি প্রত্যায়ন পত্র প্রদান ;

কৃষি বিপনন অনলাইন মার্কেট ডিরেক্টরি প্লাটফর্ম বিষয়কঃ

১) বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪ জেলা কার্যালয় এবং ৪ টি উপজেলা কার্যালয় এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বাজারসমূহ হতে দৈনিক বাজারদর (খুচরা, পাইকারি) এবং সাপ্তাহিক (কৃষকপ্রাপ্ত বাজার) এর উৎপাদক মূল্য এন্ট্রি করা হচ্ছে ।

২) দৈনিক বাজারদর প্রকাশের লিংক (www.service.moa.gov.bd) যা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) -এর বাজারদর মেনুতে যুক্ত করা রয়েছে।

৩) উক্ত ওয়েবসাইটের এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় বাজারদর রিপোর্ট ডাউনলোড করে নিচ্ছে। এই মূল্য তালিকা বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪) প্রতিদিনের প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের বাজারদর ওয়েবসাইটের স্ক্রল আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

৫) সকল কার্যালয় হতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর প্রকাশকরণে যাবতীয় কারিগরী সমস্যার সমাধান আইসিটি শাখা দিয়ে থাকে।

৬) দৈনিক বাজারদর তথ্য ওয়েবসাইটের পাশাপাশি নাগরিক সেবা সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। উক্ত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে অতি সহজে সকল জেলার বাজারদর দেখা যায়। ইতিমধ্য অ্যাপ্লিকেশনটি গুগোল প্লে-স্টোরে রয়েছে, লিংক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়েছে।

দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন

বাজারদর সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

BN
লগ ইন
কৃষি পণ্যের বাজারদর
চাল -আমন - সরু
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৭০.৯৩ - ৭৫.৯৩
আটা (প্যাকেটজাত)
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৫০.১৩ - ৫৩.২১
জিরা (বীজ)
১০০ গ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৮.৪৫ - ৯.৭৫
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৩৪১.৬৭ - ৪০০.০০
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম)
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৪৮৬ - ৫০৮.৬৭
মাংস- গরু
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৬৬৭.৯৮ - ৭২৯.৩৬
আজকের বাজার দর (২০২৪-০৯-১৯)
পুনরায় খুঁজুন
এখানে খুঁজুন...
পণ্যের নাম : ধান-বোরো-মোটা
একক (খুচরা) : কিলোগ্রাম
খুচরা দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর - সর্বোচ্চ দর : ৩০ - ৩১
একক (পাইকারি) : কুইন্টাল
পাইকারি দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর- সর্বোচ্চ দর : ৩০৪০ - ৩১১৭
পণ্যের গ্রুপ : খাদ্যশস্য
পণ্যের নাম : চাল - আমন - ভালো - সরু
একক (খুচরা) : কিলোগ্রাম
খুচরা দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর - সর্বোচ্চ দর : ৭৫ - ৮৫
একক (পাইকারি) : কুইন্টাল
পাইকারি দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর- সর্বোচ্চ দর : ৭২২৫ - ৭৯৭৫
পণ্যের গ্রুপ : খাদ্যশস্য
পণ্যের নাম : চাল -আমন - সরু

অনলাইন লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তররের আওতায় প্রাথমিকভাবে ২০২২ সালে দেশের ০৮ টি বিভাগের ৮ টি জেলায় কার্যক্রম পাইলটিং আকারে চালু করা হয়। সফলভাবে পাইলটিং কার্য্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় পরবর্তীতে আরো ৮ টি জেলাসহ মোট ১৬ টি জেলায় অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া চালু করা হয় এবং চলমান রয়েছে।

ইতিমধ্যে উক্ত কার্যক্রমে সফটওয়ারের মাধ্যমে সর্বোমোট ৮৪৭৫ টি অনলাইন আবেদনের লাইসেন্সের নবায়ন ও ইস্যু সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রম কার্যকর হওয়ায় বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪ টি জেলা কার্যালয় এবং ৪ টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া গতিশীল করা, আরো প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ, উন্নতকরণ এবং সেবাটি সহজীকরণের উদ্দেশে প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ধাপে ধাপে কাযর্ক্রম শুরু হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ইস্যুকৃত লাইসেন্স(নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি বিপণন লাইসেন্স

[কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১, বিধি(৬), ফরম-২]

লাইসেন্স নং: DAM -

মালিকের নাম :

পিতার নাম/স্বামীর নাম :

মাতার নাম :

বর্তমান ঠিকানা :

স্থায়ী ঠিকানা :

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম :

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর :

ব্যবসার শ্রেণী :

কৃষিপণ্যের শ্রেণীবিভাগ (আইনের তফসিল ১ ও ২ অনুযায়ী) :

কৃষিপণ্যের বিবরণ (আইনের তফসিল ১ ও ২ অনুযায়ী) :

প্রজ্ঞাপিত বাজারের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

লাইসেন্স ফি(ভ্যাটসহ) :

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ :

ইহা কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি সার্টিফিকেট বিধায় স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

ওয়েবসাইট: www.dam.gov.bd। ইমেইল: dg@dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে কৃষক, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে একটিমাত্র প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই হলো কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম এর উদ্দেশ্য।

এছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলঃ

- কৃষকের সাথে পাইকারী, আড়ৎদার, রপ্তানীকারক, সুপারশপ; পাইকারী বিক্রেতার সাথে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচরা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সাথে ভোক্তার বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা এবং দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
- উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায় মধ্যস্থকারবারির ভুমিকা হ্রাস করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৈরিকৃত অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্মটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে কাজ করবে যেখানে একাধারে সকল খুচরা বাজার, পাইকারি বাজার, কৃষকের বাজারসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের তথ্য সন্নেবেশিত থাকবে।
- একই প্লাটফর্ম থেকে বাংলাদেশের সকল অনলাইন প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের কৃষিপণ্য পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে কেনা যাবে। ফলশ্রুতিতে একজন ক্রেতাকে পণ্য ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হাজার হাজার নাম , ইজার আইডি ও পাসওয়ার্ড মনে রাখার প্রয়োজন হবে না।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৈরিকৃত অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারের ফলে সুষ্ঠু মনিটরিং নিশ্চিত হবে, ই-কমার্স কেলেংকারির কোনো সুযোগ কমে যাবে, উপযুক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রং করা সম্ভব হবে। কৃষক/উৎপাদক ও ভোক্তার জন্য সহায়ক বিপণন ব্যবস্থা তৈরি হবে।
- আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহারের দরকারও হবে না। একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে।

এছাড়া বিশেষ বাজার ব্যবস্থা (মার্কেট লিংকেজ প্রোগ্রাম) যার মাধ্যমে অনলাইনে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়ন যাতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার লাভবান হতে পারেন।

- ❑ ক্রেতা-বিক্রেতাগণ স্থানীয় বাজার ছাড়াও দেশব্যাপী যেকোন বাজারের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে;
- ❑ বিক্রেতাগণ ক্রেতার চাহিদা ও পণ্যমূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে;
- ❑ ক্রেতাগণ বিক্রেতার সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে সরাসরি দরকষাকষির ব্যবস্থা থাকায় ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে;
- ❑ গ্রেডিং সম্পর্কে নির্দেশনা থাকার ফলে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত হবে এবং অপচয় কমবে। সঠিক মান নিশ্চিতকরণের ফলে অধিক ক্রেতা আকৃষ্ট হবে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে ইত্যাদি।

কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখা (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪)

কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা মার্কেট):

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন **"কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের"** আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। **''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহমুখীকরণ''** প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্যের ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

পটভূমি (গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার):

সমাপ্ত "**বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে ফুলের একটি পাইকারী বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে যা পূর্বে "**গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেট**" নামে পরিচিত ছিলো। নির্মিত ফুলের পাইকারী বাজারে ফুল প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা আছে। দেশের ফুল চাষী ও ব্যবসায়ীগণ এই বাজারের সুবিধা নিয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ফুল ব্যবসাকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২খ্রি. পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। এই বাজারটি সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের।

বাজারের অবস্থান ও ধরণ:

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং ফুলের পাইকারী বাজার ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা				বাজারের ক্যাটাগরী
		গ্রোয়ার্স	পাইকারী	ফুলের পাইকারী বাজার	মোট	
১	শেরপুর	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
২	বরিশাল	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
৩	যশোর	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
৪	হবিগঞ্জ	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
৫	দিনাজপুর	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
৬	নোয়াখালী	-	০১টি	-	০১টি	পাবা বাজার
৭	ঢাকা	-	-	০১টি	০১টি	ফুলের পাইকারী বাজার
৮	রাজশাহী	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
৯	রংপুর	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১০	বগুড়া	০৩টি	০১টি	-	০৪টি	এনসিডিপি বাজার
১১	দিনাজপুর	০৮টি	০১টি	-	০৯টি	এনসিডিপি বাজার
১২	পাবনা	০২টি	০১টি	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৩	সিরাজগঞ্জ	০২টি	০১টি	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৪	পঞ্চগড়	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৫	নীলাফামারী	০৪টি	০১টি	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৬	নওগাঁ	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৭	লালমনিরহাট	০২টি	০১টি	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৮	নাটোর	০৪টি	০১টি	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৯	ঠাকুরগাঁও	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২টি	০১টি	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২১	গাইবান্ধা	০২টি	০১টি	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২২	কুড়িগ্রাম	০১টি	-	-	০১টি	এনসিডিপি বাজার
২৩	জয়পুরহাট	০৫টি	০১টি	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
	সর্বমোট	**৬০টি**	**২১টি**	**০১টি**	**৮২টি**	

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি:

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা:

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬টি	-
৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭টি
দোকান/স্টল	১৪৪টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬২০টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭২৮টি
মহিলা কর্ণার	-	২৯৫টি
শেড	১৮টি	-
কসাই খানা	০৬টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬টি	৭৫টি

বাজার পরিচালনা পদ্ধতি:

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা /পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাজারের আয়-ব্যয়:

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের

নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়ের হিসাব: **(লক্ষ টাকায়)**

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	জুলাই/২০২৩ থেকে জুন/২০২৪ পর্যন্ত আয় (টাকা)			
		মোট আয়	সরকারি কোষাগারে জমা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির একাউন্টে জমা	সালামী/টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র
পাবা বাজার	৬ টি	৫.৩৪ লক্ষ (প্রায়)	৩.৩৯ লক্ষ (প্রায়)	১.১৩ লক্ষ (প্রায়)	**০.৮২** লক্ষ (প্রায়)
এনসিডিপি বাজার	৭৫ টি	১৮.৯৭ লক্ষ (প্রায়)	৭.৫৯ লক্ষ (প্রায়)	৭.৬৭ লক্ষ (প্রায়)	**৩.৭১** লক্ষ (প্রায়)
মোট	৮১ টি	২৪.৩১ লক্ষ (প্রায়)	১০.৯৮ লক্ষ (প্রায়)	৮.৮ লক্ষ (প্রায়)	৪.৫৩ লক্ষ (প্রায়)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

আমাদের দেশের কৃষকগণের কাছে কৃষিপণ্যের বিপণন বিষয়টি অন্যতম বড় সমস্যা। তারা এ সমস্যাকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপণ্য ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব ও কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর বিপরীতে তারা সম্ভাব্য কোনো সমাধান পায় না। সফল বিপণন ব্যবস্থার জন্য নিত্য নতুন দক্ষতা, কৌশল এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জনবল, প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকা ইত্যাদির কারণে আশানুরূপ ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তথাপি করোনা মহামারির সময়েও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মস্থলের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১৭২১ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় তন্মধ্যে ১০টিতে জনবলসহ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথাঃ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর):

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী'র (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডাল-কলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;

- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;

- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;

- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক মোট ১৫০ জন কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণসহ ৩০ জন ফুল ব্যবসায়ীকে ফুল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কতৃক মানিকগঞ্জে আয়োজিত "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা কতৃক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে স্মার্ট কৃষি ও স্মার্ট বিপণন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	গাবতলীতে অবস্থিত ফুলের পাইকারী বাজারে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা কতৃক ফুল ব্যবাসায়ীদের ফুল প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

গাবতলীতে অবস্থিত ফুলের পাইকারী বাজারে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা কতৃক ফুল ব্যবাসায়ীদের ফুল প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস বিষয়ক' ০৩ ব্যাচ ও 'কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ ও বিপণন বিষয়ক' ০৩ ব্যাচসহ মোট ০৬ ব্যাচে ১৮০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কাপ্তাই উপজেলায় কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম জেলায় কৃষিপণ্যের জেলার ব্রান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা

৩. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক 'কৃষিপণ্যের বিপণন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', এবং 'কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ে মোট ১৫৯ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপপরিচালক (উপসচিব) রাজশাহী কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১২-৬-২০২৪ তারিখে কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

০৬-০৩-২০২৪ তারিখ পাবনা জেলায় কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

১৩-৬-২০২৪ তারিখ নওগাঁ জেলায় কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

২৭-১১-২০২৩ তারিখ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়,রাজশাহীতে কৃষি পণ্যোর বহুমুখী ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

২০-১০-২০২৩ তারিখ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজশাহীতে কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৩০-০৮-২০২৩ তারিখ নাটোর জেলায় কৃষি পণ্যের বিপণন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

৪. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক মোট ১৮০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এর রপ্তানি সম্ভাবনা', 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও বাজার সংযোগ', 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার সংযোগ শীর্ষক', 'কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতিহ্রাস ও এর রপ্তানী সম্ভাবনা', এবং 'ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

“কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এর রপ্তানি সম্ভাবনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, গোপলগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের ছবি।

“কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও বাজার সংযোগ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নড়াইলে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক ১৪/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যশোর কর্তৃক ০৩/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আয়োজিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার সংযোগ শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যশোর, ১১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত “কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতিহ্রাস ও এর রপ্তানী সম্ভাবনা” বিষয়ক প্রশিক্ষনের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক ০৩/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আয়োজিত “কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার সংযোগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,যশোরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৯/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত “ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ” বিষয়ক প্রশিক্ষণের ছবি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী):

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে খুলনায় অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।	- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের; - ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে; - প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন; - প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক 'ফল ও সবজির সংগ্রোত্তর অপচয় রোধ, প্রক্রিয়াজাত করণ ও বিপণন', 'কৃষিপণ্যের সংগ্রোত্তর ক্ষতি ও অপচয় রোধ', 'ফসল সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ, সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ে ০৬ ব্যাচে মোট ১৮০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিরোজপুর প্রশিক্ষণ

পটুয়াখালী প্রশিক্ষণ

ভোলা প্রশিক্ষণ	বাগেরহাট প্রশিক্ষণ
বরিশাল প্রশিক্ষণ	খুলনা প্রশিক্ষণ

৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলায় 'কৃষি পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ও বিপণন কৌশল' বিষয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় ৩০ জন, "কৃষি পণ্য রপ্তানিকারকের এজেন্টগণের ফসল সংরক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি সহায়ক" বিষয়ে নীলফামারী জেলায় ৩০ জন, "কৃষি পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কলাকৌশল" বিষয়ে গাইবান্ধা জেলায় ৩০ জন এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে রংপুর জেলায় ৯০ জনসহ মোট ১৮০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানি এজেন্ট, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপ্যণের ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও রংপুর বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে "আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রংপুর জেলায় আয়োজিত 'কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ শামসুর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর।	গাইবান্ধা জেলায় আয়োজিত 'কৃষি পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব এন, এম, আলমগীর বাদশা, উপসচিব ও উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৭. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্যসংযোজন, বিপণন ও রপ্তানী কৌশল' বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৬০ জন এবং 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ে লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলায় ১২০ সহ মোট ১৮০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপ্যণের ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

	নোয়াখালী জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর

লক্ষ্মীপুর জেলায় আয়োজিত ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন, উপসচিব ও উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আয়োজিত ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব কিশোর কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

নোয়াখালী জেলায় আয়োজিত ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন একজন কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা।

লক্ষ্মীপুর জেলায় আয়োজিত ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন, উপসচিব ও উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আয়োজিত ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা।

৮. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী কর্তৃক নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় কৃষক, কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে তাত্ত্বিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্যসংযোজন, বিপণন ও রপ্তানী কৌশল' বিষয়ে নরসিংদী জেলায় ৩টি ব্যাচে মোট ৯০ জন ও 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১টি ব্যাচে ৩০ জন এবং 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলায় দুটি ব্যাচে মোট ৬০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপ্যণের ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>নরসিংদী জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে উপস্থিত আছেন জনাব মফিদুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ ও ডক্টর গোলাম ফেরদৌস চৌধরি, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট।</td><td>কিশোরগঞ্জ জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত আছেন জনাব মফিদুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক ও জনাব আব্দুল মান্নান, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, সদর দপ্তর, ঢাকা।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

নরসিংদী জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব কিশোর কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।	নারায়ণগঞ্জ জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের প্রাক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত আছেন জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন,পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সদর দপ্তর,ঢাকা।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পঞ্চগড়):

-'শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম' (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রুপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে কারিগরি ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ১টি ও ১৯৯১-৯২ সালে মাগুরা জেলায় ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।	- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন এবং ভবনটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়; - প্রায় ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন পঞ্চগড় কেন্দ্রটিতে আর মাগুরা কেন্দ্রটিতে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন; - প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে; - প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরি আছে এবং এতে প্রশিক্ষণার্থীদের

৯.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড় কর্তৃক পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় গুদাম রক্ষক, গুদাম কমিটি, শস্য সংরক্ষণে গুদাম পরিচালনা, কৃষক, কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তাদেসহ মোট ১৩১ জন এবং দিনাজপুর জেলায় ৫১ জন সহ মোট ১৮২ জন কৃষক রপ্তানীকারককে 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বোদা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত 'শস্য সংরক্ষণে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে' প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন উপপরিচালক জনাব,মো: শামসুর রহমান, রংপুর বিভাগ, রংপুর।	বোদা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত 'ফসল সংরক্ষণ ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে' বক্তব্য রাখছেন জনাব, মো: রুহল কুদ্দুস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, রংপুর।

কৃষক ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী ও উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন একজন উদ্যোক্তা ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী।

ফসল সংরক্ষণ হিসাব ও কারিগরী দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), রংপুর।

কৃষক কৃষি ব্যবসায়ীর ‘গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে’ বক্তব্য রাখছেন উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব, এনএম আলমগীর বাদশা, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপক ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব, মো: শাহরিয়ার নাজির, বোদা, পঞ্চগড়।

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং কৃষিপণ্য রপ্তানীকারকের এজেন্টগণের ফসল সংরক্ষণ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ জনাব, মো: আবু জাফর নেয়ামতউল্লাহ, বিএডিসি উপপরিচালক (টিসি), আলু বীজ ও হিমাগার, দিনাজপুর।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা):

- সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবনটি ২০ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। - প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরি;	মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়; - প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন; - প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম আছে; - এক পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

১০.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল', 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও বিপণন কৌশল', 'ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত সহজিকরণ', 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল', এবং 'প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল' বিষয়ে মোট ১৫০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরায় 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকৃত কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

গত ১৪/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাদারীপুর-এ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক মাগুরা কর্তৃক 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব), প্রধান কার্যালয়।

০৪ মার্চ. ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক 'ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত সহজিকরণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের খণ্ড চিত্র।

১৬/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক শরীয়তপুর জেলায় আয়োজিত 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণের খণ্ড চিত্র।

<table>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">২৮/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক আয়োজিত‘‘প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণের খণ্ড চিত্র।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ঙ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

বিভাগের কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগ

বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের অন্যতম ঢাকা বিভাগ । ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ১৩টি জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ গঠিত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১৩ টি জেলা ও ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১১ টি উপজেলা ও ০১টি কৃষকের বাজার এবং একটি কেন্দ্রীয় ফুলের পাইকারী বাজার ও সাভারে ০১ টি প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১০০ টি পদের বিপরীতে ৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে যাদের মাধ্যমে এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৩টি জেলা থেকে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরোজমিনে বাজার পরিদর্শন ও যাচাইপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। এর ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণ প্রতিদিন বাজারদর প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন।

বাজারে কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় অফিসের কার্যাবলী:

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম: কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রকিয়াজাতকারী, রপ্তানীকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এই অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণ, মূল্য, নিয়ন্ত্রণ, ভেজালরোধ ও কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রয় রোধে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন।

কৃষকের বাজার: সবজি উৎপাদনের ভরা মৌসুমে কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। অপরদিকে, (GAP) উত্তম কৃষি চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে নিরাপদ সবজি উৎপাদন হলেও উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকগণ নিরাপদ সবজির সঠিক মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। পক্ষান্তরে ভোক্তাগণও নিরাপদ সবজি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি কৃষকের বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজারটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কৃষকের এই অস্থায়ী বাজারকে একটি স্থায়ী কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের “ঋধৎসবৎং গধৎশবঃ-ঝধভব ঐড়ৎঃরপঁষঃঁৎব ঈৎড়ঢ় চৎড়ফঁপঃরড়হ রহ চবৎর-টৎনধহ অৎবধং ধহফ গধৎশবঃরহম রহ উযধশধ ঈরঃরবং ঃড় গরঃরমধঃব ঃযব ঈড়ারফ-১৯ ঈৎরংরংচ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) কর্তৃক হস্তান্তরকৃত ১৮ শতাংশ জমিতে গার্ড রুম ও ওয়াশিং সুবধিাসহ একটি আধুনিক কৃষকের বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। বাজারে দোকান সংখ্যা ৩৪টি গত ২৬ জুন, ২০২৩খ্রি. তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কৃষকের বাজারের স্থায়ী অবকাঠামো উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের

চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান (সাবেক কৃষি সচিব) ও এফএও'র প্রতিনিধি জনাব নুর খন্দকার প্রমুখ। বাজারে নরসিংদীর বেলাবো, মানিকগঞ্জের সিংড়া, ঢাকার সাভারসহ আশপাশের তালিকাভুক্ত কৃষকরা নিয়মিত সবজি বিক্রি করেন। প্রতি শুক্র ও শনিবার সপ্তাহে ০২ দিন, সরাসরি কৃষকদের অংশগ্রহণে বাজারে কেনাবেঁচা সংগঠিত হয়।

গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার: "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্তা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে একটি ফুলের পাইকারী বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে। নির্মিত ফুলের পাইকারী বাজারে ফুল প্যাকেজিং, প্রকিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত বিভিন্ন মেশিনারীজ কুল হাউজ ওয়াশিংপ্লান্ট ইত্যাদি রয়েছে। এখানে সারাদেশের বিভিন্ন চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য এনে নিজেরাই বিক্রি করবে এবং এটা একটা পাইকারী ফুলের বাজার। নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা জেনারেটর ও লিফট্ এর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত পানি ও পয়নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা । দেশের ফুল চাষী ও ব্যবসায়ীগণ এই বাজারের সুবিধা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুল ব্যবসাকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রধান প্রধান (মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা) ফুল উৎপাদন এলাকায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকা।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভাগ, বিভাগের আওতাধীন দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলাসমূহের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষি পণ্যের গ্রেডিং ,সর্টিং, প্রকিয়াজাতকরণ।

লিফলেট বিতরণ:

বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের নিজেদের অধিকার সচেতন করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্বয় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১১৭২২ টি লিফলেট বিতরণ করেছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মোট ৩০১৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে এবং নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ৯,৩৪৫ টি । লাইসেন্স ফি বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট আদায় ৭৮.১৮/- (লক্ষ টাকায়) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লায়সেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরে আব্যাহত আছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

বাজারে কৃষি পন্যের মুল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২৩৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব (জরিমানা)সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা কার্যক্রম:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহ থেকে মোট ৫৩ জন কৃষক/ কৃষিপণ্য উদোক্তাকে বিভিন্ন স্থানীয় বাজারে সংযোগ করিয়ে দেন।

শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটি গঠনপুর্বক ৪ টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের

সাথে ২ টি সভা ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

কর্ম পরিবেশ উন্নয়নঃ বিভাগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সে লক্ষ্যে বিভাগীয় অফিস ভবন মেরামত ও রংকরনের কাজ করা হয়।

বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা এর সাংগঠনিক এলাকা-

০১। বিভাগীয় কার্যালয় ০১টি, মিরপুর সাড়ে ১১, ঢাকা-১২১৬;
০২। ১৩টি জেলা কার্যালয়;
০৩। ০১টি উপজেলা কার্যালয়ে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
০৪। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: অত্র বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন ০২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।
১। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। ২। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রসিংদী;
০৫। কৃষকের বাজার, মানিক মিয়া এভিনিউ, প্রতি শুক্র ও শনিবার সপ্তাহে ০২ দিন, সরাসরি কৃষকদের অংশগ্রহণে বাজারে কেনাবেঁচা সংগঠিত হয়।
০৬। গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার: ঢাকার গাবতলীতে ০১টি ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা জেনারেটর ও লিফট্ এর ব্যবস্থা রয়েছে পর্যাপ্ত পানি ও পয়নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা। এছাড়াও বিভিন্ন মেশিনারীজ, কুল হাউজ, ওয়াশিংপ্লান্ট ইত্যাদি রয়েছে। এখানে সারাদেশের বিভিন্ন চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য এনে নিজেরাই বিক্রি করবে এবং এটা একটা পাইকারী ফুলের বাজার।

বিভাগীয় কার্যালয়ের জনবল সংক্রান্ত:

ক্র, নং	পদের নাম	গ্রেড	পদ সংখ্যা/জন	মন্তব্য
১।	উপপরিচালক	৫ম গ্রেড	০১ জন	
২।	সহকারী পরিচালক	৯ম গ্রেড	০১ জন	
৩।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১ গ্রেড	০১ জন	
৪।	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩ গ্রেড	০১ জন	
৫।	হিসাব রক্ষক	১৪ গ্রেড	০১ জন	
৬।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬ গ্রেড	০২ জন	
৭।	গাড়িচালক	১৬ গ্রেড	০১ জন	
৮।	অফিস সহায়ক	২০ গ্রেড	০২ জন	
৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	২০ গ্রেড	০১জন	

০২। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ:

মোট ১৩টি জেলা কার্যালয় (তন্মধ্যে ০৪ টি সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় ও ০৯ টি কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়) ও ০১টি উপজেলা কার্যালয় বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে, জেলাসমূহ হলো:

ক্র. নং	জেলার নাম	জিওকোড	মোট জনবল	মন্তব্য
১।	ঢাকা	২৬	০৭ জন।	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৬ষ্ঠ গ্রেড।
২।	ফরিদপুর	২৯	০৭ জন।	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার

				কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৬ষ্ঠ গ্রেড।
৩।	গাজীপুর	৩৩	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৪।	গোপালগঞ্জ	৩৫	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৫।	কিশোরগঞ্জ	৪৮	০৭ জন।	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৬ষ্ঠ গ্রেড।
৬।	মাদারীপুর	৫৪	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৭।	মানিকগঞ্জ	৫৬	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৮।	৮মুন্সীগঞ্জ	৫৯	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৯।	নারায়ণগঞ্জ	৬৭	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১০।	নরসিংদী	৬৮	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১১।	রাজবাড়ী	৮২	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১২।	শরীয়তপুর	৮৬	০৫ জন।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১৩।	টাংগাইল	৯৩	০৭ জন।	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৬ষ্ঠ গ্রেড।

উপজেলা: ১২টি

ক্র. নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট জনবল	মন্তব্য
১।	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
২।	গাজীপুর	কাপাসিয়া	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৩।	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	০১ জন	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৪।	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়

				অফিস প্রধানের পদ, ৬ষ্ঠ গ্রেড।
৫।	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৬।		সাটুরিয়া	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৭।	মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ী	০১ জন	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৮।	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	০১ জন	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
৯।	নরসিংদী	বেলাবো	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১০।		শিবপুর	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১১।	রাজবাড়ী	পাংশা	০১ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।
১২।	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	০৩ জন	উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় অফিস প্রধানের পদ, ৯ম গ্রেড।

খুলনা বিভাগ

২৯/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরায় কৃষক, কৃষি উদ্যেক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীদের নিয়ে 'ফসলের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ' বিষয়ক দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সিফাত মেহনাজ, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, সাতক্ষীরা, কৃষিবিদ জনাব হুমায়ুন কবির,অতিরিক্ত উপপরিচালক(পিপি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,সাতক্ষীরা, জনাব সালেহ্ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃ প্রাঃ), সাতক্ষীরা। সভাপতিত্ব করেন জনাব রবিউল ইসলাম, সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,যশোর।

২৯/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ উপপরিচালক(উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা মহোদয় সাতক্ষীরা কার্যালয় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

“সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে” কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় সকল জেলা অফিস এবং বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্য থেকে ০৩ (তিন) জন কে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২৪ প্রদান করা হয় ।

১১ জুন ২০২৪ তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ের এর উপর দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয় । উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক সুলতানান নাসিরা । খুলনা বিভাগের সকল জেলা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

০৩ জুন ২০২৪ খ্রি. তারিখ সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কার্যালয় যশোরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholdrs) অংশগ্রহণের সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

১২ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে অত্র বিভাগের নব যোগদানকৃত ৪১ তম বিসিএস কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় ।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে অত্র বিভাগের অত্র সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয় ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনা সম্মেলন কক্ষে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) এর আওতায় "Farmer's Hub: One Stop Solution" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

ডিম, আলু, মসলাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখা, পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৭/০৮/২০২৩ তারিখ শেখ মঈনুল ইসলাম মঈন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়। উক্ত সভায় জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সদস্যগণসহ বিভিন্ন শ্রেনীর ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

০৪-১০-২০২৩ তারিখ সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উন্নয়ন প্রচেষ্টার আয়োজনে (Rural microenterprise transformation project) এর আওতায় সরিষার নিরাপদ ভোজ্যতেল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সালেহ্ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃ

১৭/০৩/২০২৪ তারিখে সুযোগ্য মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ২৯ টি কৃষি পণ্যের মূল্য তালিকার কপি ব্যবসায়ী সমিতির কাছে বিতরন এবং সকল ব্যবসায়ীকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প্রাঃ) সাতক্ষীরা, তিনি উদ্যোক্তাগণের সরিষার নিরাপদ ভোজ্য তেল সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন বাজারে বাজার সংযোগের বিষয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের সাতক্ষীরা জেলা সফরঃ-

২৪/১১/২৩ খ্রি. তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ মাসুদ করিম মহোদয় সাতক্ষীরা জেলা সফর করেন। এ সময় মহোদয়কে জেলা প্রশাসন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় । নির্মাণাধীন অফিস প্রাঙ্গনে "কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা, অফিস প্রাঙ্গনে তালের চারা রোপন এবং কৃষকদের মাঝে তালের চারা বিতরণসহ নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জনাব মইনুল ইসলাম মঈন), নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ (জনাব সাকিউল আজম), নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (শাহনেওয়াজ তানভীর)। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহকারী কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।

১০/১২/২০২৩ তারিখ পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল এবং পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সমন্বয়ে ভোমরা স্থলবন্দরে পেঁয়াজের গোডাউনে এক যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল্লাহ আল আমিন এবং এস. এম. আকাশ। কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর ১৯ ধারার ১ এর (ঠ,ড) মোতাবেক কৃষি পণ্য সরবরাহে বাঁধা সৃষ্টি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপরাধে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতামূলক (৫০,০০০+২০,০০০)= ৭০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে সহায়তা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা(দা:প্রা:) ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক। উপস্থিত ছিলেন RAB, বি. জি. বি., পুলিশ বিভাগ ও আনসার বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুণ সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তিন ব্যাচে মোট ২৮০ জন চাষীকে হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি পিয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা হিসেবে কুমারখালী উপজেলায় দলভিত্তিক ১৫ জন সুবিধাভোগী চাষীদের মোট ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ টি পিঁয়াজ আধুনিক সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং চাষীরা গত মৌসুমে এসব ঘরে পিয়াজ সংরক্ষণ সুবিধা পেয়েছেন এবং পিয়াজের উচ্চ মূল্য পেয়ে লাভবান হয়েছে। আবার চলতি অর্থবছরে খোকসা উপজেলায় ২০ টি এবং কুমারখালী উপজেলায় আরো ১৫ টি পিয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মানের স্থান নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের এ প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার পিঁয়াজ উৎপাদন এলাকায় আরো পিঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে এবং বেশী চাষী ও উদ্যোক্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের অর্থায়নে ৪ তলা আধুনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। পিকাস পাইল স্থাপন ও মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন বেইজমেন্ট এর কাজ শুরু হবে। তবে অবিরাম বর্ষনে পানির জমাট বদ্ধ থাকায় কাজটি বিলম্বিত হয়েছে। ভবনটি নির্মিত হলে চাষী,ব্যবসায়ী,প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান,কৃষি উদ্যোক্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র বিমোচনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্টনার প্রকল্প কৃষি বিপণন অংগের খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ মাসুদ করিম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় ,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব সিফাত মেহনাজ বিভাগীয় উপপরিচালক (উপসচিব) মহোদয় ,খুলনা বিভাগ,খুলনা।

ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবসে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনার পক্ষ থেকে বিভাগীয় উপপরিচালক (উপসচিব) মহোদয় জনাব সিফাত মেহনাজ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মাসুদ করিম স্যারের খুলনায় আগমনে খুলনা সার্কিট হাউসে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনার পক্ষ থেকে ফুলেল

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গায় ২০/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ মাসুদ করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসচিব কম্পোনেন্ট পরিচালক, এসএসিপি

শুভেচ্ছা জানানো হয়। এসময় বিভাগীয়, জেলা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(বিপণন অংগ) ড. মোহাম্মদ রাজু আহম্মেদ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয় ড.কিসিঞ্জার চাকমা। এছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলার কৃষি বিপণন কর্মকর্তাগণসহ চেম্বার অব কমার্স এর সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী, কৃষক , উদ্যোক্তা ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় কৃষকরা কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মহাপরিচালক মহোদয় সমস্যার সমাধানমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কৃষক, ব্যবসায়ীদের ও উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা এবং মতবিনিময় করেন।

১৯/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার সরোজগঞ্জ এ জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং- এ এসএসিপি (ডিএএম অংগ) কর্তৃক আয়োজিত মেকানিক্স সভা বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ মাসুদ করিম এবং উপস্থিত ছিলেন উপসচিব কম্পোনেন্ট পরিচালক, এসসিপি (বিপণন অংগ) ড. মোহাম্মদ রাজু আহম্মেদ। পরিদর্শনকালীন সময়ে মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সরেজমিনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পযΠΠবেক্ষণ করেন।

২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এর ব্যবস্থাপনায় আসন্ন পবিত্র রমজানের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে চেম্বার, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃ প্রাঃ) সভাপতিত্ব করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা রোধ, পণ্যের কৃত্রিম সংকট রোধ, পণ্যে ভেজাল রোধ প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করা হয়। কৃষি বিপণন কমΠকর্তা (দাঃ প্রাঃ), চুয়াডাঙ্গা নৈতিকতা ও সততার সাথে ব্যবসা করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, বিপণন সম্পর্কিত কাযΠক্রমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করার কোনো বিকî নেই। আসন্ন পবিত্র রমজানের সময় ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ ছাড়াও কেউ যদি অতিরিক্ত দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবং কোন ব্যবসায়ী বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করে তার জন্য নজরদারী বাড়াতে হবে। সভাপতি বলেন, যদি কোনো ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ব্যবসার চেষ্টা করেন তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ড্রাইয়ার মেসিনের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তাকে সজিনা পাতা শুকানোর কৌশল শেখানো হচ্ছে।

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার সিদ্দি গ্রামে পেঁয়াজ/রসুনের আবাদী জমি পরিদর্শন ও উৎপাদন খরচ নির্নয়ের জন্য মাঠে উপস্থিত কৃষকের সাথে উঠান বৈঠক।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র, যশোর কর্তৃক নড়াইল কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়ে কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগনের প্রশিক্ষণের চিত্র।

বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা

২৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বাগেরহাট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে কৃষক,ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

মহাপরিচালক মহোদয় যদুনাথ স্কুল এন্ড কলেজ,বাগেরহাট এর মাঠে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে তালের চারা রোপন করেন।

ব্যবসায়ী ও আড়ৎদারদের উপস্থিতিতে অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়, উক্ত সভায় জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭/০৩/২৪ খ্রি: তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ২৯ টি কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্যে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভা করা হয়।

মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের গ্রীষ্মকালীন পেয়াজের মাঠ পরিদর্শন উপলক্ষে মেহেরপুর আগমন এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা:প্রা:) কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সচিব মহোদয় কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা:প্রা:), মেহেরপুর্।

ব্যাবসায়ী দের সাথে আলোচনা করা, কৃষি আইন বুঝিয়ে বলা।

কৃষকের বাজার,বারিনগর বাজার, সদর, যশোর

রাজশাহী বিভাগ

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ৮টি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ১০০ পদের বিপরীতে বর্তমানে ৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভূট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আম, লিচু পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ১৯৬টি মোবাইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যে অনেকটাই উর্ধ্বগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম

রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলায় ১১টি গুদামের মাধ্যমে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬৪ জন কৃষকের ৬৪০৪ কুইন্টাল শস্য গুদামে সংরক্ষণ এর বিপরীতে কৃষকদের মাঝে ১০৬.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা

কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপন ও গবেষণার লক্ষ্যে ২৪৩টি দৈনিক বাজারদর, ৫২টি সাপ্তাহিক বাজারদর, ১২টি মাসিক কৃষিপণ্যের গড় বাজারদর, ১২টি কোল্ডস্টোরেজ ও গুদাম তদারকি প্রতিবেদন, ০১টি রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য ও রপ্তানিকারকদের তথ্য, ০১টি জেলাভিত্তিক বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য চিহ্নিতকরণ প্রতিবেদন, ২৪৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের তুলনামূলক বাজারদর, ১২টি কৃষক প্রাপ্ত বাজারদর, ০৬টি কৃষিপণ্যের উপৎপাদন খচর ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য, ০৫টি ভেষজ উদ্ভিদ এবং অপ্রধান/অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের বাজারদর, ১২টি বাজার সংযোগ স্থাপন, ১৮৮০টি বাজার মূল্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ, ৪১৬টি বুলেটিন এবং ৭৬২৫টি বিপণন বিষয়ক প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এনসিডিপি কার্যক্রম

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি উপজেলায় ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটের বরাদ্দপ্রাপ্ত কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে ২৮টি মতবিনিময় সভায় করা হয়েছে এবং মার্কেটগুলো পরিচালনাপূর্বক ভাড়া বাবদ ১১৮৪৮৯৯/- টাকা রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক জমা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

এই অর্থবছরে ১৫৯ জন প্রশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী, ৪৮ জন বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাকে এবং ৩৮ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯ জন কৃষি ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন/জড়িত উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান এবং ১১ জন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী নারী উদ্যোক্তার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২৬ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী, কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিকে নিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের

ভূমিকা শীর্ষক লার্নিংসেশনে এর আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের অংশীজনের সাথে ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ইনোভেশন শোকেসিং

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক 'ইনোভেশন শোকেসিং' এ ৮ টি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগ কাঁচামরিচ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ উন্নয়নে কাজ করে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এই ইনোভেশন শোকেসিং সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা বগুড়ার উদ্যোগ।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ১৭৯২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৪৯৭৩টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়নপূর্বক ফি বাবদ মোট ৪৫০৩৬৩০/- টাকার রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক লার্নিংসেশন

০৯-০৬-২০২৪ তারিখে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে সভা

বিভাগীয় কমিশনার, ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর কর্তৃক ০৯-০৫-২০২৪ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা

০৯-৫-২০২৪ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে অভিযোগ প্রতিকার ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা

শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (উপসচিব) রাজশাহী কর্তৃক ০৭-০৫-২০২৪ তারিখ মোহনপুর উপজেলায় আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প হতে নির্মিত আলুর মডেল ঘর পরিদর্শন

শাহনাজ পারভীন সহকারী পরিচালক কর্তৃক ১১/০২/২০২৪ তারিখে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় নির্মিত বসতবাড়িতে পেঁয়াজ ও রসুনের সংরক্ষণাগার ঘর পরিদর্শন।

শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (উপসচিব) রাজশাহী কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কৃষক কর্তৃক আমের ভেল্যু এডিশন সংক্রান্ত "ফজলি ফজলি: উদ্যোগ পরিদর্শন

৩০-০৫-২০২৪ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে কর্মশালা

মোছাঃ তাছলিমা খাতুন উপপরিচালক (উপসচিব) কর্তৃক ১১/১১/২০২৩ তারিখে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায়, বিলাশবাড়ি ইউনিয়নের, মহিষপুর গ্রামে আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প হতে নির্মিত আলুর মডেল ঘর পরিদর্শন

রাজশাহী বিভাগ কর্তৃক কাঁচামরিচ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ উন্নয়নে কাজ করে প্রথম স্থান অর্জন।	

বরিশাল বিভাগ

পটভূমিঃ বাংলার ভেনিস হিসেবে পরিচিত বরিশাল বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিনে অবস্থিত। প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, শস্য, ও মৎস্য প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই জনপদ বৈদেশিক বণিকদের কাছে পরিচিত ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নামে। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট। প্রাচুর্যময় নানা জমিদারি স্থাপনার চিহ্ন বহনকারী এ অঞ্চল ০৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ, নদী, দর্শনীয় স্থান ও সমুদ্রের কোলঘেষা পর্যটন কেন্দ্র সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃত যেন তার আপন হাতে সাজিয়েছে এ অঞ্চলকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা ও শস্য গুদামের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে বিস্তৃত। প্রতিদিন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন বাজার সমূহে সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক বাজারদর ও সাপ্তাহীক বুলেটিন অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন। এ ছাড়া কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ও কৃষি ভিওিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তগণকে উদ্বুদ্ধকরণ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৬০ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। **বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ০৬ টি জেলার প্রধান বাজারসমূহের কৃষিপণ্যের ০৬ টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে এবং বিভিন্ন দোকানসমূহে মূল্য তালিকায় নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

সচিব মহোদয় বরিশাল আগমণ উপলক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশালের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কাজে সহায়তা করছেন উপপরিচালক মহোদয় এবং সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, বরিশাল

বাজার সংযোগ স্থাপনঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পিঁয়াজ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের মধ্যে পিঁয়াজ পৌছে দেয়া ও সরাসরি পিঁয়াজ ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং পিঁয়াজ পরিবহনের সুবিধার জন্য পিঁয়াজ পরিবহনকারী ট্রাক ও ট্রলারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার লাগানো হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময় ভোক্তারা যাহাতে সহনীয় মূল্যে চাল ক্রয় করতে পারে তার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের আওতাধিন ০৬টি জেলার বাজার কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পিঁয়াজ বাজার মনিটরিং করেছেন। **শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠী জেলায় বর্তমানে ০১ টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৪ জন কৃষকের ৯.৬০ টস খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৬০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **পাইকারী বাজার অবোকাঠামোঃ**

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪ টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৭৫,৯২৫ (পঁচাত্তর হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা কর্তৃক বরিশাল জেলায় আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৩৮ টি বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। ১২০ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষি পণ্য সংগ্রহত্তোর সর্টিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪৬ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্যঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৪৫৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩২৫৬ টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২০,৮৩,১০০ (বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশত) টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কাযক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঝালকাঠি জেলা কর্তৃক ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ

অভিযোগ বাক্স স্থাপনঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে দৃশ্যমান স্থানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয় এবং অনুসরণে বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য জেলা সমূহেও অনুরুপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগের

রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে ঐতিহ্যবাহী জনপদ। এই বিভাগের ভৌগলিক অবস্থান ২৫ ডিগ্রী ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ৮৯ ডিগ্রী ০০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। **বাংলাদেশের 8 টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম রংপুর। তিস্তা, ব্রক্ষপুত্র, করতোয়া, আত্রাই বিধৌত প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক-বাহক রংপুর বিভাগ বর্তমানে উদ্বৃত্ত খাদ্যের ভান্ডার। 8 জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট , নীলফামারী,দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এবং 58 উপজেলা ও 1663 টি ব্লক নিয়ে রংপুর বিভাগের কৃষি অঞ্চল গঠিত। এ বিভাগে প্রায় সব ফসলই ফলে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ধান, গম, আলু, পাট এবং আম ও লিচু। রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম দেশের গন্ডি পেরিয়ে ইতোমধ্যে বিদেশেও পরিচিতি পেয়েছে।** উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ, বহমূখী ব্যবহার ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ বিভাগের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। রংপুর বিভাগের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ ,ঋণ প্রদান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারণার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ ,রংপুর।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের কার্যক্রম :

১. **বাজার তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** রংপুর বিভাগের **8 জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট , নীলফামারী,দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়)** কার্যালয় হতে নিয়মিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজারদর সংগ্রহপূর্বক দৈনিক ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।2023-2024 অর্থ বছরে রংপুর বিভাগ হতে 1982টি দৈনিক বাজারদর ওয়েব সাইটে আপলোড এবং 419 টি সাপ্তাহিক বাজারদর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রংপুর বিভাগের আওতাধীন 110 টি হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর মজুদ ও খালাসের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে প্রধান কর্যালয়,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.মার্কেট ভাড়া ও লাইসেন্স প্রদান বাবদ রাজস্ব আদায়: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় এনসিডিপি ও পাবা প্রকল্পের মাধ্যমে এ বিভাগে মোট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ১টি পাবা মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত মার্কেট সমূহ হতে ভাড়া বাবদ হতে জুলাই ২০23 থেকে জুন ২০24 খ্রি পর্যন্ত সর্বমোট 7,০৬,700/- টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে । রংপুর বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ৮২টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ হতে কৃষি পণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার,হিমাগার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি পণ্যের ব্যবসায় এর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০23-24 অর্থ বছরে এ বিভাগের

০৮টি জেলা কার্যালয় হতে মোট ১800 টি লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন নবায়ন করা হয়েছে এবং ফি বাবদ সর্বমোট 13,68,915/- টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ।

3. উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংক্রান্ত: ক্রপ ক্যালেন্ডার মাট্রিক্স অনুযায়ী ২০২3-২4 অর্থ বছরে বিভাগের আওতাধীন **রংপুর জেলা হতে ১৮ টি , গাইবান্ধা জেলা হতে 14টি, কুড়িগ্রাম জেলা হতে 16 টি, লালমনিরহাট জেলা হতে 16 টি , নীলফামারী জেলা হতে ১২ টি ,দিনাজপুর জেলা হতে ১১ টি ,ঠাকুরগাঁও জেলা হতে 15 টি এবং পঞ্চগড় জেলা হতে ২৪ টি** ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

4. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন: বিভাগের আওতাধীন কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকতা/ কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচারকৌশল,চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও ডি নথি বিষয়ে ২০২3-২4 অর্থ বছরে ৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে তাদের যোগ্য করে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিভাগীয় কার্যালয়।

২০২3-২4 অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা কার্যালয় হতে আলুর বহুমূখী ব্যবহার সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলা কৌশল বিষয়ক ৯৯ ব্যাচে 2970 জন কৃষক/কৃষাণী কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক 28 ব্যাচে 700 জন উদ্যোক্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর ও বোদা পঞ্চগড় কর্তৃক ২০২3-২4 অর্থ বছরে 14 ব্যাচে 420 জন কৃষক/কৃষাণী/উদ্যোক্তা কে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল, ভ্যালু চেইন,রপ্তানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক অয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পঞ্চগড় জেলার টমেটো চাষী,ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণের প্রশিক্ষণে কথা বলছেন মহাপরিচালক মহোদয়

রংপুরে আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে কথা বলছেন মহাপরিচালক মহোদয়

কুড়িগ্রামে আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে কথা বলছেন উপপরিচালক মহোদয়

5. শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম: রংপুর বিভাগের আওতাধীন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর কার্যালয় হতে 35 টি গুদামের মাধ্যমে কৃষকদের শস্য জমা রাখার সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২3-২4 অর্থ বছরে উল্লেখি গুদামসমূহে 1142 জন কৃষক শস্য সংরক্ষণ করেন এবং শস্য জমার পরিমাণ ছিলো 1999 মে: টন যার বিপরীতে কৃষকদের 289 লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এছাড়াও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR),শস্য জমা ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক 6 ব্যাচে 168 জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দিনাজপুর জেলার কদমতলী গুদাম এর কার্যক্রম পরদির্শন করেন রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক মহোদয়

দিনাজপুর জেলার বোর্ড স্কুল গুদাম এর শস্য জমার কার্যক্রম পরদির্শন করেন রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক মহোদয়

৬. বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী : রংপুর বিভাগে চলমান আলুর বহুমূখী ব্যবহার,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮ টি জেলায় ২০২3-২4 অর্থ বছরে 122 টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মান করা হয়েছে যেখানে 3660 জন কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও তাদের আলু সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা এবং গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং 99 টি মাঠ দিবস আয়োজনের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। রংপুর,দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ , প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪ টি সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় ১২ টি মার্কেট এ্যাক্টর্স বিজনেস স্কুল গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের GAP এবং IPM বিষয়ে ToT প্রদান করা হয়েছে। আলুর বহুমূখী ব্যবহার,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রংপুর কৃষি বিপণন ভবন এর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (5ম তলা) কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আলুর বহুমূখী ব্যবহার,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভাগের ৮ টি জেলায় ২০২3-২4 অর্থ বছরে 34 জন উদ্যোক্তাকে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

“আলুর বহুমুখী ব্যবহার,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় রংপুরে নির্মিত অহিমায়িত মডেল ঘর পরিদর্শন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম ।

কৃষি বিপণন ভবন এর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (5ম তলা) কাজ পরদির্শন করেন রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক মহোদয়

পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় GAP এবং IPM বিষয়ে ToT তে কথা বলছেন অধিদপ্তরের পরিচালক মহোদয়

রংপুর জেলার সদর উপজেলার পালিচড়ায় নির্মিত টমেটো সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়

রংপুরে উদ্যোক্তাকে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা প্রদান করছেন মহাপরিচালক মহোদয়

7.কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে গৃহীত কার্যক্রম: রংপুরের বিখ্যাত হাড়িভাঙাগা আম এর সুষ্ঠু বিপণন ও পরিবহন নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের সহিত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর। এছাড়াও দিনাজপুর জেলায় উৎপাদিত টমেটো বিপণনে কৃষকদের বাজারকারবারিদের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি কৃষি পণ্যের সাপ্লাইচেইন স্বাভাবিক রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর। বিভাগের ৮ টি জেলার মাধ্যমে ২০২3-২4 অর্থ বছরে 79 জন কৃষক কে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে ২০২3-২4 অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে 06 টি অংশীজনের সহিত সভা এবং 10টি কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আহবান করে সংকট সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

দিনাজপুরের টমেটো চাষীকে কে বাজার সংযোগ করে দেয়ার সময় উপস্থিত বিভাগীয় উপপরিচালক মহোদয়

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকগণের সহিত সভা

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে কুড়িগ্রাম জেলায় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা

দিনাজপুর সাতনালা এলাকা কার্যালয়ে অংশীজনের সহিত সভা

৪. কৃষকের বাজারঃ''জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচী'' এর আওতায় বিভাগে ০৪ টি কৃষকের বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৪ টি বাজারের মাধ্যমে কৃষক সরাসরি তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট দর কষাকষির মাধ্যমে বিক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

9. কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ: রংপুর বিভাগে আলু ও টমেটোর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮ টি জেলায় ২০২3-২4 অর্থ বছরে 55 টি কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন এর আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি পণ্যের বিপণন ও প্রচার এর লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয় সমূহ ২০২3-২4 অর্থ বছরে 20 টি বিভিন্ন মেলা /প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং অধিদপ্তরের কর্মকান্ড জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

হাঁড়ি ভাঙা আম মেলা ও প্রদর্শনী ২০২৪ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুরের স্টল

রংপুরে আলুর বহুমুখী ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুকিং ডেমোন্ট্রেশন

কুড়িগ্রামে আলুর রকমারি খাদ্য প্রদর্শনী

রংপুর টাউন হল মাঠে আলুর রকমারী খাবারের প্রদর্শনী মেলা

10. মোবাইল কোর্ট ও বাজার অভিযান: সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হলে তা বাস্তবায়নে বিভাগীয় কার্যালয় হতে ব্যাপক প্রচার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয় সমূহ ২০২3-২4 অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-2018 অনুযায়ী 11৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে।

কুড়িগ্রামে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-2018 অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সহকারী কমিশনার ভূমি এর সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-2018 অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

রংপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-2018 অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

11.শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কার্যক্রমঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে 2023-2024 অর্থ বছরে নৈতিকতা কমিটি গঠন পূর্বক ৪ টি সভা ,সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সাথে ২ টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ 3 জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার 2023-2024 প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ে 06/05/2024 তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং -2024 এর প্রদর্শনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগ 3য় স্থান অর্জন করেছে।

ইনোভেশন শোকেসিং -2024 এর প্রদর্শনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগ এর 3য় স্থান অর্জন

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ০২টি সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, ০২টি কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, শস্য ঋণ কার্যক্রমের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ০১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ৪টি জেলায় সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছে। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমের সহায়তা এবং এই বিভাগ ও বিভাগের ৪টি জেলা সমূহের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৫৭ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৩৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রহরী ০৪ জন রয়েছে।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ ও ক্যামিকেলযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ৪০ টি মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য আইনে ১২০ টি ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছেন । প্রতিদিনের বাজারমূল্য ক্রেতা বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারে ৪টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড ও সদর বাজার সহ জেলার বিভিন্ন বাজারে মূল্য তালিকা বোর্ডে স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কোন অসাধূ ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রেতা সাধারণের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের হিমাগার, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুতদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৪টি জেলায় জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১৫৫ টি নতুন লাইসেন্স এবং ১৪২৩ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে । লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৯ লাখ ৫১ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে । ৪টি জেলায় ৬১টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

মোবাইল কোর্টঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এই বিভাগের অধীন ১৬০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩,৫৭,৭০০ /- (তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি জেলায় ১৩টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২৬০০ জন কৃষকে প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

কৃষকের বাজারঃ কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ময়মনসিংহ জেলায় ০১টি কৃষকের বাজারের অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পাইকারী বাজার অবকাঠামো (এনসিডিপি) এর কার্যক্রমঃ শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জয়বাংলা বাজারের ২৪টি স্টলের ১,৭০,৮৫০/- (এক লক্ষ সাত্তর হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের ৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, APAMS সফটওয়্যার এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপনঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক ০৩টি জেলায় নেত্রকোনা ০৯ টি, শেরপুর ০৪টি ও ময়মনসিংহ ১০টি মোট ২৩টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ স্থাপনঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৮ জন কৃষককে বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক ০৪ টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশ গ্রহণে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ০২টি সভা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ০১টি শুদ্বাচার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং উত্তম কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা সনদ ও ক্রেষ্ট দেয়া হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবপোর্টালসহ দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ময়মনসিংহ বিভাগে আঞ্চলিক বিপণন বিষয়ক কর্মশালা

ময়মনসিংহ বিভাগে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের নিমিতব্য কাজ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা

মহাপরিচালক মহোদয় শেরপুর জেলায় শগঋক এর কামারেরচর গুদাম পরিদর্শন

ময়মনসিংহ জেলায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা সভা।

মহাপরিচালক মহোদয় শেরপুর জেলার অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জায়গা পরিদর্শন

মহাপরিচালক মহোদয় ময়মনসিংহে কৃষি বিপণন আইন ও বিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রখান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহন

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ময়মনসিংহ কর্তৃক বানিজ্যিক ও রফতানীমুখী কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ময়মনসিংহ সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কার্যালয় হতে কৃষি উদ্যোক্তাদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

ময়মনসিংহ বিভাগের ২০২৩–২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরন

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে উৎপাদন খরচ ও মূল্যবৃদ্ধিতি নির্নয় এবং বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একটি বিভাগ। বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে পাহাড়, নদী, সমুদ্র, সমতলবেষ্টিত চট্টগ্রাম বিভাগ বৃহত্তম। এ বিভাগের প্রতিটি জেলাকে প্রকৃতি আপন হাতে সাজিয়েছে তার মূল্যবান সম্পদ দ্বারা। ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্দর, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের কারনে এ বিভাগ স্বতন্ত্র। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের রাজধানী নামে খ্যাত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলায় বিস্তৃত। প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন।

কৃষকের বাজার ও জিরো এনার্জি কুল চেম্বারঃ

কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ টি জেলায় কৃষকের বাজার অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে। জেলা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এ বাজার মনিটরিং করছেন। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গূরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। কৃষি বিপণন জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মান করে স্বল্পমেয়াদে বিনা খরচে কৃষকের পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় জিরো এনার্জি কুল চেম্বার

চট্টগ্রামের বায়োজিদ এ অবস্থিত কুল চেম্বার

বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ১১ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বাজার মনিটরিং

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় বাজার মনিটরিং

মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপনঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলার বড় বড় বাজারে সদর দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। জনসাধারণ ও কৃষক এ মূল্য তালিকা বোর্ড হতে মূল্য সহায়তা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এটি কৃষিপণ্য বিপণনে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক অবদান রাখছে।

রাঙামাটি জেলার মূল্য তালিকা বোর্ড

কক্সবাজার জেলার মূল্য তালিকা বোর্ড

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে ৪০ জন কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১৩ জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২৪০ জন। এ ছাড়া এ অর্থ বছরে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় পোস্টহার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রামের উদ্যোগে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরন, বিপণন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরন প্রশিক্ষণ

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪৩৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। নন ট্যাক্স রেভিনিউ বাবদ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা টার্গেটের বিপরীতে উক্ত বিভাগ ৫১.০০ লক্ষ টাকা আদায় করেছে যা লক্ষমাত্রার চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি। উক্ত রাজস্ব যথারীতি সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

অনলাইনে লাইসেন্স সেবাঃ

উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে সকল জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। এ কার্যক্রমের ফলে কৃষি বিপণন লাইসেন্স পেতে গ্রাহকের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যাবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ বাজারে কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে উক্ত বিভাগে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিজস্ব ও অন্যান্য আইনে অত্র বিভাগে ৯৮ টি

মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ফেনী জেলার মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

বান্দরবান জেলার মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৫ জন কৃষক কে বাজার সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাজার সংযোগ বিষয়ে কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তাদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলার বাজার সংযোগ এর স্থিরচিত্র

ইনোভেশন কর্মসূচীঃ

চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের শহরের বিভিন্ন সুপারশপে কৃষিপণ্য বিক্রির সংযোগ সৃষ্টির ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ পর্যায় থেকে নতুন নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করার কাজ চলমান আছে। **নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ**

২০২২-২৩ অর্থবছরে উক্ত বিভাগে রাজস্বখাতের আওতায় ১৪ জন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এএসিপি প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু নারী উদ্যোক্তা কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। **ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণঃ**

এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় কৃষিপণ্য বিপণন, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ করা হয়।

মিরসরাই উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন

ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস নির্মাণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। চাঁদপুর জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নির্মানাধীন ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস ভবন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নির্মানাধীন ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস ভবন পরিদর্শন করেন উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

সিলেট বিভাগ

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪(চার)টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীন ০৪(চার)টি জেলা অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা www.dam.gov.bd সাইটে আপলোড করে আসছে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগী/ জেলা কার্যালয়সমূহে বর্তমানে ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০৭ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষিপণ্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন এবং ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভবনা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাজার তদারকি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ০৪(চার)টি জেলা অফিসের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯৯ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ মোতাবেক ৪৮৬,৫০০.০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের অধীন সকল জেলা অফিসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অত্র বিভাগের অধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৮ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। কৃষক বিপণন দলের সদস্যদের পর্যায়ক্রমে পণ্যের

গ্রেডিং, সর্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪(চার)টি জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যারয়ের মাধ্যমে মোট ৩৭ জন প্রান্তিক কৃষককে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ঃ

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্ত ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ১০,৩২,২০০.০০ টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের নতুন নতুন ব্যবসায়ীকে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে APAMS সফটওয়্যার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মোট ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রসেসিং সেন্টারঃ উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এ অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১৫ জন কৃষি উদ্যোক্তাকে কারিগরি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কৃষক/ব্যবসায়ীকে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের আওতায় সিলেট বিভাগয় কার্যালয় ও অধীনস্থ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ০৩(তিন)জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মামনা সনদ, ক্রেষ্ট ও ০১ (এক) মাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে অফিসের কর্মপরেবশ উন্নয়ন করা ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত তথ্যাদি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ সটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪ টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১২৬৭টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ২৯২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

এ্যাসেম্বল সেন্টার সংক্রান্ত কর্যক্রমঃ

সিলেট বিভাগের অধীনে (১) সিলেট জেলার পুরাতন পুরকায়স্থ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার (২) হবিগঞ্জ জেলার পানিউমদা বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার, (৩) মৌলভীবাজার জেলার রানীর বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার ও (৪) সুনামগঞ্জ জেলার পলাশ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। বিভাগীয় উপপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪টি

এ্যাসেম্বল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এসম্বল সেন্টার কেউ যাতে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে জন্য প্রতিটি এ্যাসেম্বল সেন্টারে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি এ্যাসেম্বল সেন্টারে বিক্রি করতে পারছে এবং লাভবান হচ্ছে। এছাড়াও নিয়মিত এসেম্বল সেন্টার পরিদর্শনসহ কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জিরো এনার্জি কুলচেম্বার স্থাপনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক জিরো এনার্জি কোল্ড চেম্বার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সুনামগঞ্জ জেলায় কৃষকের বাড়ির আঙ্গিনায় ০৮টি জিরো এনার্জি কুলচেম্বার স্থাপিত হয়েছে। জিরো এনার্জি কুলচেম্বারে কৃষক তাদের উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপনঃ

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্য তালিকা বোর্ড সিলেট বিভাগের প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের মেইন ফটক/ বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টাঙ্গানো/স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্থবছরের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ,মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় ১২০ টি মূল্য তালিকা বোর্ড টাঙ্গানো/স্থাপন করা হয়েছে।

অংশীজনের সাথে আয়োজিত সভাঃ

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী ও কৃষি নিয়ে কাজ করে (এনজিও/কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা/আড়তদার/মজুতদার/পাইকারী বিক্রেতা/কমিশন এজেন্ট) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিতভাবে সভা/মতবিনিময় সভা আয়োজন করে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ,মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় মোট ৩৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভাঃ

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা/ বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা/ কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন/অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় একটি করে মোট ০৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

সিলেট বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব মীর এনামুল ইসলাম, মৌলভীবাজার জেলা সদর কৃষিপণ্যের বাজারে মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করেন।

কৃষি বিপণন ভবন-এর অফিস আঙ্গিনায় রোপনকৃত তালগাছের পরিচর্যা করেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম
উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন কৃষক মোঃ আব্দুল হক-এর বাড়ীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত জিরো এনার্জি কুলচেম্বার পরিদর্শন করেন জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সুচনা কালেকশন পয়েন্ট -এর বাজার সংযোগ স্থাপন উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা, রানীর বাজার এসেম্বল সেন্টার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত **"জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটি"র** সভার স্থিরচিত্র।

সুনামগঞ্জ জেলার সদর বাজারে চাউলের আড়তে কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত মোবাইল

কোর্ট।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্টনার প্রকল্পের আওতায় কৃষি বিপণন ভবন সিলেট-এ অনুষ্ঠিত ১৩-১৭ মে,২০২৪ ০৫(পাঁচ)দিন ব্যাপী প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্টনার প্রকল্পের আওতায় হোটেল গ্রান্ড নুরজাহান-এ বিগত ২৪ মার্চ,২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক বিপণন বিষয়ক কর্মশালায় কৃষি উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদর্শিত উন্নতমানের বেগুন নিবিড়ভাবে অবলোকন করছেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম মহোদয়।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্টনার প্রকল্পের আওতায় কৃষি বিপণন ভবন সিলেট-এ অনুষ্ঠিত ১৩-১৭ মে,২০২৪ ০৫(পাঁচ)দিন ব্যাপী প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এর মেইন ফটকে গ্রুপ ছবি।

কৃষি বিপণন ভবন সিলেট-এর বিগত ১৫.০৭.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে নারী উদ্যোক্তাদের সাথে গ্রুপ ছবিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম মহোদয়ের

কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এর সম্মেলন কক্ষে জনাব মীর এনামুল ইসলাম উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এর চাকুরি হতে অবসর জনিত বিদায় অনুষ্ঠানে ওয়ালম্যাট প্রদান করছেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম মহোদয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত ক্রেষ্ট প্রদান করছেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে সেরা নির্বাচিত জেলা অফিসসমূহকে ক্রেষ্ট প্রদান করেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

বিগত ১১ মে, ২০২৪ তারিখে কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এ অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ফিট দ্যা ফিউচার এর যৌথ আয়োজনে কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বিষয়ক অবহিতকরণ প্রশিক্ষণের গ্রুপ ছবি।

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় মৌলভীবাজার কর্তৃক আয়োজিত জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম মহোদয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড, উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত ভুট্টা বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিক্রির করার স্থিরচিত্র। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব মীর এনামুল ইসলাম স্যার।

অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ

অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-২য় সংশোধিত) (বিপণন অংগ)

১.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
২.	**বাস্তবায়নকাল**	:	১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৬			
৩.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	২৭৫ কোটি ৯৫ লক্ষ			
৪.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি ও IFAD			
৫.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**	:	**মুল উদ্দেশ্যঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।			
			সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২) ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন; খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্টহারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; গ) নারী ও যুবকদের আয়বর্ধন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন।			
৬.	**প্রকল্প এলাকা**	:	নির্বাচিত ২০টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, রাজবাড়ী, জামালপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা) মোট ৯০টি উপজেলা।			
৭.	**প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি**	:	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			২৭৫৯৫.০০	৪৬৫০.০০	৪০১৬.৪৮ (৮৬.৩৮%)	১৩৭১৬.৭৭ (৪৯.৭১%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ১০,০০০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯,৪০০ ব্যাচ;
(৩) উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ৮৬০ ব্যাচ
(৪) উদ্যোক্তা তৈরি (ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে)- ৫৭০ টি এন্টারপ্রাইজ;
(৫) নারী ও যুবকদের জন্য স্টার্ট-আপ প্যাকেজ- ৫৬টি
(৭) ফার্মার্স হাব- ১৪ টি

২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১০৫টি কর্মশালার মধ্যে ৫৮টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ১০,০০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৭১৪৭ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৯০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৯৪০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৬৪৪৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) প্রকল্পের আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মাশরুম চাষ ও ব্যবস্থাপনা, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ও মেকানিক সার্ভিস বিষয়ক মোট ১৪০ ব্যাচ উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন- জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, সাউথ এশিয়া এগ্রো ফুড প্রোডাক্ট, কৃষি বাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে।
(৬) ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ৫৩৪ জন কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে ২১৩টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণ করা হয়েছে।
(৭) প্রকল্পের রেইন্স অংশের আওতায় ৪০ জন নারী উদ্যোক্তাদের অস্থায়ী নারী বাজার স্থাপনে বিনামূল্যে ভ্যান, ওয়েইং মেশিন, সিলাম মেশিন, প্লাস্টিক ক্রেট, ফ্লোর ম্যাট সরবরাহ করা হয়েছে।
এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্রঃ

লক্ষীপুর, মঙ্গলবার
৭ মার্চ ২০২৩ ইংরেজী
২২ ফাল্গুন ১৪২৯ বাংলা
১৪ শাবান ১৪৪৪ হিজরী

দৈনিক মুক্তবাঙালি
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

আসুন ভেজালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

কমলনগরে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ১৫'শ কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার: কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উন্নয়ন আনতে লক্ষীপুরে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস এবং প্রাথমিক সংগ্রহত্তোর প্রক্রিয়াজাত বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ১৫'শ কৃষক। গত ২৬ফেব্রুয়ারী থেকে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট(এসএসিপি) এর আওতায় কমলনগর উপজেলা হলরুমে এ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার ও ইফাদ এর যৌথ অর্থায়নে কমলনগর উপজেলার প্রত্যান্ত কৃষকরা এ প্রশিক্ষণ পাবে। যার সহযোগিতায় রয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

জানা যায়, চলমান এ প্রশিক্ষণে প্রতিদিন ২৫জন করে প্রান্তিক কৃষক অংশগ্রহন করে। এতে ২মাসে ১৫'শ কৃষক এ প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে। প্রতিদিন কৃষকদের ৫টি সেশানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার মধ্যে রয়েছে কৃষি বিপণন এবং এর উদ্দেশ্য, কৃষি ব্যবসার মূল ভিত্তি

৩-এর পাতায় দেখুন

"Carbon Trading in Agriculture: New Earning Scope in Bangladesh"
বিষয়ক কর্মশালা
পটুয়াখালী

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্রঃ

কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প
২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	৩০/১২/২০২১খ্রিঃ
৫	মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৬।	প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬পর্যন্ত।
৭।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	১০৮০.০০ লক্ষ টাকা
	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	১০৭৫.২৩ লক্ষ টাকা ৯৯.৫৩% ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৮।	জুন,২০২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৯১১.৩৯ লক্ষ টাকা
	ক) আর্থিক অগ্রগতি	৭৫%
	খ) ভৌত অগ্রগতি	৭৬%

১.৪। প্রকল্প এলাকাঃ ০৩টি বিভাগের ০৭টি জেলার ১২টি উপজেলা ।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
ঢাকা	ঢাকা	প্রকল্প সদর দপ্তর
	ফরিদপুর	সালথা, নগরকান্দা
	রাজবাড়ি	বালিয়াকান্দি, কালুখালি
খুলনা	মাগুরা	শ্রীপুর
	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা
	কুষ্টিয়া	কুমারখালি
রাজশাহী	রাজশাহী	বাগমারা, দূর্গাপুর
	পাবনা	সাঁথিয়া, সুজানগর, চাটমোহর

১.৫ প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলীঃ

- কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ১০%-১৫% কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫%-৩০% পঁচনশীলতা রোধ করে স্থানীয় ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুদ গড়ে তোলা।
- আমদানী নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০০টি সংরক্ষণ ঘর এবং ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা।
- ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অর্জন
০১	১৬৭ টি পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ করা	১৬৭ টি পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
০২	০১ টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা	২০১৮ সালের রেট সিডিউলের কারণে টেন্ডার আহবান করার পরেও কোনো ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে নাই। ফলে এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই।
০৩	পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘরের সামগ্রী ক্রয় করা ১. নরমাল সাইনবোর্ড-১৬৪টি ২. ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র -১৬৪ টি ৩. আদ্রর্তামাপক যন্ত্র-১৬৪টি ৪. বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ-১৬৪ টি ৫. ত্রিপল/সর্টিং ম্যাটস-১৬৪টি ৬. বৈদ্যুতিক পাখা-৯৮৪ টি	পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘরের সামগ্রী ১. নরমাল সাইনবোর্ড-১৬৪টি ২. ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র -১৬৪ টি ৩. আদ্রর্তামাপক যন্ত্র-১৬৪টি ৪. বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ-১৬৪ টি ৫. ত্রিপল/সর্টিং ম্যাটস-১৬৪টি ৬. বৈদ্যুতিক পাখা-৯৮৪ টি
০৪	২০৭০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	২০৭০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও মতবিনিময়ের কিছু স্থির চিত্রঃ

ফরিদপুর জেলার সালথায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন এবং উপকারভোগী ও স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘর পরিদর্শন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

০১.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)**			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট: ১৮৩৯৯ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি: ১৮৩৯৯ লক্ষ টাকা			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা; প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ: ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ; খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপন্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপন্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা ও শাক-সবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি। ঘ) উৎপাদিত কৃষিপন্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা। ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমন। গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	নির্বাচিত ৩৫ টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ও আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত
			১৮৩৯৯.০০	৩১৪৪.০০	১৮৩০.৩৯ (৫৮.২১%)	৬৪৩৬.৬৪ (৩৪.৯৮%)

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

১। প্রকল্পের আওতায় ২১ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মানের জন্য ভূমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণ;

২। প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ;

৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬ টি উপজেলায় ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ;

৪। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ ব্যাচে ৩৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৫। ৬২ ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬। ১২ টি জেলায় পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপন;

৭। জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন;

৮। ১ টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা।

বার্ষিক প্রতিবেদন

আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও
বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

১। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।

১.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
২.	**বাস্তবায়নকাল**	:	১লা জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬।
৩.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৪২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা।
৪.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি।
৫.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**	:	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা। **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** ১) বসতবাড়ীর উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন ও আরসিসি পিলার দ্বারা৪৫০ টি(২৫′×১৫′) আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা; ২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; ৩) আলু সংরক্ষণ ও উন্নত বিপণন কলা কৌশল,বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; ৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা;
৬.	**প্রকল্প এলাকা**	:	

অঞ্চল	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা
১	৩	৫
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
	মুন্সিগঞ্জ	সদর, টংগীবাড়ি, শ্রীনগর,রাজদিখান ও লৌহজং
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ
কুমিল্লা	কুমিল্লা	সদর, সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি, বুড়িচং, চান্দিনা ও বড়ুরা
	চাঁদপুর	সদর, মতলব দক্ষিণ, হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ
রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর,পীরগাছা, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, সদর, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ
	কুড়িগ্রাম	সদর, রাজারহাট, ফুলবাড়ি ও উলিপুর
	নীলফামারী	সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ
রংপুর	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্ল্যাপুর, সুন্দরগঞ্জ ও পলাশবাড়ি

				লালমনিরহাট	সদর, আদিতমারী ও কালিগঞ্জ।

অঞ্চল	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা
১	৩	৫
দিনাজপুর	দিনাজপুর	সদর, চিরিরবন্দর, বীরগঞ্জ, বিরল, খানসামা ও বোঁচাগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী ও রাণীসংকৈল
	পঞ্চগড়	সদর, দেবীগঞ্জ, বোদা ও আটওয়ারী
রাজশাহী	রাজশাহী	তানোর, বাগমারা, মোহনপুর, পবা ও দূর্গাপুর
	নওগাঁ	সদর, বদলগাছী, মহাদেবপুর ও ধামুইরহাট
বগুড়া	বগুড়া	সদর, শাহজাহানপুর, নন্দীগ্রাম, দুপঁচাচিয়া, শিবগঞ্জ, কাহালু ও আদমদিঘী
	জয়পুরহাট	সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি ও আক্কেলপুর
৭ টি অঞ্চল	**১৭ টি জেলা**	**০২ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭৬ টি উপজেলা**

৭।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	:	১৮৯৯.০০ লক্ষ টাকা
	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয়	:	১৮৬৩.২৫ লক্ষ টাকা ৯৮.১২%; ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৮।	জুন, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	২৭৬৬.৪৩ লক্ষ টাকা
	ক) আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৪.৬৯%
	খ) ভৌত অগ্রগতি	:	৮০%

<u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ</u>

(১) কৃষক বিপণন দল গঠন করে তাদেরকে আলুসহ অন্যান্য সংরক্ষণযোগ্য কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে আলু চাষীদের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রকল্পের এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী উপজেলাসমূহে বাঁশ, কাঠ, ইট, টিন ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৪৫০টি ২৫'×১৫' সাইজের মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে।
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (আলু সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক)- ৪৫০ ব্যাচ (১৩,৫০০ জন);
(৩) উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (আলুর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক)-১২০ ব্যাচ (৩৬০০ জন);
(৪) কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ-৮০ ব্যাচ (২৪০০ জন);
(৫) কর্মকর্তাদের-প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)-১৬ ব্যাচ (৪৮০ জন);
(৬) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নকারী উদ্যোক্তাগণের মাঝে-২১৬ সেট আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী বিতরণ।
(৭) কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ- ৮১টি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অর্জন
০১	প্রকল্প এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী উপজেলাসমূহে ৪৫০টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ।	রংপুর বিভাগের ০৮ টি জেলায়, রাজশাহী বিভাগের ৪ জেলায় ও ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় এবং কুমিল্লা জেলায় মোট ৪২২টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে;
০২	কৃষক প্রশিক্ষণ (আলু সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক)- ৪৫০ ব্যাচ (১৩,৫০০ জন);	কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে- ২৫৩ ব্যাচ (৭৫৯০ জন)
০৩	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (আলুর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক)-১২০ ব্যাচ (৩৬০০ জন);	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে- ৭১ ব্যাচ (২১৩০ জন)
০৪	রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ-৩৫০০ বর্গফুট;	রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ-৩৫০০ বর্গফুট; (৬০% কাজ সম্পন্ন)
০৫	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ-২১৬ সেট।	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ-২১৬ সেট।
০৬	আলু সংরক্ষনের মডেল ঘরের সামগ্রী ক্রয় করা ১. প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন-৪৫০টি ২. ডিজিটাল ওয়েট মেশিন-৪২২ টি ৩. স্প্রে মেশিন-৪২২টি ৪. প্লাস্টিক ক্রেট-৫০,৬৪০টি ৫. জাল-২১,১০০টি ৬. তাবু-৬৭৮টি	পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘরের সামগ্রী ১. প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন-৪২৩টি ২. ডিজিটাল ওয়েট মেশিন-৪২২ টি ৩. স্প্রে মেশিন-৪২২টি ৪. প্লাস্টিক ক্রেট-৫০,৬৪০ টি ৫. জাল-২১,১০০টি ৬. তাবু-৬৭৮টি
০৭	কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন-৩০০টি	কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে-২৩৮টি
০৮	মাঠ দিবস আয়োজন-৪৫০টি	মাঠ দিবস আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে-২২০টি
০৯	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ- ৮১টি	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে- ৮১টি

আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়। এ সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মডেল ঘরে মিষ্টি কুমড়া সংরক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাসুদ করিম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, মহোদয়।

দিনাজপুর সদর উপজেলায় প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাগণের মাঝে আলু প্রক্রিয়াজাকরণ যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ করিম।

আলুর বহুমূখী ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন কার্যক্রম।

প্রকল্পের আওতায় আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অহিমায়িত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণের স্থিরচিত্র।

মডেল ঘর কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংরক্ষণ সহায়ক সামগ্রী বিতরণ

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

১। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশ, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)

১.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
২.	**বাস্তবায়নকাল**	:	০১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৮
৩.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৭৬০.০০ কোটি
৪.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি , বিশ্ব ব্যাংক ও IFAD
৫.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**	:	**মুল উদ্দেশ্যঃ** ১. ২০,০০০ জন কৃষি-ভিত্তিক যুবক ও মহিলা (মহিলা ৬০% এবং যুবক ৪০%) উদ্যোক্তাদের প্রমোট করা (DLI-7)। ২. নির্বাচিত পণ্যের (আলু, আম, কাঁঠাল, টমেটো, মিহি চাল) জন্য ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (DLI-9)।
			সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ১) কৃষি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০,০০০ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (১২০০০ নারী ও ৮০০০ যুবক)। উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় মেনটরিং সুবিধা প্রদান ও ভ্যালু চেইন সংক্রান্ত সেবা প্রদান (DLI-7)

			২) ৫টি পণ্যের (আম, কাঠাল, আলু, টমেটো ও সুগন্ধী চাল) ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি গঠনের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা (DLI-9) ৩) কৃষক স্মার্ট কার্ড গ্রহিতাদের বাজার তথ্য ও বাজার সংযোগ সহায়তা বৃদ্ধির জন্য ই-ভাউচার সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি আইসিটি নির্ভর বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (DLI-5 and 10) ৪) ৫০০টি অংশীজন সংস্থাকে 'উত্তম কৃষি চর্চা'র আওতায় এনে আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নীতকরন ও প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা (DLI-1 and 6) ৫) কৃষিপন্য বাজারজাতকরণের লজিস্টিক্স ও অবকাঠামো আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষকের আয় ৩০% বৃদ্ধি করা ও ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস করা (DLI-8)			
৬.	**প্রকল্প এলাকা**	:	৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ২০৮টি উপজেলা (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ উপজেলা)			
৭.	**প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি**	:	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৭৬০০০.০০	২০৯০.০৬ মম	৬৯৮.৮৩ (৩৩.৪৩%)	৬৯৮.৮৩ (০.৯১%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১। ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক সেবা (ভ্যালু চেইন ও প্রাইভেট সেক্টর এনগজমেন্ট কনসালটেন্ট)-২ টি;
২। ভ্যালুচেইন প্রোমোশনাল বডি গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক স্টেকহোল্ডার কর্মশালা -১৫ টি;
৩। মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্লাটফর্ম (এমএসপি) নিয়মিত সভা-৬০ টি
৪। বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য, ফল, শাকসবজি, নারী উদোক্তা)-২৬ ব্যাচ;
৫। বিপণন সংক্রান্ত জরিপ ও স্টাডি- ৮ টি;
৬। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা সেবা- ১ টি;
৭। অনলাইন বিপণন প্লাটফর্ম তৈরি ও আপগ্রেডেশন- ১ টি;
৮। অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ২৪ ব্যাচ;
৯। আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা -১৫টি;
১০। আউটসোর্সিং জনবল সংগ্রহ -১৬টি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ২টি অফিস সহায়ক;
১১। ০৯টি এসইউভি, ০৫টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ০১টি মিনিবাস ভাড়ার ভিত্তিতে সেবা ক্রয়;
১১। অন-দ্যা জব প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর- ১০টি

২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ

(১) ডিপিপি মোতাবেক আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) ভ্যালুচেইন প্রোমোশনাল বডি গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক ৮ টি স্টেকহোল্ডার কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
(৩) দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৬টি বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল (দানাদার শস্য, ফল, শাকসবজি, নারী উদোক্তা) গঠন করা হয়েছে;
(৪) পার্টনার-ডিএএম অংগ প্রোগ্রামটির আওতায়া ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে 'বাজার কারবারি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ নীড এসেসমেন্ট স্টাডি', 'বাংলাদেশের কৃষি বিপণন পরিস্থিতির উপর বেইজলাইন জরিপ', 'দেশীয় ও রফতানি বাজারে বাংলাদেশের, ফল এবং শাকসজির বাজারের চাহিদা নিরূপণ নিয়ে গবেষণা', 'দেশীয় ও রফতানি বাজারে দানাদার শস্য, মশলা এবং অপ্রচলিত ফসলের বাজারের চাহিদা নিয়ে গবেষণা', 'ভোক্তাদের আচরণ এবং মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে গবেষণা', 'জলবায়ু সেনসিটিভিটি এবং কৃষি সরবরাহ চেইন সম্পর্কিত স্টাডি', 'আমদানিকারক দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ি (ফল, শাকসবজি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য) রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে স্টাডি' এবং 'উন্নত প্যাকেজিং, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পরিবহন, স্টোরেজ, প্রসেসিং সম্পর্কিত গবেষণা'সহ মোট ৭টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা

প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত ইনসেপশন প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৫) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে EoI মূল্যায়ণপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিক প্রকাশ করা হয়েছে।

(৬) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় ডিএএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য জিএপি এবং আইপিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ; আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ; প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ; ডিএএম কর্মীদের জন্য রিপোর্টিং এবং এমএন্ডই সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ মোট ১২ টি ব্যাচে ৩০০ জন অফিসার ও কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৫টি আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৮) প্রোগ্রামের আওতায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে ১৬টি ও অফিস সহায়ক পদে ২টি মোট ১৮টি জনবল সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১০) ০৯টি এসইউভি, ০৫টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ০১টি মিনিবাস ভাড়ার ভিত্তিতে সেবা ক্রয় করা হয়েছে।

(১১) পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের অন-দ্যা জব প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৫টি বেসরকারি

পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র

পার্টনার-ডিএএম অংগ এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ এর কিছু স্থির চিত্র

চিত্র: কৃষি-ভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান National Agri Care (NAC) সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

১.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর			
২.	**বাস্তবায়নকাল**	:	২৩ অক্টোবর হতে জুন/২০২৬			
৩.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	৪৯০০.০০			
৪.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি			
৫.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**	:	**মুল উদ্দেশ্যঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২)** • কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে শস্য গুদাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭৭১০ মে: টন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; • শস্য বপন মৌসুমে স্বল্পমূল্যে, সহজে উন্নত বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে ৪১টি গুদামে বীজ সংরক্ষণ ও বীজ প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বীজ ব্যবসায় সহায়তা প্রদান; • সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত ৭৯টি গুদাম ডিজিটাল নেটওয়ার্কভুক্ত করা এবং • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৫৯৫ জন কৃষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের গুদাম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে সহায়তা প্রদান।			
৬.	**প্রকল্প এলাকা**	:	২৭টি জেলা ও ৬ টি উপজেলা ৭৯টি গুদাম (পরিশিষ্ট-ক)			
৭.	**প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি**	:	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৪৯০০.০০	২০৬.০০	১৬২.০০ (৭৮.৬৪%)	১৬২.০০ (৭৮.৬৪%)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১। গুদাম রক্ষক সতেজক প্রশিক্ষণ – ২ ব্যাচ (৩২ জন)।
২। কৃষক প্রশিক্ষণ (ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগীর প্রশিক্ষণ ৫২ ব্যাচ (১৫৬০ জন)।
৩। গুদাম উপদেষ্টা কমিটি সতেজক প্রশিক্ষণ – ২৫ ব্যাচ (১২৫ জন)।
৪। অগ্নীনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ – ৭ ব্যাচ (১৪০জন)।
৫। ১ (এক) টি পরিবহন সেবা (এসইউভি) সংগ্রহ।
৬। ৮১ জন আউটসোসিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।

২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ

১। ডিপিপি মোতাবেক আসবাবপত্র, ফ্রীজ, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার মেশিন, ঔষধ স্প্রে মেশিন, এয়ারকন্ডিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা, আইপিএস ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে।

২। স্থানীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে।

৩। গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স কোর্স ২ ব্যাচ (১৬×২ = ৩২ জন) সম্পন্ন হয়েছে।

৪। গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক প্রশিক্ষক ২৫ টি গুদামের ২৫ ব্যাচ (২৫×৫ জন = ১২৫ জন) সম্পন্ন হয়েছে।

৫। ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ ৫২ টি গুদামে ৫২ ব্যাচ (৫২×৩০ জন = ১৫৬০জন) সম্পন্ন হয়েছে।

৬। অগ্নী নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ (৭ × ২০ জন = ১৪০ জন) সম্পন্ন হয়েছে।

৭। ৮১ জন জনবল (আউটসোসিং এর মাধ্যমে) নিয়োগ ও পদায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

৮। ১ টি পরিবহন সেবা (ঝটঠ) সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের আওয়াতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের চিত্র:

৫। জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি:

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২০০.০০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২০০.০০ লক্ষ টাকা

০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাক-সবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ: ১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরী; ২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি; ৩) নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪) নিরাপদ শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা; ৫) নিরাপদ শাক-সবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ;		
০৬.	কর্মসূচি এলাকা	:	ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, নঁওগা, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়নমনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা এবং ঝিনাইদহ (২০টি জেলার জেলা সদর/ নির্বাচিত উপজেলা)।		
০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			২৫.৫০	১৮.৩৫ (৭১.৯৬%)	৬৮.৯৭%

৬। অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি:

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২০ হতে, জুন ২০২৩ পর্যন্ত।		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা		
০৪.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা		
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ: ১) অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারী পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরা পর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা; ২) উন্মুক্ত অনলাইন প্লাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা; ৪) উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থকারবারির দৌরাত্ম্য হ্রাস করা; ৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্লাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা		
০৬.	কর্মসূচি এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।		
০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৪০.৩০	২০.৫৫ (৫০.৫৯%)	১২৮.৮৯ (৮৩.৪৭%)

০১। **কর্মসূচির নামঃ** রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসুচি।

০২। **কর্মসূচির উদ্দেশ্যেঃ**

কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টমেটোর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য।

০৩। **কর্মসূচির মোট বরাদ্দঃ** ৫০১.১৪ (পাঁচকোটি এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা)

০৪। **কর্মসূচি এলাকাঃ** রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলা।

০৫। **বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কর্মসূচি'র কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ক্র/ নং	কর্মসূচির কার্যক্রম	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খরচ (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি (%)
০১.	(ক) টমেটো সংরক্ষণাগার নির্মাণ; (খ) প্রচার প্রচারনার নিমিত্ত মুদ্রণ, খাদ্য প্রদর্শনী এবং মোটিভেশনাল ট্যুর বাস্তবায়ন; (গ) টমেটো সংরক্ষণাগারে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং স্থাপন; (ঘ) টমেটো সংরক্ষনাগারের শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এসিসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং স্থাপন; (ঙ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ০১টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন;	২৪৮.৪৮	২৪৪.৩৬	৯৮.৩৪%

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কর্মসূচির আওতায় রংপুরে ০১(এক)টি, দিনাজপুরে ০২ (দুই)টি এবং পঞ্চগড়ে ০১ (এক)টি টমেটো সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। সংরক্ষণাগারগুলোতে টমেটো থেকে বিভিন্ন সামগ্রী যেমন- টমেটো সস্, জেলী, জ্যাম, আচার, পাল্প ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রপাতি ও প্যাকেজিং সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে।

টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

রংপুরে টমেটো সংরক্ষণাগার নির্মাণ।

টমেটো হতে বিভিন্ন রকমারী খাদ্য প্রস্তুত ও প্রদর্শণী।

টমেণী।সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র।

‘পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি’ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৭৫ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৭৫ লক্ষ টাকা
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষনে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত টেকসই বিপণন ব্যবস্থা তৈরীর মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূর করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপঃ ১. পেয়ারা চাষী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা; ২. প্রক্রিয়াজাতকৃত পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা; ৩. পেয়ারার সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) কমানো; ৪. কর্মসূচি এলাকায় পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ কাযর্ক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা; ৫. কর্মসূচি এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত পেয়ারা পণ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, টফি ও আচার) স্থানীয় বাজার ও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বাজারের সুপার শপে সরবরাহের লিংকেজ সৃষ্টি করা; ৬. কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিপিএনবির সংস্থান অনুযায়ী কর্মসূচি এলাকায় (বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলায়) কৃষক গ্রুপ সদস্য, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে (১) 'পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেটজাতকরন কলাকৌশল, বিপণন ব্যবস্থাপনা, মার্কেট লিংকেজ, বাজার তথ্য, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন' (২) 'পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও প্যাকেজিং' (৩) 'গ্রুপভুক্ত কৃষকদের সমন্বয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ' এবং (৪) কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ এই চারটি বিষয়ে মোট ১৫৪ ব্যাচ প্রশিক্ষণ আয়োজন। ৭. কর্মসূচি এলাকায় (বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলায়) ২০ জন কৃষক বিপণন দলের সদস্য, ০৫ জন বাজারকারবারী, ০৫ জন প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারক, ১০ জন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ০৫ জন সরকারী ও

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">বেসরকারী সংস্থান অন্যান্য সদস্যসহ মোট ৪০ জনের সমন্বয়ে ০৩টি জেলায় ০৩টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন।

সর্বোপরি, পেয়ারা চাষীদের উপযুক্ত মূল্যপ্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পেয়ারার প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য উৎপাদনে হাতের-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান, পেয়ারার বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>:</td><td colspan="3">কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বরিশাল বিভাগের ০৩টি জেলার ০৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। বরিশাল বিভাগের তিনটি (০৩) জেলা যথাক্রমে ০১। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা (অধিক পেয়ারা উৎপাদনকৃত এলাকা), ০২। ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা (অধিক পেয়ারা উৎপাদনকৃত এলাকা), ০৩। পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলা (অধিক পেয়ারা উৎপাদনকৃত এলাকা বিশেষ করে স্বরূপকাঠী ইউনিয়ন)।</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td>কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td>:</td><td>২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>৩৬.০০</td><td>৩৫.৪৬ (৯৮.৫০%)</td><td>৩৫.৪৬ (২০.২৬%)</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td>কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র</td><td></td><td colspan="3">

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব এস.এম মাহবুব আলম “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন।</td></tr>
</table>

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃপ্রাঃ) জনাব মোঃ রাসেল খান “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব প্রনব কুমার সাহা “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার ভীমরুলী ভাসমান বাজার সংলগ্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন।

			কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার ভীমরুলী ভাসমান বাজার সংলগ্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে উৎপাদিত পেয়ারার জ্যাম, জেলি ও জুস।
			 কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব কিশোর কুমার সাহা এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃপ্রাঃ), পিরোজপুরের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) উপজেলার আটঘর-কুড়িয়ানায় প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা।
			 “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” আওতায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণকালীন উৎপাদিত পেয়ারার টফি।

			 কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের “পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির” কর্মসুচি পরিচালক জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঝলাকাঠি কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃপ্রাঃ) জনাব মতিন মিয়া উল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার ভীমরুলী ভাসমান বাজার সংলগ্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন এবং প্রশিক্ষণে উৎপাদিত পেয়ারার জ্যাম, জেলি এবং জুস প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রদর্শন ও বিতরণ করছেন।

বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট:

৫. উন্নয়ন বাজেট:

ক্রঃ নং.	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৬	২৭৫৯৫.৯১	৩৩.৫০	২০.০০ ৫৯.৭০%	৯৫%	৯৭.২৫৬ ৪৫.৬৮%	৫৫%
০২.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১৮৩৯৯.০০	২৯.৫৬	২৫.০০ ৮৪.৫৭%	১০০%	৪৬.০৬ ২৯.০৮%	৪২%
০৩.	কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত	২৫.২৬	৯.৭৫	৭.৯২ ৮১.২৫%	৯৭%	৮.৩৬ ৩৩.১০%	৩৫%
০৪.	আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত	৪২.৭৭	১১.২৮	৯.০৪ ৮০.১৮%	৯০%	৯.০৪ ২১.১৫%	২৪%

৬. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি:

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব (%)

০১.	জেলা পর্যায়ে ''কৃষকের বাজার'' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	১১৬.০০	১১৬.০০	১১২.৬০ (৯৭.০৭%)	১০০%
০২.	অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	১০৬.৬০	১০৬.৬০	১০৬.১৭ (৯৯.৬০%)	১০০%
০৩.	রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	২.৫০	২.৫০	২.৪৮ (৯৯.২৮%)	১০০%

৭. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি):

ক্রমিক	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১	অনুন্নয়ন	৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১
০২	উন্নয়ন	১,২৩,৫৫	৮৭,৮৩
০৩	কর্মসূচি	৩,১০	৩,১০
	সর্বমোটঃ	৪৭,৯১,৬৫	৩৯,২৩,৬৪

৮. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটঃ অনুন্নয়নঃ

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট	২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট
		(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়		
০১.	৩১০০	নগদ মজুরী ও বেতন	৩০,৭৫,০০	২৫,৭৫,০০
০২.	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১৪,৫০,০০	১১,৭৫,০০
০৩.	৪১০০	অ-আর্থিক	১,৪০,০০	৮২,৭১
			৪৬,৬৫,০০	৩৮,৩২,৭১

মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো

INFRASTRUCTURE
Central market — 01 No.
Ware house/Godown
Assemble Market
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center — 12 Nos.

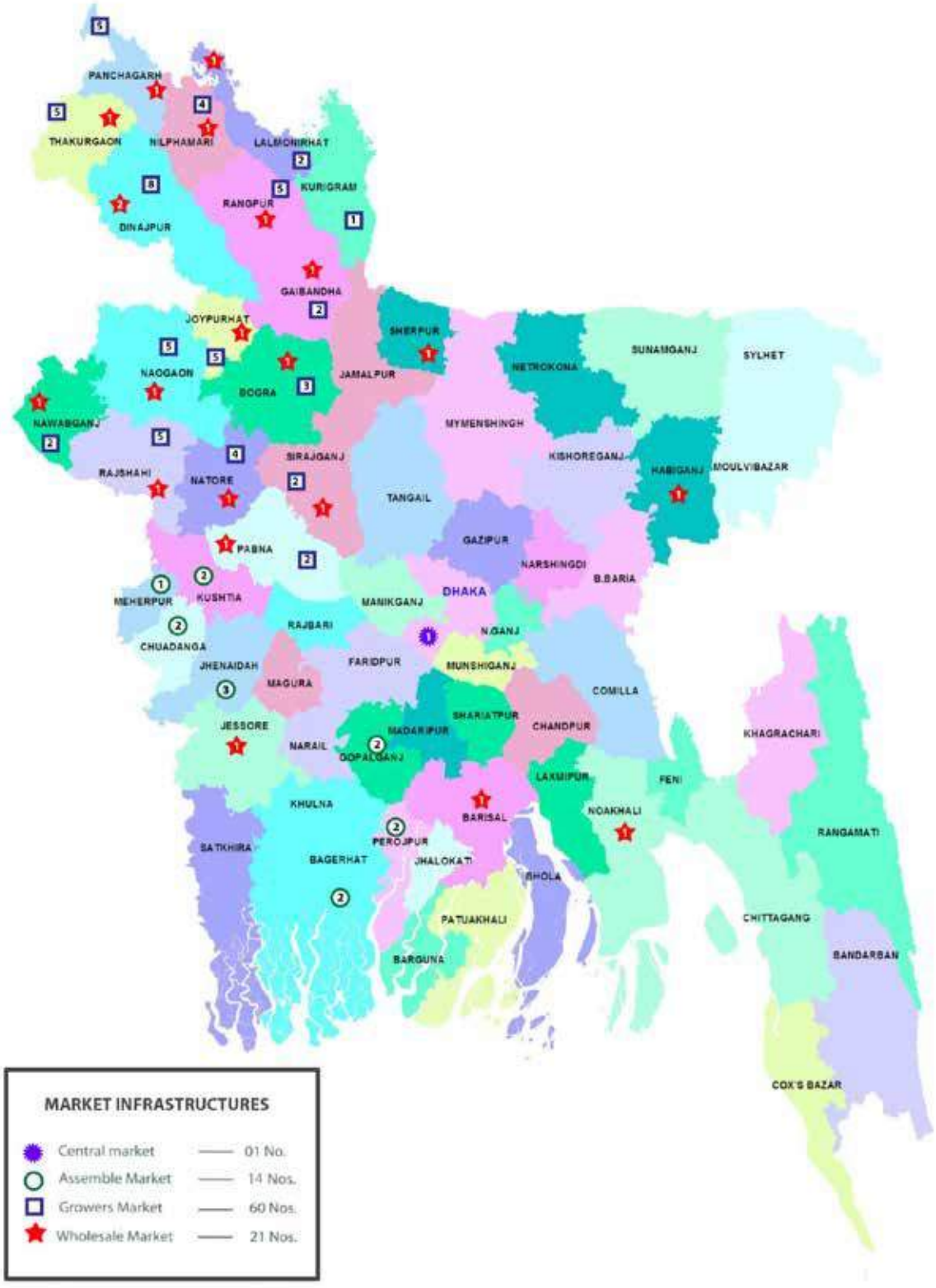

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
NAOGAON
BOGRA
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
PABNA
JAMALPUR
SHERPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
DHAKA
MANIKGANJ
N.GANJ
MEHERPUR
KUSHTIA
CHUADANGA
RAJBARI
JHENAIDAH
MAGURA
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
COMILLA
JESSORE
NARAIL
MADARIPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
KHULNA
BARISAL
SATKHIRA
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
BARGUNA
CHITTAGANG
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
JAMALPUR
BOGRA
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
DHAKA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
NARAIL
MADARIPUR
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
NOAKHALI
KHULNA
BARISAL
SATKHIRA
PEROJPUR
JHALOKATI
BAGERHAT
BHOLA
RANGAMATI
PATUAKHALI
CHITTAGONG
BANDARBAN
BARGUNA
COX'S BAZAR
Cold Storage 364

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
JAMALPUR
BOGRA
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
NOAKHALI
BARISAL
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BANDARBAN
BARGUNA
COX'S BAZAR
Office cum Processing & Training Center 12

ফটো গ্যালারি

২০২২-২৩ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুপ্তপূর্ণ কার্যাবলীর ছবি

গত ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারন এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সার্বিক তত্ত্বাবধানে কৃষকের বাজারের স্থায়ী অবকাঠামো উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মাননীয় ওয়াহিদা আক্তার

কৃষি মন্ত্রী জনাব আব্দুর রাজ্জাক, গাবতলীতে ফুলের পাইকারী বাজারটি চাষী, ফুল ব্যবসায়ী ও সর্বসাধারণের জন্য উদ্বোধনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করেন

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহাপরিচালক মহোদয়ের থেকে উপপরিচালক খুলনা এর শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এ অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টার সেন্টার ও প্রসেসিং সেন্টারের 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব ওমর মো: ইমরুল মহসিন

'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার জনাব জিল্লুর রহমান চৌধুরী স্যার এর- উপপরিচালকের ও অন্যান্যরা

কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রসেসিং সেন্টার পরিদর্শন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার মহোদয় কর্তৃক খুলনা জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আলী আকবর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সফল উদ্যোক্তার বাগান পরিদর্শন চেচুড়ি গ্রামের কৃষকের বাজার পরিদর্শন কালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে খুলনায় জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী খুলনা জেলার ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন

প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তাদের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আলী আকবর

রংপুরে বিখ্যাত হাড়িভাঙা আম বিপণনে লিংকেজ স্থাপণের উদ্দেশ্যে আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভা

ময়মনসিংহ জেলায় কৃষকের বাজার

চট্টগ্রামের বায়োজিদ এ অবস্থিত কুল চেম্বার

চট্টগ্রাম বিভাগের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ
মিরসরাই উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন

লক্ষ্মীপুর জেলার বাজার সংযোগ এর স্থিরচিত্র

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লায়' কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ প্রশিক্ষণ

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী কর্তৃক কৃষিপণ্যের ক্ষতি হ্রাস ও ভ্যালুচেইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৫.০৬.২০২৩ তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দাপ্তরিক উত্তম কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০২ (দুই) কর্মচারী ও ০১(এক) কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়

উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট-এর প্রসেসিং সেন্টারে গত ১৪.০৫.২০২৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্মি কম্পোষ্ট সার প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট

এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্র

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্র

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্র

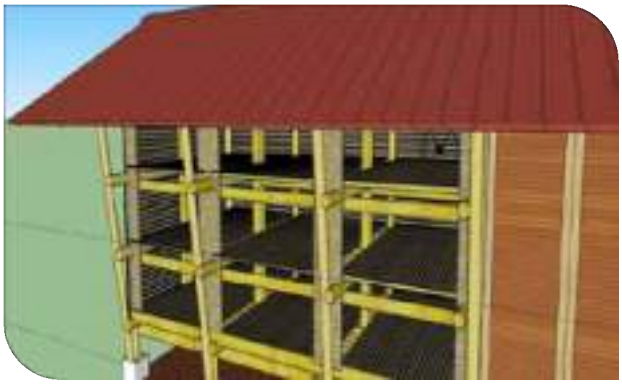

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিত 'ফার্মার'স ডে'

নারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় পাবনা

রাজশাহী জেলায় আলুর প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

রাজশাহী জেলার কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীগণের সাথে মতবিনিময় সভা

উপপরিচালকের কার্যালয় আয়োজিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা

নওগাঁ জেলায় কৃষকের বাজার পরিদর্শন